প্রথম আলো

Prothom Alo North America

28 November 2024, Thursday, 8th Year, Issue 402, 40 Pages

২৮ নভেম্বর ২০২৪, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ, সংখ্যা ৪০২, পৃষ্ঠা: ৪০

ট্রাম্পের অভিষেকে থাকবেন বাইডেন দম্পতি পৃষ্ঠা ২৪

শেষ পর্যন্ত লড়াই করুন পৃষ্ঠা ২৮

বাংলাদেশ তাকিয়ে ট্রাম্পের দিকে

পালা বদল

ক্ষমতাসীন, ক্ষমতাচ্যুত এবং যারা ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসার স্বপ্নে বিভোর–সবাই যার যার মতো করে ট্রাম্পের ক্ষমতায় বসার অপেক্ষায় দিন গুনছে।

- ২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনের পরাজয় ড. ইউনূসকে ভীষণরকম ব্যথিত করেছিল।
- নতুন ট্রাম্প প্রশাসনকে নিয়ে বেশ চিন্তায় আছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার।

বিশেষ প্রতিনিধি, নিউইয়র্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন আগামী ২০ জানুয়ারি। এখনো ৫২ দিন বাকি। এ নিয়ে আমেরিকায় যত আলাপ হচ্ছে তারচেয়ে বাংলাদেশে আলোচনা কোনো অংশে কম হচ্ছে না। কারণটাও যৌক্তিক। যুক্তি থাকায়, আলোচনাটা ট্রাম্প জেতার পর থেকে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে যারা বর্তমানে ক্ষমতাসীন, যারা ক্ষমতাচ্যুত, যারা ভবিষ্যতে ক্ষমতায় আসার স্বপ্নে বিভোর–সবাই যার যার মতো করে ট্রাম্পের ক্ষমতায় বসার অপেক্ষায় দিন গুনছে। ভাবখানা এমন, ট্রাম্প তাদের হাতে আলাদিনের চেরাগ তুলে দেবেন, আর প্রত্যেকের স্বপ্ন পূরণ হবে।

ড. ইউনূস সরকার ক্ষমতায় বসেছে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। শেখ হাসিনা সরকারকে উৎখাত করে। অভিযোগ আছে, এই অভ্যুত্থানের পেছনে আসল কলকাঠি নেড়েছে বাইডেন প্রশাসন। যে কারণে ক্লিনটন দম্পতির অভিন্ন বন্ধু ড. মুহাম্মদ ইউনূস এখন ক্ষমতায়। ২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনের পরাজয় ড. ইউনূসকে ভীষণরকম ব্যথিত করেছিল। যে কারণে ফরাসি এক বিজনেস স্কুলে (এইচইসি, প্যারিস) দেওয়া ভাষণে ট্রাম্পের জয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত নেতিবাচক মন্তব্য করেন তিনি।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

বললেন তারেক রহমান

শক্ত হাতে দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করুন

ঢাকা অফিস

তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান শক্ত হাতে দেশের 'ঘোলাটে পরিস্থিতি' নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল বুধবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি এই আহ্বান জানান।

বেশ কয়েক বছর ধরে লন্ডনে অবস্থানরত রাজনীতিক তারেক রহমান বলেন, 'শক্ত হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করুন। সরকার পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিতে না পারলে জনগণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারে। পলাতক

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

এক মামলায় সাজা বাতিল আরেকটিতে অব্যাহতি

খালেদা জিয়ার মামলা

ঢাকা অফিস

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ তিন আসামির সাজা বাতিল করেছেন হাইকোর্ট। সাত বছরের দণ্ডের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার আপিল মঞ্জুর করে গতকাল বুধবার বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের বেঞ্চ এই রায় দেন। একই দিন দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া দুর্নীতি মামলা থেকে খালেদা জিয়াসহ তিনজনকে অব্যাহতি দিয়েছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩।

এদিকে গতকাল ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছেন খালেদা জিয়া। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।

চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় সাজা বাতিল

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়া ছাড়াও সাজা বাতিল হয়েছে প্রয়াত হারিছ চৌধুরীর তৎকালীন একান্ত সচিব জিয়াউল ইসলাম মুন্না এবং ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র প্রয়াত সাদেক হোসেন খোকার একান্ত সচিব মনিরুল ইসলাম খানের।

এর আগে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

নির্বাচন সংস্কারে আলোচনায় ৭ প্রস্তাব

কমিশনের মতবিনিময়

ঢাকা অফিস

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশন বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে বৈঠক করছে। বৈঠকে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব এসেছে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, 'না' ভোটের বিধান পুনরায় চালু করা, নারী আসনে সরাসরি ভোট, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ ব্যবস্থা, দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না থাকা, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আনা এবং নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তাদেরকে রিটার্নিং কর্মকর্তা করার প্রস্তাবগুলোর বিষয়ে প্রায় সবাই একমত হয়েছেন। এ ছাড়া আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলও বিভিন্ন প্রস্তাব

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

কর্মজীবী নিউইয়র্কারদের অগ্রাধিকার, নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি এরিকের

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্ একটি বিনিয়োগের আপডেট দিয়েছেন, যা নিউইয়র্কারদের জননিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্য সুবিধাসমূহ এবং ৮.৩ মিলিয়ন বাসিন্দার জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। নভেম্বর

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

সাত হামলাকারী চিহ্নিত

আইনজীবী সাইফুল হত্যাকাণ্ড

ঢাকা অফিস

চট্টগ্রামের আদালত এলাকায় সহকারী সরকারি কৌঁসুলি সাইফুল ইসলামকে হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সাতজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আদালতে ভাঙচুর, হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনায় তিনটি মামলা হয়েছে। এ ছাড়া এ ঘটনায় হত্যা মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। এদিকে সাইফুল হত্যাকাণ্ডের পর সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

নিহত আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফের দ্বিতীয় জানাজায় মানুষের ঢল। গতকাল চট্টগ্রাম নগরীর জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ মাঠে।

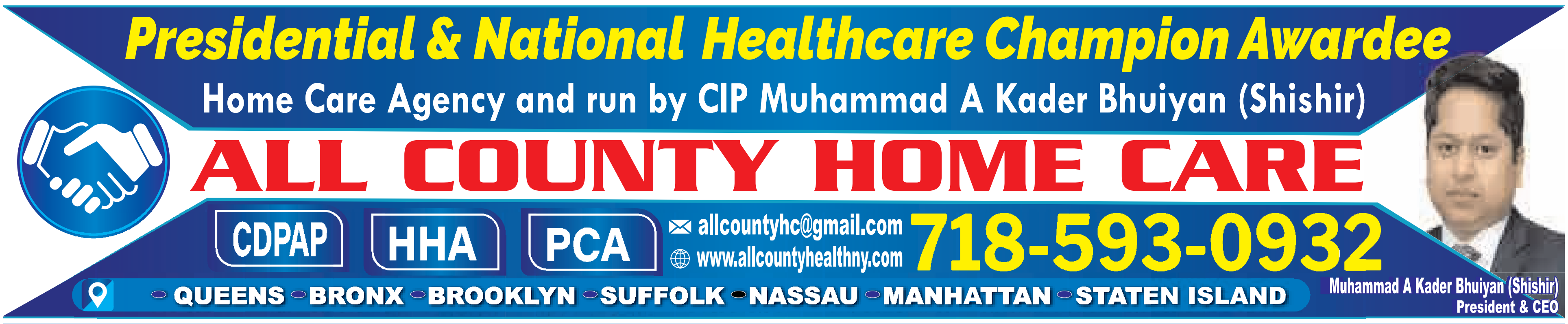

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যরাম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

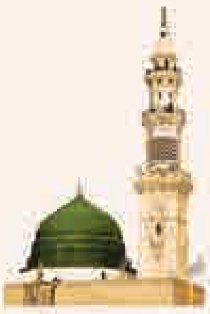

ZAM ZAM TRAVEL US
জম জম ট্রাভেল ইউএস
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus

★★★★★
Special Luxurious Five Star & Economy (Customized & Group)

Umrah Package Available

★Visa ★Ticket ★Hotel ★Transportation ★Ziarat ★Guidance Services

ECONOMY STARTING FROM
Quad $1599 | Tripple $1699 | Double $1799

LUXURY STARTING FROM
Quad $1999 | Tripple $2099 | Double $2199

Special Umrah Pre-Seminar & Free Gifts for Every Haji

- AIRLINES TICKETS SELLER
- WORLDWIDE VISA SERVICES
- SAUDI ARABIA 10 YEARS VISA
- HAJJ & UMRAH PACKAGE SERVICE PROVIDER

+1 (718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
37-15 73 Street (Suite-207), Bangladesh Plaza
Jackson Heights, NY-11372

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

শুধু নির্বাচনের জন্য গণ-অভ্যুত্থান হয়নি, সংস্কার নিয়ে বিরোধ নেই

সভায় তারেক রহমান

সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ডিইউজে বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

ঢাকা অফিস

তারেক রহমান

সংস্কার নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিএনপির কোনো বিরোধ নেই বলে মন্তব্য করেছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, 'সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে বিএনপির কোনো বিরোধ নেই। যাঁরা 'সংস্কার আগে নাকি নির্বাচন আগে'—ধরনের প্রশ্ন তুলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ভিন্ন। বিএনপি মনে করে, সংস্কার কার্যক্রম, এটি কোনো শেষ করার বিষয় নয়।'

সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

সংস্কার প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, 'একজন সংস্কার কার্যক্রম শুরু করলে আরেকজন সেই সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যায়। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে সরকারে কিংবা সরকারের বাইরে আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা দরকার, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত উত্তরণ ছাড়া পুঁথিগত সংস্কার অনেকটাই অকার্যকর। সংস্কার কার্যকর করতে চাইলে সবার আগে জনগণের নিত্যদিনের দুর্দশা লাঘবের ব্যবস্থা করা দরকার। এটা নিশ্চিত করা না গেলে সংস্কার কার্যক্রমের কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাবে না।'

সংস্কারের পাশাপাশি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল একটি সরকার গঠন গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। বিএনপি মনে করে, সংস্কারকাজের পাশাপাশি একটি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান অবশ্যই প্রয়োজন।'

তিনি বলেন, 'একটি নির্বাচনের জন্যই গণ-অভ্যুত্থান হয়নি। এটি যেমন একধরনের বাস্তবতা, অপরদিকে আরেকটি বাস্তবতা ছিল নির্বাচন ছাড়াই বারবার সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে পলাতক স্বৈরাচার দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল। জনগণকে তাদের অধিকার থেকে করা হয়েছিল বঞ্চিত। এ কারণে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই নির্বাচন অবশ্যই একটি মুখ্য বিষয়।'

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানকে শুধু একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনায় পরিস্থিতি মূল্যায়ন করলে সেটি কোনো বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক চিন্তা নয়। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তার রাজনৈতিক অধিকার চর্চার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে ভোটের অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের মালিকানার সম্পর্ক তৈরি হয়। স্বৈরাচারের কবল থেকে সরকার ও জনগণকে মুক্ত রাখতে হলে অবশ্যই নাগরিককে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী রাখা অত্যন্ত জরুরি।'

এ সময় 'ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে' মন্তব্য করে গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তিকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তারেক রহমান। তিনি বলেন, 'আওয়ামী স্বৈরাচারের পলায়নের পর জনগণের বিশাল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাত্রা শুরু করে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে গণতন্ত্রের পক্ষের সব শক্তি ও সাংবাদিকদের সতর্ক থাকা দরকার। চলমান গণতন্ত্রের যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বিতাড়িত স্বৈরাচার ও তাদের দোসররা নানা কৌশলে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। অপশক্তি দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তির মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তবে আমরা সবাই সতর্ক থাকলে দেশের পক্ষের শক্তির মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি থাকবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।'

সংবিধান সংস্কার কমিশন

উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ সৃজনসহ বিএনপির ৬২টি প্রস্তাব

ঢাকা অফিস

সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে ৬২টি প্রস্তাব দিয়েছে বিএনপি। এগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায় ভারসাম্য, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, সংবিধানে গণভোটের ধারা, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, উপরাষ্ট্রপতি ও উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। তবে বিএনপির মতে, সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন করার এখতিয়ার আছে শুধু নির্বাচিত সরকারের।

বেলা ১১টার পরে সালাহউদ্দীন আহমেদ কার্যালয়ে যান। প্রায় আধা ঘণ্টা পর বেরিয়ে আসে বিএনপির প্রতিনিধি দল। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সালাহউদ্দিন আহমেদ।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের কাছে বিএনপির প্রস্তাব প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব, সূচনা থেকে শুরু করে তফসিল পর্যন্ত ৬২টি জায়গায় বিভিন্ন প্রস্তাব, সংশোধনীর প্রস্তাব জমা দিয়েছি। কমিটি বিবেচনা করবে বলে আমরা আশা করি।

প্রস্তাবের মূল অংশে বাংলাদেশের রাজনীতির চরিত্র পরিবর্তনের বিধান ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ যা করেছিল সেগুলোসহ কিছু নতুন প্রস্তাব বিএনপি দিয়েছে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমেদ।

তিনি বলেন, প্রস্তাবে বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা, জুলাই–আগস্ট বিপ্লবে শহীদের রক্তের অঙ্গীকার ও বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনা করে ভবিষ্যতে যাতে সংসদীয় একনায়কতন্ত্র সৃষ্টি না হয়, সেগুলো মাথায় রেখে আমাদের প্রস্তাব দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনার প্রস্তাব বিএনপি দিয়েছে বলে জানান সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, পরপর দুবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন যেন না হন, সেই বিধান রেখেছি। সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টির বিধানের প্রস্তাবও করেছি।

বিচার বিভাগের বিষয়ে বিএনপি নতুন প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানান তিনি। সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, অধস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রণ যাতে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে থাকে, সেটি যেন যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

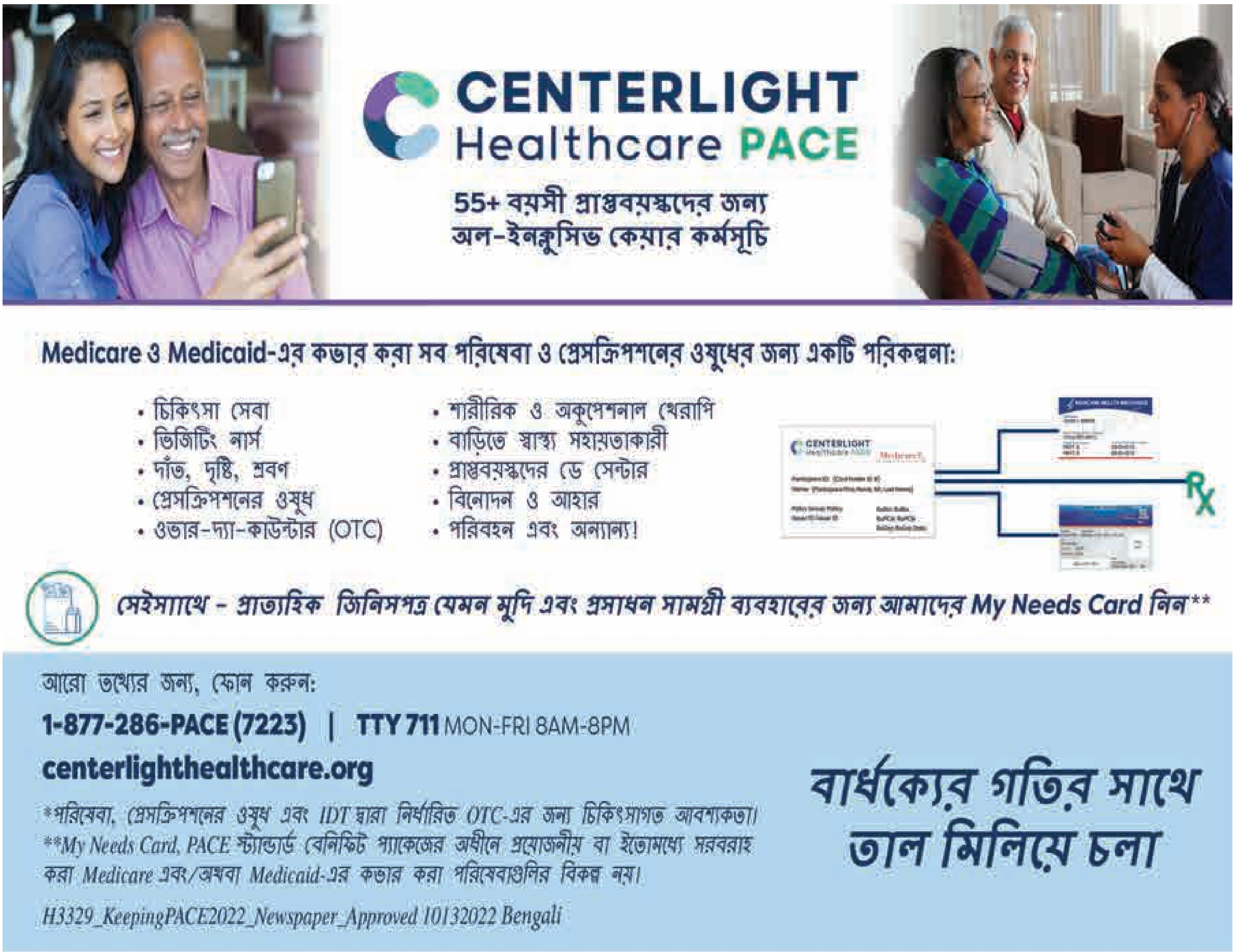

NABANNO
HALAL
FREE WiFi

দেশীয় স্বাদ নবান্নেই

- আমরা শতভাগ ফ্রেশ খাবার পরিবেশন করি।
- পিকনিক সহ সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ক্যাটারিং করি।
- আমরা সুস্বাদু হালাল চায়নিজ খাবার পরিবেশন এবং ক্যাটারিং করি।

- সুসজ্জিত হলে বিয়ে,গায়ে হলুদ, জন্মদিন সহ সকল প্রকার পার্টি ও অনুষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

DOORDASH Uber Eats GRUBHUB
www.nabannorestaurant.com

Nabanno Restaurant

37-22 73rd St, Jackson Heights, NY 11372, Phone:718 734 6000

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR TLC INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE
(Black Car, Livery, Taxi, Yellow Cab, Green Cab)

Our Services

- TLC Insurance
- DMV & TLC Service
- TLC Car & Plate Rent
- Auto, Home & Business Ins.
- TLC Base (Black & Green Cab)

ARIF SHAHRIAR
PRESIDENT & CEO

NYC Office:
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

Buffalo Office:
170 Kerns Ave, ST #101
Buffalo, NY 14211

Phone: 718-567-5600
info@libertybkg.com, www.libertybkg.com

সম্পাদকীয়

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সংখ্যালঘু নিরাপত্তা

বর্তমান বিশ্বে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, কিংবা ভাষার ভিন্নতা আমাদের সমাজকে সমৃদ্ধ করলেও, তা কখনো কখনো সংঘাতের কারণ হয়ে ওঠে। এই বাস্তবতায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি মানবতার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার। বৈচিত্র্য মানব সভ্যতার অন্যতম সৌন্দর্য। বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ও ঐতিহ্যের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে, তা আমাদের আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। কিন্তু যখন এই বৈচিত্র্যকে ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়, তখন এটি বৈষম্য এবং সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাস আমাদের শেখায়, বিভাজনমূলক রাজনীতি ও ধর্মীয় উগ্রতা কেবল ধ্বংসের পথ তৈরি করে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি সদস্যই লাভবান হয়। এটি একটি জাতিকে শুধু শান্তিপূর্ণ করে তোলে না, বরং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক স্থিতিশীলতা, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

যে কোনো রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ধর্মীয়, জাতিগত, এবং সামাজিক সংখ্যালঘুরা প্রায়ই বৈষম্য, নির্যাতন, এবং সামাজিক বর্জনের শিকার হন। এটি কেবল নৈতিক বা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল নয়, এটি একটি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী।

সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অর্থ হলো তাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মচর্চা করতে পারে। সংখ্যালঘুদের কর্মসংস্থান এবং সম্পদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা শুধু নৈতিক বা আইনগত বিষয় নয়; এটি একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের শক্তি নিহিত, এবং এটি আমাদের মানবিকতার মূল। আসুন, আমরা সকল ভেদাভেদ ভুলে সাম্যের সমাজ গঠনে কাজ করি, যেখানে প্রত্যেকে সমান নিরাপত্তা ও মর্যাদা ভোগ করতে পারে। এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখি, যেখানে মানুষ ধর্ম বা জাতির পরিচয়ে নয়, বরং তাদের কাজ ও চরিত্রের মাধ্যমে মূল্যায়িত হবে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ (Universal Declaration of Human Rights - UDHR), ১৯৪৮ সালে গৃহীত, মানবজাতির মৌলিক অধিকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করেছে। এর বিভিন্ন ধারায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয়টি শক্তি করে বলা হয়েছে। UDHR-এর মূল ধারণা হলো, প্রত্যেক মানুষ জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, বা অন্যান্য ভিন্নতার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্যের শিকার হবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যহীন আচরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে মানবাধিকার সনদে। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদকে বলা হয় বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তি। "প্রত্যেক ব্যক্তি জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো মতাদর্শ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য কোনো অবস্থার ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য ছাড়া এই সনদের অধিকার ভোগ করতে পারবে।" সনদে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মের স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারী।" রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি মতামত ও বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারী।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সংখ্যালঘু অধিকার ঘোষণা (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, ১৯৯২)ঃ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ঘোষণা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণে একটি বিশেষ কাঠামো প্রদান করা হয়েছে। এমনকি যুদ্ধের সময় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় জেনেভা কনভেনশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যদিও মানবাধিকার সনদ একটি আদর্শ কাঠামো প্রদান করেছে, বাস্তবে অনেক দেশে এই অধিকার সুরক্ষিত থাকে না। ধর্মীয় উগ্রতা, বর্ণবাদ, এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বৈষম্য সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাড়িয়ে তুলেছে।

নিষ্ঠুর বাস্তবতা হচ্ছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রায়ই বৈষম্যমূলক আইন বা সামাজিক নীতির শিকার হন। বৈশ্বিক উগ্র জাতীয়তাবাদ (ultranationalism) সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈরিতা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অবহেলার কারণে সংখ্যালঘুরা হামলা ও বৈষম্যের শিকার হন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ শুধু একটি নীতিমালা নয়; এটি মানবজাতির মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি প্রতিশ্রুতি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য সনদটির আদর্শ বিশ্বব্যাপী বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আমাদের উচিত সনদের নীতিগুলোকে প্রতিদিনের জীবন এবং রাষ্ট্রীয় নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে একটি সমতাপূর্ণ, নিরাপদ এবং মানবিক সমাজ গড়ে ওঠে।

সন্ধিক্ষণে বিএনপি

শামীম এ. জাহেদী

৩৮টি দেশ ও সংস্থার কূটনীতিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জ্যেষ্ঠ নেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতে এক গুরুত্তপূর্ণ সভায় ২০২৪ সালের ১৪ নভেম্বর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষণা দেন যে, ক্ষমতায় এলে বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠা করবে না।

লন্ডন থেকে ভার্চুয়াল বক্তৃতায় তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁর দল একটি সমৃদ্ধ ও সুখী জাতি গঠনে ৩১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করবে। বলে রাখা ভালো যে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে বিএনপি এই ৩১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। বিএনপি নেতা আরও অঙ্গীকার করেন যে, কোনো ব্যক্তি পরপর দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

'রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারে বিএনপির ৩১ দফা কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক ঢাকায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ৫৬ বছর বয়সী তারেক রহমান বলেন, "ভবিষ্যতের বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীসহ কোনো ব্যক্তি যেন ক্ষমতার অপব্যবহার বা ইচ্ছামতো কাজ করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করা হবে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে। বিএনপি যদি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পায়, তবে আমরা সব নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব, তা তিনি যেকোনো দলের সমর্থক হোন না কেন।"

"আমাদের লক্ষ্য এমন একটি রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা যেখানে ইউটিউব, ফেসবুক বা অন্য কোনো অনলাইন মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশ করার জন্য কাউকে হয়রানি করা হবে না। এমন কি প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে নিয়ে মন্তব্য করার পরও কেউ হয়রানির শিকার হবেন না। মূলধারার ও সামাজিক গণমাধ্যমকে সত্য গোপন করতে বাধ্য করা হবে না, এবং সরকার কাউকে মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য চাপ দেবে না।"

গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতনে দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো সংস্কারের জন্যে জনআকাঙ্ক্ষা যখন তীব্র, তখন এই প্রতিশ্রুতিগুলো আশাজাগানিয়া।

শেখ হাসিনার ভারতে পালানোর পর বিএনপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ অন্তত আপাতত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্র-যুবসমাজ এবং সাধারণ মানুষের দাবি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের জন্য সংস্কার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এ প্রেক্ষাপটে সংস্কারের এই দায়িত্ব এখন প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিএনপি এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ওপর বর্তায়।

পূর্ববর্তী শাসক দল আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী শাসনের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেই বিদায় নিয়েছে। এমন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি নেতৃত্বের এই প্রতিশ্রুতি যে ভবিষ্যতে কোনো সরকারপ্রধান ক্ষমতার অপব্যবহার বা স্বেচ্ছাচারিতা করবেন না, তা দলের ভেতরেও প্রতিফলিত উচিত। প্রকৃত অভ্যন্তরীণ সংস্কার ছাড়া এই ধরনের ঘোষণাগুলো শুধুমাত্র কথার ফুলঝুরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে—'ভালো কাজের শুরু নিজের ঘর থেকে করতে হয়'।

উল্লেখ্য, বিএনপি গঠনতন্ত্রে দলের চেয়ারম্যানকে যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই দলের প্রস্তাবিত রাষ্ট্র সংস্কারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। বিএনপির রাষ্ট্র সংস্কারের কর্মসূচিকে টেকসই করতে হলে দলকে অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে।

বিএনপির গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দলীয় প্রধান প্রায় সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি প্রায় সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ইচ্ছেমতো কিছু সংশোধন বা বাতিল করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯ সদস্যের স্থায়ী কমিটি, যা দলের সবচেয়ে শক্তিশালী নীতিনির্ধারণী সংস্থা, কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ, অসদাচরণ বা দলবিরোধী কার্যকলাপে অভিযুক্ত হলে তার সদস্যপদ বাতিল বা সাময়িক স্থগিত করার ক্ষমতা রাখে। তবে, স্থায়ী কমিটির সভা ডাকা সম্ভব না হলে, দলপ্রধান নিজের বিবেচনায় জরুরি পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা পূর্বে আরোপিত শাস্তি প্রত্যাহার করতে পারেন। তবে, এই সিদ্ধান্তগুলো পরবর্তী স্থায়ী কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

শৃঙ্খলাবিষয়ক সিদ্ধান্তে দলীয় প্রধানই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত। গঠনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে: "শাস্তির বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি চেয়ারম্যানের কাছে আপিল করতে পারবেন, তবে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।"

এছাড়াও, গঠনতন্ত্র অনুসারে, সকল মহানগর ও জেলা নির্বাহী কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন মহাসচিবের, যিনি চেয়ারম্যানের পরামর্শে কাজ করেন। এই বিধানটি বিএনপির অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে স্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বিএনপির চেয়ারম্যান বিশাল ক্ষমতার অধিকারী, যা তাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যকর করা এবং ইচ্ছেমতো পদক্ষেপ বাতিল করার সুযোগ দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দলপ্রধানের ক্ষমতা রয়েছে ৪৭০ সদস্যের জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জাতীয় স্থায়ী কমিটি, থিম্যাটিক সাব-কমিটি এবং অন্যান্য কমিটি ভেঙে দেওয়ার। তিনি এই কমিটিগুলো পুনর্গঠন করতে পারেন, তবে পরবর্তী কাউন্সিল সভায় এ সিদ্ধান্ত অনুমোদনের শর্ত রয়েছে।

এছাড়া, চেয়ারম্যান জাতীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং থিম্যাটিক সাব-কমিটিগুলোর শূন্যপদ পূরণের ক্ষমতা রাখেন। বিশেষ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা পরিবর্তন করতে পারেন, তবে মোট সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত সীমার দশ শতাংশের বেশি হতে পারবে না।

রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার নিয়ে সামাজিক পরিসরে আলোচনা জরুরিরাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার নিয়ে সামাজিক পরিসরে আলোচনা জরুরি

দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, বিএনপির মধ্যে এক বা একাধিক সাংগঠনিক সংস্থা গঠনের সুযোগ রয়েছে। তবে, চেয়ারম্যানের অনুমোদন ছাড়া কোনো সংগঠন বিএনপির সহযোগী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পায় না।

এমনকি বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতীয় কাউন্সিলকে পাশ কাটিয়ে দলের গঠনতন্ত্রও সংশোধন করা সম্ভব। গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে: "জরুরি কারণে যদি কোনো সংশোধন প্রয়োজন হয়, তবে দলের চেয়ারম্যান গঠনতন্ত্র সংশোধন করতে পারেন, তবে সেই সংশোধন অবশ্যই পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিলের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে গৃহীত হতে হবে।"

এই ধরনের বিধানগুলো প্রমাণ করে যে বিএনপির জন্য অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

আবারও ১৪ নভেম্বরের সভার মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক। সেই অনুষ্ঠানে, একজন বক্তা সতর্ক করছেন যে রাষ্ট্র সংস্কারের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে বিএনপি জনগণের কাছে ব্যর্থ হিসেবে বিবেচিত হবে।

তবে আশার কথা এই যে বিএনপি এখনই শুধু সংস্কারের কথা বলছে না, বরং ২০১৬ সাল থেকেই রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপন করে আসছে। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আশা জাগায় যে, বিএনপি তার প্রস্তাব বাস্তবায়নে সত্যিই আন্তরিক।

বিএনপিকে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ এখন স্বৈরাচারী শাসন থেকে গণতন্ত্রের পথে উত্তরণের সন্ধিক্ষণে রয়েছে এবং এটা অর্জিত হয়েছে অগণিত মানুষের ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে। এই উত্তরণের শেকড় রয়েছে জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ত্যাগ এবং বিএনপির দীর্ঘ সংগ্রামে। বিএনপির অসংখ্য নেতা-কর্মীকেও হত্যাকাণ্ড, গুম, কারাবরণ, নিপীড়ন এবং হাজার হাজার মামলার শিকার হয়েছে। অবশ্যই, এই ত্যাগ আরেকটি স্বৈরাচারী ও অগণতান্ত্রিক শাসনের জন্য ছিল না।

আওয়ামী লীগ কি পরাশ্রয়ী দলে পরিণত হবে

এ কে এম শামসুদ্দিন

শেখ হাসিনা দেশত্যাগের পর আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারাও দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। যাঁরা পালাতে পারেননি তাঁদের জনাকয়েক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে আটক হয়েছেন। আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের দুঃশাসনকালে বিএনপিসহ অন্য নেতাদের যেভাবে হেলমেট পরিয়ে জেলখানা থেকে আদালতে হাজির করা হতো, এখন আওয়ামী লীগের নেতাদের একই কায়দায় সারিবদ্ধভাবে প্রিজন ভ্যান থেকে নামিয়ে আদালতে নেওয়ার দৃশ্য আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাই। শত শত মামলা দিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের এক আদালত থেকে আরেক আদালতে দৌড়ানোর দৃশ্য দেখে আওয়ামী লীগ নেতারা যেমন হাসি-তামাশা করতেন; এখন হেলমেট পরা আওয়ামী লীগ নেতাদের আদালতপাড়ায় দেখে বিএনপির নেতারা নিশ্চয়ই উপভোগ করছেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জেলা-উপজেলা ও মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীদের অনেকেই গা-ঢাকা দিয়েছেন। কেউ কেউ স্থানীয় পর্যায়ে বিএনপি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ম্যানেজ করে এলাকায় কোনোরকমে টিকে আছেন।

৫ আগস্ট বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা সম্মিলিতভাবে শেখ হাসিনাকে দেশছাড়া করেছে। যাঁদের ওপর ভরসা করে তিনি এত দিন ক্ষমতায় টিকে ছিলেন, তাঁরা যখন আর কোনো ভরসা দিতে পারলেন না, তখন তিনি দেশত্যাগ করে নিজের জীবন বাঁচালেন। পেছনে পড়ে রইলেন তাঁর এত দিনের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা। দেশত্যাগের আগে তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের কোনো নির্দেশনাও দিয়ে যাননি। ফলে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। দেড় দশকেরও বেশি সময় ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগে এখন চরম নেতৃত্বশূন্যতা দেখা দিয়েছে। ফলে সাংগঠনিকভাবে দলটি রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেকেই এখনো উদ্বেগ ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। দলের শীর্ষ নেতাসহ শেখ হাসিনার এভাবে চলে যাওয়া দলের তৃণমূল কর্মীরা মেনে নিতে পারেননি। এ বিষয়ে বিবিসি নিউজ বাংলা সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের চমকপ্রদ কিছু বক্তব্যের উল্লেখ আছে, 'নেত্রী যদি এভাবে দেশত্যাগ না করে দেশেই থেকে যেতেন, তাহলে পরিস্থিতি আজ অন্য রকম হতে পারত। ক্ষমতা হারানোর পর খালেদা জিয়া তো দেশ ছেড়ে যাননি।

এমনকি এরশাদের মতো ব্যক্তিও দেশত্যাগ না করে কারাবরণ মেনে নিয়েছিলেন। এরশাদ জেলে বসেই তাঁর দলকে গুছিয়ে রাজনীতির মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছিলেন। অথচ নেত্রী তা না করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেলেন। যেসব শীর্ষস্থানীয় নেতার নির্দেশ মেনে আমরা যাঁরা গত ১৫ বছর রাজনীতির মাঠ দখলে রেখেছিলাম, আজ এই বিপর্যয়ের দিনে তাঁরা সবাই আমাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে দেশত্যাগ করলেন!' বর্তমানে আওয়ামী লীগের ওপরের সারির কোনো নেতাই এখন দেশে নেই। মাঝের সারিরও কেউ নেই। নিচের সারির যে নেতাদের দলের নীতিনির্ধারকদের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত, তাঁরাও বর্ডার ক্রস করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সবচেয়ে বেশি সুবিধাভোগী শেখ পরিবারের কেউই এখন আর দেশের মাটিতে নেই। ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের মাঠপর্যায়ের যেসব নেতা-কর্মী দেশ ছেড়ে যেতে পারেননি, তাঁরা এখন মহাবিপদে আছেন।

আওয়ামী লীগের মাঠপর্যায়ের অনেক নেতা বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। মামলায় জড়ানোর কারণে পুলিশ এখন তাঁদের খুঁজছে। অপর দিকে দেড় দশক ধরে আওয়ামী লীগের মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীদের হাতে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগীরাও এখন দেখামাত্রই তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। লোকজনের কাছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী পরিচয় দেওয়াই এখন বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। এই যখন পরিস্থিতি, তখন ১০ নভেম্বর নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে জিরো পয়েন্টে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের জড়ো হতে বলা হয়েছিল।

আওয়ামী লীগের ফেসবুক ভেরিফায়েড পেজে বলা হয়েছিল, অপশাসন, দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে, মৌলবাদী শক্তির উত্থানের প্রতিবাদে এই সমাবেশের আহ্বান করা হয়েছিল। ১০ নভেম্বরের ঠিক আগে শেখ হাসিনার একটি অডিও রেকর্ড ভাইরাল হয়। তাতে তিনি সমর্থকদের শেখ মুজিব এবং তাঁর কোনো ছবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন না করে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবির প্ল্যাকার্ড বহন করতে নির্দেশ দেন। ট্রাম্পের ছবি বহনকারী কাউকে বাধা দিলে তার ভিডিও কিংবা ছবি তুলতেও নির্দেশ দেন, যা ট্রাম্পের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। নানাবিধ

কারণে আওয়ামী লীগের সেদিনের সমাবেশ আর হতে পারেনি।

বরং আওয়ামী লীগের যে কয়জন কর্মী সাহস করে সেখানে গিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্য এবং অন্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের হাতে বেধড়ক মার খেয়েছেন। এ নিয়ে কর্মীদের ভেতর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। বিদেশে নিরাপদে থেকে শীর্ষ নেতারা মাঠে মার খাওয়ার জন্য কর্মীদের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে তাঁরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

১২ নভেম্বর আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থক আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'কোথায় এখন দুর্নীতিপরায়ণ নেতৃবৃন্দ? স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি করার পর, দলের নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীদের প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে ফেলে বিদেশে পালিয়ে গেছেন। আজকে যখন সারা দেশে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের ত্যাগী এবং নিবেদিত কর্মীরা প্রচণ্ড অত্যাচারের শিকার, তখন তারা নিজেরা দেশে না এসে বিদেশ থেকে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উল্টাপাল্টা বক্তব্য এবং আহ্বান দিয়ে এইসব ত্যাগী এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন। এইসব ধান্দাবাজ, লোভী, দুর্নীতিবাজ নেতৃবৃন্দ কি মনে করে নিজেদের?'

অনেকেই বলছেন শেখ হাসিনার অডিও রেকর্ড নাকি ভুয়া। 'এআই টেকনোলজি' ব্যবহার করে শেখ হাসিনার ভয়েস বসিয়ে দিয়ে ভাইরাল করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত ভিন্ন। যদি অডিও রেকর্ডটি শেখ হাসিনার না হয়েই থাকে, তাহলে ১০ নভেম্বর অডিও রেকর্ডে হাসিনা যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবেই ট্রাম্পের ছবিসহ প্ল্যাকার্ড নিয়ে লোকজন তৈরি হয়েছিল কীভাবে? হাসিনা বর্তমানে যাদের আশ্রয়ে আছেন, তারা যাতে কোনো প্রকার দোষারোপে না পড়ে, সে জন্যই এখন এআইয়ের দোহাই দেওয়া হচ্ছে। ভারতের মাটিতে বসে হাসিনা রাজনৈতিক উসকানি দিচ্ছেন—এমন বদনাম যাতে তাদের না হয়। অথচ সমাবেশ ভন্ডুল হয়ে যাওয়ার পরপরই ভারতীয় মিডিয়াগুলো ভিডিও দেখিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আওয়ামী লীগ কর্মী উল্লেখ না করে, অন্তর্বর্তী সরকার ট্রাম্প সমর্থকদের সমাবেশ করতে দেয়নি বলে ব্যাপক প্রচার শুরু করে দেয়।

১০ নভেম্বর শেখ হাসিনার সমাবেশ আহ্বান করা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণও আছে। দলের এই ভঙ্গুর অবস্থায় নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যেখানে কোনো নেতাই দেশে উপস্থিত নেই। মামলা ও হামলার কারণে মাঠপর্যায়ের সব নেতা-কর্মী যেখানে ঘরছাড়া, দেশের পরিস্থিতি যেখানে আওয়ামী লীগ রাজনীতির অনুকূলে নেই, সেখানে ট্রাম্পের বিজয় ঘোষণার পরপরই হুট করে এমন একটা সমাবেশ ডাকার পেছনে শেখ হাসিনার নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল। বাংলাদেশের অনেকেই শেখ হাসিনার এমন উদ্যোগকে 'হাসিনার ট্রাম্প কার্ড ষড়যন্ত্র' বলে অভিহিতও করেছেন। সেন্ট মার্টিনে সেনাঘাঁটি করতে দেয়নি বলে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে; এত দিন শেখ হাসিনা যে যুক্তরাষ্ট্রকে দোষারোপ করেছেন; রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য সেই যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়ার জন্য এখন তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবনে এর চেয়ে দৈন্য আর কী হতে পারে!

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সদ্ভাব এবং ড. ইউনূসের প্রতি ট্রাম্পের কিছুটা বৈরী মনোভাব আছে বিবেচনায় রেখে শেখ হাসিনা হয়তো ভেবেছেন, ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে এলে তাঁর জন্য মঙ্গলজনকই হবে। মোদিকে ব্যবহার করে ট্রাম্পকে যদি একবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘু পরিস্থিতি বোঝানো যায়, তাহলে তাঁর হয়তো দ্রুত দেশে ফেরার পথ খুলে যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, হাসিনার পুনর্বাসনের বিষয়ে ভারতও কি তাই মনে করে? ট্রাম্পের জয়লাভের পর ভারতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেখে তো তাই মনে হয়। কলকাতার 'দৈনিক আনন্দবাজার' কিংবা 'দৈনিক বর্তমান'-এর মতো বিখ্যাত বাংলা পত্রিকার শিরোনাম দেখলে তো মনে হয়, শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন এখন কেবল সময়ের ব্যাপার। ট্রাম্পকে বিজয়ী ঘোষণার পরদিনই আনন্দবাজারের ৭ নভেম্বরের শিরোনাম ছিল 'ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনে অস্বস্তিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস'। দৈনিক বর্তমান ৮ নভেম্বরের সংখ্যায় শিরোনাম দিয়েছে, 'আমেরিকায় পালাবদলে উদ্বেগ বাড়ছে ইউনূসের, ট্রাম্পের জয়ে বাংলাদেশে ফেরার পথ সুগম হবে হাসিনার?' তারা প্রতিবেদনে লিখেছে, '...বাংলাদেশে দ্রুত নির্বাচন করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসন ইউনূস সরকারের ওপর চাপ বাড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। আর সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তথা 'হাসিনা পরিবার' যাতে অংশ নিতে পারে, সেই চাপও পরোক্ষে দেওয়া হবে। অতএব মুহাম্মদ ইউনূস এবং তাঁর ভারতবিরোধী সরকার আপাতত যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।'

সাঁতার না জানা কেউ হঠাৎ পানিতে পড়ে গেলে খড়কুটো ধরেই বাঁচার চেষ্টা করেন। শেখ হাসিনার বেলায়ও কি তাই হয়েছে? এত দিন ভারতের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ অন্যান্য দেশকে ম্যানেজ করে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছিলেন। গত তিনটি নির্বাচনেই প্রমাণ হয়েছে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করার মতো যোগ্যতা আওয়ামী লীগের ছিল না। গত ১৫ বছর নানাবিধ অপকর্মের ফলে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েও সেই ভারতেই আশ্রয় নিয়ে ভারতের সাহায্যেই যুক্তরাষ্ট্রকে আবারও ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন তিনি। দেশবাসী বিষয়টি মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না। আওয়ামী লীগকে দলীয় আদর্শে পুনর্গঠিত না করে পরের ওপর নির্ভর করে শেখ হাসিনা কত দূর যেতে পারবেন, ভবিষ্যতেই হয়তো বোঝা যাবে। তবে এভাবে আওয়ামী লীগকে পরাশ্রয়ী দলে পরিণত করে তিনি বেশি দূর এগোতে পারবেন বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে মাঠপর্যায়ের নেতা-কর্মীদের দুটি উক্তি উল্লেখ করতে চাই।

বিবিসি নিউজ বাংলার সেই প্রতিবেদনে প্রকাশিত ফরিদপুরের একজন তৃণমূল কর্মী আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'ক্রিম খাইলো নেতারা, কোটি কোটি টাকা বানাইলো তারা; আর তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হইতেছে আমাদের মতো তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের?' আমার পরিচিত আত্মগোপনে থাকা ঢাকা জেলার এক মধ্যম সারির আওয়ামী লীগ নেতা একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন, 'বিদেশে পালিয়ে না থেকে নেত্রীর দ্রুত দেশে ফিরে আসা উচিত। এভাবে বিদেশেই যদি থাকতে হয় তাহলে তারেক জিয়া আর তাঁর মধ্যে পার্থক্য থাকল কোথায়? এত দিন তারেক জিয়াকে দেশে এসে বিচারের মুখোমুখি হতে শেখ হাসিনাই তো গালাগাল করেছেন। এবার ওনার পালা। বিচারের মুখোমুখি হতে হলেও এখন শেখ হাসিনার দেশে ফেরা উচিত।'

KARNAFULLY HOME CARE
KARNAFULLY HOME CARE
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]
সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য
WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS
মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন
NYS
Department of
Health CDPAP
হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন
Mohammed Hasem, MBA
President and CEO
Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432
Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372
Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211
347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com
www.lovetocarehc.com

আ.লীগকে নিয়ে বিএনপির হিসাব-নিকাশ

মাসুদ কামাল

আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারবে কী পারবে না, তাদেরকে নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হবে কী হবে না—এ নিয়ে গরম এখন রাজনীতির মাঠ। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের নায়ক হিসেবে দাবিদার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবি তো আরও একধাপ বেশি। আওয়ামী লীগকে কেবল নির্বাচনের বাইরে রাখাই নয়, দাবি তাদের দেশের প্রাচীনতম এই দলটিকে রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করার। এর বিপরীতে দেশের প্রধানতম রাজনৈতিক দল বিএনপি বলছে উল্টো কথা।

তারা কোনো রাজনৈতিক দলকেই নিষিদ্ধ করার পক্ষে নয়। তারা চায় আওয়ামী লীগসহ সব রাজনৈতিক দলই আগামী নির্বাচনে অংশ নিক। এমন পরস্পরবিরোধী দুই দাবির মাঝখানে রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তারা কোন দিকে যাবে? কী সিদ্ধান্ত নেবে তারা? অথচ তাদের সিদ্ধান্তই এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তারাই রয়েছে সরকারে। সিদ্ধান্তটি নিতে হবে তাদেরই।

এ রকম একটা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনো মতামত প্রকাশিত হচ্ছিল না। কেউ কিছু বলছিলেন না। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের পরিবর্তনের কথা যখন এল, সেখানে খুন-গুম-নির্যাতনের মতো অপরাধের কারণে রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার বিধান যখন রাখা হলো, তখন যেন মনে হচ্ছিল—এই সরকারও বুঝি আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে চায়। কিন্তু সেসব জল্পনা-কল্পনায় ছেদ ঘটল প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের একটি কথায়। ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক দ্য হিন্দুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট করেই জানান, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এর মধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে। নির্বাচন করতে পারবে আওয়ামী লীগ। আর এমন সিদ্ধান্তের পেছনে বিএনপিই যে মূল ভূমিকা পালন করেছে, সেটাও জানান তিনি। বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দলের নিষিদ্ধকরণ চায় না, সেই সঙ্গে সব দল নির্বাচনে আসুক, এটাও তারা চায়। প্রধান উপদেষ্টা এমন কথাও বলেছেন—রাজনৈতিক দলগুলোর চাহিদা অনুসারেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

এখানে একটা প্রশ্ন আসতেই পারে, বিএনপির মতো অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও কি আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে চায়? এই বিষয়টা মনে হয় অস্পষ্ট। উল্লেখ করার মতো অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে প্রকাশ্যে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের পক্ষে বলতে শোনা যায়নি। ছাত্রদের দাবির প্রতিধ্বনিই বরং অন্য অনেক দলের মুখে উচ্চারিত হতে দেখা গেছে। ফলে একটা প্রশ্ন অবধারিতভাবেই সামনে চলে এসেছে—বিএনপি কেন আওয়ামী লীগকে মাঠে রাখতে চাইছে?

বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে যার সামান্য কিছু ধারণাও আছে, সে জানে—বিএনপির জন্মের পর থেকেই তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে আওয়ামী লীগ। আশির দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে যখন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি একসঙ্গে রাজপথে ছিল, তখনো তারা ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আর গত ১৫ বছরে তো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে গেছে বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করার। দলটিকে মাঠেই নামতে দেয়নি, লাখ লাখ মামলা দিয়ে বিএনপির একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের দৌড়ের ওপর রেখেছে। দলের এমন কোনো নেতা ছিল না, যার বিরুদ্ধে ১০-১৫টা মামলা ছিল না। একপর্যায়ে বিএনপিকে 'সন্ত্রাসী দল' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকেরা। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান, যিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, যিনি বীর উত্তম খেতাব পেয়েছেন, তাঁকেও অভিহিত করা হয়েছিল 'পাকিস্তানের চর' হিসেবে। এই সবই করেছেন আওয়ামী লীগ ও এর নেতারা। এত কিছুর পরও সেই আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার পপুলার দাবিটির বিরোধিতা করছে বিএনপি! কিন্তু কেন? আমার বিবেচনায় ঠিক এই জায়গাটিতেই বিএনপি দেখিয়েছে তাদের পলিটিক্যাল ম্যাচিউরিটি।

> ▶ দেশে কমপক্ষে তিন-সাড়ে তিন কোটি মানুষ সব সময়ই রয়েছেন, যাঁরা যেকোনো পরিস্থিতিতেই আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। এঁদের অনেকেই আওয়ামী লীগ করলেও হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষে ছিলেন না। তাঁরা হয়তো ভয়ে চলমান অপশাসনের প্রতিবাদ করতে পারেননি, কিন্তু তাঁরা মনে মনে হাসিনা লীগকে অপছন্দ ঠিকই করেছেন।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এমন একসময়ে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের দাবি করেছেন, যখন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করার মতো কোনো নেতা প্রকাশ্যে নেই। দেশের কোথাও, এমনকি অতি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আওয়ামী লীগ বা তার কোনো অঙ্গসংগঠন তাদের অফিসটি পর্যন্ত খোলার সাহস পাচ্ছে না। জন্মের শুরু থেকে এ পর্যন্ত, কখনো ঐতিহ্যবাহী এই দলটি এত বেকায়দায় পড়েনি। চাইলেই এখন নিষিদ্ধের ঘোষণাটি দিয়ে দেওয়া যায়। এত অনুকূল পরিবেশ পাওয়া সত্ত্বেও বিএনপি কেন এই সুযোগটা নিচ্ছে না? এমনকি পরিস্থিতি এখন এতটাই অনুকূল যে বিএনপিকে চাইতেও হবে না, ছাত্ররাই চাইছেন, বিএনপি কেবল চুপ করে থাকলেই হয়। তারপরও বিএনপি কেন বিরোধিতা করছে নিষিদ্ধের? কেন তারা নির্বাচনেও চাইছে আওয়ামী লীগকে?

এটা কিন্তু বিএনপির কোনো মহানুভবতা নয়। বরং একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পদক্ষেপ। বিএনপির হিসাবটা পরিষ্কার—তারা মনে করে নির্বাচন অবাধ হলে, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী যারাই থাক, তারাই বিজয়ী হবে। সেখানে যদি আওয়ামী লীগ তাদের পূর্ণশক্তি নিয়ে থাকে, তবু। আর বিপরীত দিকে আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনের বাইরে থাকে, তাহলে তাদের বাড়তি কোনো লাভ হওয়ার বিষয় নেই। তখন আওয়ামী লীগের ভোটগুলো বিভিন্ন জায়গায় ভাগ হয়ে যাবে। তখন হয়তো তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো কিছু অপ্রত্যাশিত ভোট পাবে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ না থাকলে বিএনপির লাভ না হলেও ক্ষতির কিছু আশঙ্কা থাকবে। লোকে তখন এ নির্বাচনকে ২০১৪ সালের নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করবে। বলবে, বিএনপি 'একতরফা' নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। আওয়ামী লীগ নিজেও এ ধরনের একটা প্রচারণাকে বেশ জোরেশোরে চালাবে।

কেবল নির্বাচনই নয়, আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের বিরোধিতা করার যে কৌশল বিএনপি নিয়েছে, সেটাও আমার কাছে খুবই সুবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে হয়। কেবল জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের সময়ই নয়, আগের বছরগুলোতেও আওয়ামী লীগ সরকার কি দেশজুড়ে গণ-অত্যাচার করেনি? অবশ্যই করেছে। সেগুলো গোপন কিছু ছিল না, খুবই দৃশ্যমান ছিল। সেই সব ঘটনারই বিচার হওয়া উচিত। দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া উচিত। এর পাশাপাশি পুরো দেড় দশক ধরে তারা যে অবাধ লুটপাট করেছে, সেগুলোরও বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু এসব অপরাধের কারণে যদি পুরো দলটিকেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, তাতে কিন্তু সেই প্রত্যাশিত বিচারগুলো আড়ালে পড়ে যাবে। দলের অপরাধী নেতারা তখন দল নিষিদ্ধের ডামাডোলের নিচের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে, দেশে কমপক্ষে তিন-সাড়ে তিন কোটি মানুষ সব সময়ই রয়েছেন, যাঁরা যেকোনো পরিস্থিতিতেই আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। এঁদের অনেকেই আওয়ামী লীগ করলেও হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষে ছিলেন না। তাঁরা হয়তো ভয়ে চলমান অপশাসনের প্রতিবাদ করতে পারেননি, কিন্তু তাঁরা মনে মনে হাসিনা লীগকে অপছন্দ ঠিকই করেছেন। এখন দল নিষিদ্ধ করতে গেলে সেই বিশাল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রকারান্তরে। এই তিন-সাড়ে তিন কোটি মানুষকে আপনি তো বঙ্গোপসাগরে নিয়ে ফেলে দিতে পারবেন না! আসলে কোনো রাজনৈতিক দলকে গায়ের জোরে নিষিদ্ধ করা গেলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। হাসিনার মতো স্বৈরশাসক ১৫ বছর চেষ্টা করেও জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি, জামায়াত বরং আরও শক্তিশালী হয়েছে। একই ঘটনা আরও বিবর্ধিত আকারে ঘটবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে গেলে। বয়সের কারণে অনভিজ্ঞ ছাত্ররা তা বুঝতে না পারলেও বিএনপি সেটা ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছে।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ক্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকিন Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্কে ৩য় বার্ষিক বিজনেস এক্সপো অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) এর আয়োজনে নিউইয়র্কের লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়টে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩য় বার্ষিক বিজনেস এক্সপো ২০২৪। বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং নতুন সম্ভাবনার উন্মোচনকে লক্ষ্য করে এই আয়োজন করা হয়। "বাজারের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি, নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করার"— এই থিমে অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টে প্রযুক্তি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের কৌশল নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও কর্মশালা পরিচালিত হয়। উদ্বোধনী সেশনে ইউএসবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মো. লিটন আহমেদ, গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অফ কমার্স প্রেসিডেন্ট মার্ক জাফ, কুইন্স চেম্বার অফ কমার্স প্রেসিডেন্ট টমাস জে. গ্রেচ এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ডেপুটি কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান বক্তব্য রাখেন। তারা বাংলাদেশ-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্কের অগ্রগতি এবং নতুন দিগন্ত উন্মোচনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। ইভেন্টের অন্যতম আকর্ষণ ছিল MWBE সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা। প্রযুক্তি খাতে বিশেষজ্ঞ মাফিজুল ইসলাম, শাহেদ ইসলাম, সিয়াম হোসেন এবং মোহাম্মদ জামান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যবসায়িক প্রসারের ভূমিকা নিয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। এছাড়া খলিল বিরিয়ানি হাউসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো. খলিলুর রহমান তার ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের নতুন সুযোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে লোন এবং অর্থায়ন নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন আহাদ আলী সিপিএ, প্যানেলিস্ট লিসা পিনহাস এবং সিটিজেন্স ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাইল আহমেদ। ইউএসবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মো. লিটন আহমেদ এক্সপোটি আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে আয়োজনের পরিকল্পনার কথা জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয় প্রেজেন্টিং স্পন্সর রিভারটেল এবং প্লাটিনাম স্পন্সর ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্সকে। এ ছাড়া ব্রুকলিন, কুইন্স এবং ব্রঙ্কস চেম্বার অফ কমার্সের অংশীদারত্বও উল্লেখযোগ্য ছিল। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন—ইউএসবিসিসিআই'র পরিচালক মো. বদরুদ্দোজা সাগর, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আহাদ আলী, শেখ ফরহাদ।

অগ্রাধিকার, নিরাপত্তার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০২৪ আর্থিক পরিকল্পনা আপডেটের মাধ্যমে আগামী অক্টোবরের মধ্যে দুটি নতুন পুলিশ ব্যাচের মাধ্যমে শহরে আরও ১,৬০০ পুলিশ অফিসার যুক্ত হতে যাচ্ছে। এর ফলে ইউনিফর্ম ফোর্স প্রায় ৩৪,০০০ অফিসারে উন্নীত হবে, যা শহরের সম্প্রদায়গুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বলে জানান অ্যাডামস্।

নিউইয়র্ক শহরকে আরও নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং বাসযোগ্য করার জন্য দায়িত্বের শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছেন সিটি মেয়ের এরিক অ্যাডামস্। সোমবার ২৫ নভেম্বর কমিউনিটি অপ:এড-এ তিনি বলেন, 'শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে — গত দুই আর্থিক বছরে প্রায় $৯০০ মিলিয়ন করদাতার অর্থ সাশ্রয় করেছি আমরা। এর ফলে, আমরা নভেম্বর ২০২৪ আর্থিক পরিকল্পনা আপডেট দিতে সক্ষম হয়েছি। যেহেতু আমরা প্রারম্ভেই বুদ্ধিদীপ্ত ও কঠোর বাজেট সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তাই আমরা শ্রমজীবী নিউ ইয়র্কবাসী এবং তাদের পরিবারগুলিতে বিনিয়োগ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। এবং আমরা অস্থায়ী ফেডারেল স্টিমিউলাস ফান্ড দ্বারা সমর্থিত সমালোচনামূলক প্রোগ্রামগুলিকে তহবিল দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছি।'

তিনি বলেন, 'আমাদের প্রশাসন পাঁচটি বরো জুড়ে অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা দূরীকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জননিরাপত্তার পক্ষে আমরা দৃঢ় এবং নিশ্চিত করছি যে আমাদের পরিবার ও সন্তানরা নিরাপদ বোধ করবে এবং বাস্তবে নিরাপদ থাকবে।তাই আমরা অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নিযুক্ত করছি।'

গত সপ্তাহে জেসিকা টিশকে নতুন পুলিশ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এ নিয়ে অ্যাডামস্ বলেন, 'আমাদের পুলিশ কর্মকর্তারা প্রতিদিন আমাদের সুরক্ষিত রাখতে কাজ করেন, এবং তাদের এমন একজন নেতার প্রয়োজন যিনি প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিবেদিত। এ কারণেই, গত সপ্তাহে আমি জেসিকা টিশকে নতুন পুলিশ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছি। কমিশনার টিশ এনওয়াইপিডিতে ১২ বছরের অভিজ্ঞ এবং সিটি গভর্নমেন্টে ১৭ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন পেশাদার, যিনি তার পেশাগত জীবন নিউইয়র্ক সিটির মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছেন। সম্প্রতি, তিনি স্যানিটেশন বিভাগের কমিশনার হিসেবে কাজ করেছেন এবং শহরের 'ট্র্যাশ রেভলিউশন'-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি কনটেইনারাইজেশন প্রোগ্রাম এবং সার্বজনীন কার্বসাইড কম্পোস্টিং সার্ভিস চালু করে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছেন। স্যানিটেশন কমিশনার হিসেবে তিনি আমাদের রাস্তাগুলোকে শারীরিকভাবে পরিচ্ছন্ন করেছেন, এবং এখন পুলিশ কমিশনার হিসেবে তিনি প্রতীকী অর্থে শহরকে অপরাধমুক্ত করবেন। এই মুহূর্তে তিনি সঠিক নেতা, এবং তার নেতৃত্ব নিশ্চিত করবে যে নিউইয়র্ক সিটি আমেরিকার সবচেয়ে নিরাপদ বড় শহর হিসেবে অবস্থান বজায় রাখবে।'

নভেম্বরের এই পরিকল্পনায় বেলভিউ আউটপোস্ট থেরাপিউটিক হাউজিং ইউনিটে জাস্টিস-সম্পর্কিত গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও কর্মীবাহিনীর চাহিদা পূরণে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া, নিউইয়র্ক সিটি শেরিফের ইলেকট্রনিক অ্যাঙ্কল মনিটরিং প্রোগ্রামের জন্য ৫১টি নতুন পদের অর্থায়নের মাধ্যমে নিরাপত্তা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'নিউইয়র্কাররা প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে তাদের এবং তাদের পরিবারের জীবনযাত্রা বজায় রাখেন। এই নভেম্বর পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা তাদের সেই সুযোগ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই পরিকল্পনা কর্মজীবী নিউইয়র্কারদের আবাসন, খাবার, এবং বিলের মতো প্রয়োজনীয় খরচ পূরণে সহায়তা করবে। ক্যাশ এসিস্টেন্ট প্রোগ্রামে $৪৬৭ মিলিয়ন এবং সিটি এফএইচইপিএস রেন্টাল এসিস্টেন্ট প্রোগ্রামে $১১৫ মিলিয়ন বরাদ্দ করা হয়েছে, যা পরিবারগুলিকে আবাসন খুঁজে পেতে এবং তাদের ঘর সংরক্ষণে সহায়তা করবে।'

এক মামলায় সাজা বাতিল আরেকটিতে অব্যাহতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মামলার আপিল শুনানির জন্য নিজ খরচে পেপারবুক তৈরির আবেদন করেন খালেদা জিয়া, যা ৩ নভেম্বর মঞ্জুর করেন হাইকোর্ট। এরপর পেপারবুক তৈরি হলে মামলাটির শুনানি হয়।

জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে অবৈধভাবে ৩ কোটি ১৫ লাখ ৪৩ হাজার টাকা লেনদেনের অভিযোগে খালেদা জিয়াসহ চারজনের বিরুদ্ধে ২০১১ সালের ৮ আগস্ট তেজগাঁও থানায় ওই মামলা করে দুদক। ২০১৮ সালের ২৯ অক্টোবর পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রশাসনিক ভবনে স্থাপিত ঢাকার বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. আখতারুজ্জামান (বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি) এই মামলায় খালেদা জিয়াকে ৭ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা জরিমানা করেন। পরে হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। পরদিন ৬ আগস্ট জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় দণ্ড মওকুফ করে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়া হয়। এর আগে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া ১০ বছরের সাজার রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার পৃথক লিভ টু আপিল ১১ নভেম্বর মঞ্জুর করেন আপিল বিভাগ। সেই সঙ্গে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সাজার কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়।

কয়লাখনি দুর্নীতি মামলায় অব্যাহতি

দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়া ছাড়াও অব্যাহতি পেয়েছেন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এবং সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। গতকাল ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩-এর বিচারক মো. আবু তাহের এই আদেশ দেন।

এদিন মামলার অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। খালেদা জিয়ার পক্ষে তাঁর আইনজীবী হাজিরা দেন। এরপর খালেদাসহ অপর আসামিদের অব্যাহতি চেয়ে শুনানি করেন তাঁদের আইনজীবী। শুনানি শেষে আদালত খালেদা জিয়াসহ তিনজনকে অব্যাহতি দেন। খালেদা জিয়ার আইনজীবী জিয়াউদ্দিন জিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তবে মামলার অপর ৪ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এই চার আসামি হলেন হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব নজরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার সাবেক পরিচালক মঈনুল আহসান ও মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি উত্তোলন, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ঠিকাদার নিয়োগে অনিয়ম এবং রাষ্ট্রের ১৫৮ কোটি ৭১ লাখ টাকা ক্ষতি ও আত্মসাতের অভিযোগে ২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ থানায় মামলাটি করে দুদক। ওই বছরের ৫ অক্টোবর খালেদাসহ ১৬ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক।

মার্কিন দূতাবাসে খালেদা জিয়া

যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে গিয়ে গতকাল বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছেন খালেদা জিয়া। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, 'ম্যাডামকে (খালেদা জিয়া) উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যেতে হতে পারে। সে জন্য আজকে (বুধবার) উনি বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে আমেরিকান এম্বাসিতে গিয়েছিলেন।'

রাজধানীর গুলশানের বাসা থেকে গতকাল বিকেলে বনানীতে মার্কিন দূতাবাসে যান বিএনপি চেয়ারপারসন। দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতসহ কর্মকর্তারা তাঁকে স্বাগত জানান।

৭৯ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে লিভার সিরোসিস, হৃদ্‌রোগ, ফুসফুস, কিডনি, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। একটি মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ওই মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে দেশের বাইরে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তবে ঠিক কবে তাঁকে দেশের বাইরে নেওয়া হবে, এ বিষয়ে এখনো সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ তাকিয়ে ট্রাম্পের দিকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের জয়কে সূর্যগ্রহণের সাথে তুলনা করে ড. ইউনূস এই দিনটিকে আমেরিকার কালো দিন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পরে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ড. ইউনূস ও তার ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, হিলারির নির্বাচনী তহবিলে ড. ইউনূস অর্থ দিয়েছেন বলে তিনি শুনেছেন।

এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র চার দিন আগে বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়নের অভিযোগ তুলে টুইট করেন ট্রাম্প। সেই টুইটে তিনি লেখেন, 'আমি বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। দেশটিতে দলবদ্ধভাবে তাদের ওপর হামলা ও লুটপাট চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন পুরোপুরিভাবে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে রয়েছে।' তিনি যখন এই টুইট করেন তখন বাংলাদেশে শাসন ক্ষমতায় শান্তিতে নোবেল জয়ী ড. ইউনূসের সরকার। তখন থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতির হিসাব-নিকাশ পাল্টাতে থাকে। ট্রাম্পের জয়ের পরে তো কথাই নেই।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরপরই ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর আসন্ন প্রশাসনে জাতীয় গোয়েন্দা প্রধানের দায়িত্বে তুলসি গ্যাবার্ডের নাম প্রস্তাব করেছেন। সিনেটের অনুমোদন পেলে তুলসি হাতে চলে আসবে সিআইএ, এফবিআইসহ আমেরিকার সব গোয়েন্দা সংস্থা। তুলসি গ্যাভার্ড একে হিন্দু-আমেরিকান, তার ওপর ইসকনের সদস্য। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার নিয়ে অনেক আগে থেকেই সোচ্চার। এরই মধ্যে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ও ইসকনের সাবেক নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর ঢাকায় গ্রেপ্তার অনেক হিসাব পাল্টে দিতে শুরু করেছে। এই গ্রেপ্তারের ঘটনায় চট্টগ্রামে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সংঘর্ষে একজন সরকারি আইনজীবী নিহত হয়েছেন। প্রতিবেশি দেশ ভারত এ ব্যাপারে কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

ফলে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তার আর দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এ ঘটনায় ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে ভারতের মতো আমেরিকাও প্রতিক্রিয়া দেখাবে কিনা, এ নিয়ে নানা মহলে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পরপরই অভিনন্দন জানান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি আনন্দিত। দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ আপনাকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করায় আপনার নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতাই প্রতিফলিত হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি নিশ্চিত আপনার তত্ত্বাবধানে যুক্তরাষ্ট্র উন্নতি করবে এবং বিশ্বজুড়ে অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে।' ড. ইউনূসের এই বক্তব্য ট্রাম্পের প্রথম জয়ের পরে দেওয়া বক্তব্যের একেবারে উল্টো। সে দিন তিনি যেটাকে কালো দিন বলে অভিহিত করেছিলেন এখন তা অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত হয়েছে।

ফলে নতুন ট্রাম্প প্রশাসনকে নিয়ে বেশ চিন্তায় আছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার। তবে বাংলাদেশের সাবেক কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশে এর বড় ধরনের প্রভাব পড়বে না বলে তারা মনে করেন । কারণ যুক্তরাষ্ট্রে সরকার পরিবর্তন হলেও দেশটির পররাষ্ট্রনীতিতে তেমন পরিবর্তন হবে না। তবে ছোটখাটো কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আসতে পারে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে জো বাইডেন সরকারের যে সম্পর্ক ছিল, সেই উষ্ণতায় ভাটা পড়তে পারে। নির্বাচন আয়োজনে তাগাদা বাড়তে পারে।

কিন্তু ক্লিনটন পরিবারের সাথে ড. ইউনূসের সখ্যতাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প কীভাবে নেবেন সেটা অনেক বড় ব্যাপার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ভারতের, বিশেষ করে মোদি সরকারের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে–সেটাও বাংলাদেশের ভবিষ্যতের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে। যেমন বাইডেন প্রশাসন ভারতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশকে দেখতে রাজি হয়নি। কিন্তু ট্রাম্পের আগের প্রশাসন রাজি ছিল এবং সেই কাজটি করছে। দ্বিতীয় মেয়াদে আবার ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশকে দেখার নীতি ট্রাম্প প্রশাসন নিলে তা বর্তমান সরকারের জন্য কোনোভাবেই সুখকর হবে না। তার অনেক লক্ষণ কিন্তু ইতিমধ্যে স্পষ্ট।

এ কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল ২০ জানুয়ারির দিকে তাকিয়ে আছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ট্রাম্প প্রশাসনের যে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তিত, সেসব নিয়েই মহাউৎফুল্ল ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ। দলটি ভাবছে, ট্রাম্প ক্ষমতায় এলেই ভারতের মোদি সরকারের সাথে বাংলাদেশ নিয়ে একটা বোঝাপড়া হবেই। আর সেটা তাদের পক্ষেই যাবে। বাইডেন সরকারের বাংলাদেশ নীতি ট্রাম্পের আমলে পাল্টে যাবে–এ ব্যাপারে দলটি ভীষণভাবে আশাবাদী। আর একবার বাংলাদেশ নিয়ে মোদি-ট্রাম্প একমত হলে তো কথাই নেই।

এক সময় আমেরিকার ওপর ভরসা করে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল বিএনপি। দলটি ধরেই নিয়েছিল আওয়ামী লীগকে হটিয়ে তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে আমেরিকা। আওয়ামী লীগ হটে গেছে কিন্তু বিএনপির আর ক্ষমতায় বসা হয়নি। তাদের অপেক্ষার পালা আরও কতটা দীর্ঘ হবে বলা কঠিন। বর্তমানে বিএনপির নেতৃত্ব বিরাট সমস্যায় আছে। তারা না পারছে অন্তর্বর্তী সরকারের পুরোপুরি বিরোধিতাও করতে, আবার মানতেও কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। আমেরিকা বা ভারতের ওপর অতি নির্ভরশীলতা আওয়ামী লীগের জন্য বিএনপির মতো একই পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

তবে ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন অবশ্যই আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে। এ কথা ট্রাম্প যেমন পরিস্কার করেছেন, তেমনি তার সদ্য গঠিত টিমের সদস্যরা এর প্রমাণ দিচ্ছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের এই পরিবর্তনে বাংলাদেশ কোথায়, কীভাবে থাকবে তারই ওপর নির্ভর করছে ঢাকার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ।

শক্ত হাতে দেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বৈরাচারের দোসররা জনগণের অসহিষ্ণু হয়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে।'

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ না করে বিএনপির এই নেতা বলেন, অবৈধ ক্ষমতা আর অবৈধ সুবিধা হারানো পলাতক স্বৈরাচারের দোসররা সরকারকে অস্থিতিশীল করতে

জনগণের আন্দোলনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাদের সঙ্গে মিশে দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে।

গত কয়েক দিন রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখার অবকাশ নেই—এ মন্তব্য করে তিনি বলেন, সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারীদের অপতৎপরতা উদ্বেগজনক হয়ে দেখা দিয়েছে।

ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান বলেন, মাফিয়া সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে জনতার আন্দোলনে যে শিক্ষার্থীরা সামনের কাতারে থেকে সাহসী ভূমিকা রেখেছিল, হঠাৎ করেই এখন তারা কেন একে অপরের বিরুদ্ধে এতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল—জনমনে এ প্রশ্নই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ছাত্র-জনতার এমন একটি সফল অভ্যুত্থানের পর শিক্ষার্থীরা কেন শিক্ষাঙ্গনে ভাঙচুর চালাবে? কেন আগুন ধরিয়ে দেবে? তারেক রহমানের মন্তব্য, এসব ঘটনা স্বাভাবিকভাবে দেখার সুযোগ নেই।

সরকারের প্রতি তারেক রহমান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পরিস্থিতির ওপর নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, জনগণের যৌক্তিক আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে কেউ অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করছে কি না, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তা নিবিড়ভাবে তদন্ত করতে হবে। বিতাড়িত স্বৈরাচারী শাসক দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে কি না, সরকারকে তা-ও গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। চলমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশের পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ থাকার তাগিদ দেন তিনি।

তারেক রহমান বলেন, জনগণের 'নিত্যদিনের দুর্দশা' লাঘবে করণীয় নির্ধারণই হোক সরকারের প্রথম এবং প্রধান অগ্রাধিকার। অন্তর্বর্তী সরকারের মনে রাখা দরকার, বাজারের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে দেশের কোটি কোটি পরিবারকে প্রতিদিন সাধ এবং সাধ্যের সঙ্গে আপস করতে হচ্ছে। সংসারের খরচ মেটাতে এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে অনেকের কাছে 'সংস্কারের চেয়ে সংসার' বড় অগ্রাধিকার হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

বাজার নিয়ন্ত্রণ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনতে না পারলে ষড়যন্ত্রকারীরা সরকারকে অস্থিতিশীল করতে এই স্পর্শকাতর ইস্যু ব্যবহার করার সুযোগ নেবে বলে মনে করেন বিএনপির এই নেতা।

জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। সরকারকে জনগণকে আস্থায় নেওয়া এবং নিজেরা জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, সরকারের কোনো কাজ কিংবা কথা যেন ছাত্র-জনতার ঐক্যে ফাটল ধরার কারণ না হয়।

দেশের চলমান পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে আরেকটু সময় দেওয়া এবং আরেকটু ধৈর্যের পরিচয় দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, শান্ত থাকুন। পরিস্থিতির ওপর সতর্ক এবং সজাগ দৃষ্টি রাখুন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যাত্রাপথে ষড়যন্ত্রকারীদের বাধা বিচক্ষণতার সঙ্গে অতিক্রম করতে ব্যর্থ হলে জনগণকে চরম মূল্য দিতে হবে বলেও সাবধান করে দেন বিএনপি নেতা।

এক-এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে কর ফাঁকির অভিযোগে এনবিআরের করা মামলা এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আব্দুল মোনেম লিমিটেডের করা চাঁদাবাজির মামলা থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০-এর বিচারক রেজাউল করিম ও ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সানাউল্লাহ পৃথক পৃথকভাবে অব্যাহতির এ আদেশ দেন।

নির্বাচন সংস্কারে আলোচনায় ৭ প্রস্তাব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়েছে। ড. বদিউল আলম মজুমদারের নেতৃত্বাধীন এই কমিশন এসব প্রস্তাব সংগ্রহ শেষে পর্যালোচনা করে নির্বাচন সংস্কার বিষয়ে তাদের সুপারিশমালা অন্তর্বর্তী সরকারকে দিবেন।

১৯৯৬ সালে নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্বে থাকা সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হেনা ১১ই নভেম্বর ইসি সংস্কার কমিশনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেখানে তিনি বলেন, তৃণমূলের মতের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই জরুরি। সংস্কারের চেয়ে আইনের প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ বলেও জানান তিনি।

১৬ই নভেম্বর নির্বাচন কমিশন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে সংস্কার কমিশন। সেখানে কমিশনে সাবেক আমলাদের আধিক্য না রাখা, নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, সংসদের আসনসংখ্যা বাড়ানো, ইসি'র নিজস্ব কর্মকর্তাদের রিটার্নিং কর্মকর্তা করা, 'না' ভোটের বিধান আবার চালু করা, স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে ভোটারের সমর্থনযুক্ত সইয়ের বিধান বাদ দেয়া, জাতীয় নির্বাচনসংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সংজ্ঞায় 'নির্বাচন'-এর সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট করা, স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে দলীয় প্রতীক বাদ দেয়া, নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী অপরাধে সরকারি কর্মকর্তাদের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা দেয়া, হলফনামার তথ্য ও নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা, পোস্টাল ব্যালটে ভোটের ব্যবস্থা আরও বিস্তৃত ও সহজ করা, সরকারের মেয়াদ ৫ বছরের পরিবর্তে ৪ বছর করাসহ নানা প্রস্তাব উঠে আসে। এ ছাড়া আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির পক্ষে-বিপক্ষেও বিভিন্ন মত আসে।

২০শে নভেম্বর সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বিদ্যমান নির্বাচন পদ্ধতির বদলে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির নির্বাচনের পক্ষে মত দেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) আবদুর রউফ। এ ছাড়া পুলিশ ও প্রশাসনের বদলে সাধারণ মানুষের মাধ্যমে ভোট পরিচালনা করারও প্রস্তাব দেন তিনি। এদিন নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তারাও বৈঠক করেন কমিশনের সঙ্গে। সেখানে তারা নির্বাচনে হস্তক্ষেপ না করার বিধান চেয়েছে। এ ছাড়া ভোটের সময় করা অপকর্মের জন্য সংশ্লিষ্টদের ভোটের পরও যেন আইনের আওতায় আনা যায়, সেই ক্ষমতাও দেয়ার সুপারিশ করেছেন তারা।

২১শে নভেম্বর সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরা নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, অনাবাসী প্রতিনিধিত্ব না করতে দেয়া, নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করতে রাষ্ট্রীয় খরচে নির্বাচনী প্রচারের ব্যবস্থা করা, গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, স্থানীয় সরকার নির্বাচনও দলীয় সরকারের অধীনে না হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করা, এনআইডি কার্ডকে ভোটার কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা, তত্ত্বাবধায়ক পুনর্বহাল করা, প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেন।

২৩শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইলেকট্রিক মিডিয়ার সম্পাদক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরা সংসদের আগে স্থানীয় নির্বাচনের প্রস্তাব করেন। এ ছাড়া প্রার্থীদের হলফনামা যাচাই, অনলাইন ভোট পদ্ধতি ও 'না' ভোট ফিরিয়ে আনা, রাষ্ট্রপতি পদে পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করার প্রস্তাব করেন। এদিন নারী নেত্রীদের সঙ্গেও বৈঠক করেন সংস্কার কমিশন। সেখানে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের নামে কোটা নয়, সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকারের নারী প্রতিনিধিত্ব চান নারী নেত্রীরা। এ ছাড়া সংসদের নারী আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ১৫০ করা, ইসি ও ইসি কর্মকর্তাদের এক-তৃতীয়াংশ নারী হওয়া, দলীয় কার্যক্রমে নারী ৩৩ শতাংশ নিশ্চিত করা, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের প্রস্তাব দিয়েছেন তারা।

২৪শে নভেম্বর নাগরিক সমাজ ও শিক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করে ইসি সংস্কার কমিশন। সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা, নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী বিশেষ করে আর্থিক স্বাধীনতা দেয়া, 'না' ভোটের বিধান চালু করা, রাষ্ট্রপতির পদকে শক্তিশালী করা, মনোনয়ন বাণিজ্য বন্ধ করা, আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন, সব অংশীজনের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা থাকা, নির্বাচনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, শপথ ভঙ্গের কারণে আগের কমিশনকে শাস্তির আওতায় আনার মতো প্রস্তাব এসেছে।

২৬শে নভেম্বর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। সেখানেও সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ কাঠামো, নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা, প্রবাসীদের ভোটাধিকার, আওয়ামী লীগকে ভোট করতে না দেয়া, পরিবারতন্ত্রের বাইরে গিয়ে দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব তুলে ধরেন শিক্ষার্থীরা।

বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও প্রতিবন্ধীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে কমিশন। সেখানে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না থাকা, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের জন্য সংসদে আসন বরাদ্দ রাখা, অভিযোগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত করে প্রার্থিতা বাতিল করার বিধান রাখা, নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আদিবাসী প্রতিনিধি রাখাসহ বিভিন্ন প্রস্তাব দেন তারা।

এদিকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছে। দলগুলোর দেয়া প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে-নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল করা, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, পরপর দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন না হওয়ার বিধান করা, সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা, নির্ভুল ও হালনাগাদ ভোটার তালিকা তৈরি করা, জাতীয় সংসদে অধিকতর দল ও মতের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি চালু করা, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন ও দলীয় প্রতীক ব্যবহারের পদ্ধতি বাতিল করা, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি তার চাকরি বা পদ থেকে অব্যাহতি বা দায়িত্বমুক্ত হওয়ার পর ৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ না রাখা, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আইন বাতিল করা, রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা বা জনবলকে প্রাধান্য দেয়া, নির্বাচনী দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উঠলে তদন্তসাপেক্ষে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত করা, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা, নির্বাচিত সব জনপ্রতিনিধিকে প্রতি অর্থবছরে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ সম্পদ বিবরণী তথা আয়কর রিটার্ন (আয়কর অফিসের রসিদসহ) এর কপি নির্বাচন কমিশনে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা, কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে মনোনয়নের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট আসনের ভোটারদের মধ্য থেকে ওই দলের নেতাকর্মীদের ভোটের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনীত করার ব্যবস্থা করা, নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো, বর্তমান বিধান বাতিল করে রাজনৈতিক দল ও নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে সার্চ কমিটি গঠনে আইন প্রণয়ন, সার্চ কমিটি কমিশনের সদস্য সংখ্যার দ্বিগুণ নাম চূড়ান্ত করে গণমাধ্যমে প্রচার ও গণশুনানির মাধ্যমে নাম চূড়ান্ত করা ইত্যাদ।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
ফ্যামিলি ফার্মেসী এন্ড সার্জিক্যাল, ইনক
FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

সাত হামলাকারী চিহ্নিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট।

এদিকে সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর জামিন নামঞ্জুরকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও আইনজীবীদের সঙ্গে চিন্ময়ের অনুসারীদের সংঘর্ষে এই আইনজীবী নিহতের ঘটনার জেরে গত মঙ্গলবার রাতভর যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ২৮ জনকে আটক করেছে। আর সাইফুল হত্যার জেরে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) ও হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন কংগ্রেসের সোনিয়া গান্ধীর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এ ছাড়া তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীও উদ্বেগ জানিয়েছেন।

গত সোমবার রাজধানীর বিমানবন্দর থেকে চিন্ময় গ্রেপ্তার হন। পরে তাঁকে চট্টগ্রাম পুলিশে হস্তান্তর করা হয়। সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে মঙ্গলবার চট্টগ্রাম আদালতে তোলা হয়। এদিন চট্টগ্রাম ষষ্ঠ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কাজী শরীফুল ইসলামের আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এর জেরে আদালত চত্বর ও এর আশপাশে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এই সময় সাইফুল ইসলামকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

তিন মামলা

সাইফুল হত্যাকাণ্ডের জেরে গতকাল দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা, গায়েবানা জানানা, বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এ ছাড়া আদালত প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ, ভাঙচুর, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় ৭৬ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা ১ হাজার ৪০০ জনকে আসামি করে পৃথক তিনটি মামলা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় কোতোয়ালি থানা-পুলিশ বাদী হয়ে মামলাগুলো দায়ের করেন।

পুলিশ সূত্র জানিয়েছে, সাইফুলকে হত্যার পর মঙ্গলবার রাতভর চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়ে ৩০ জনকে আটক করা হয়েছিল। এ ছাড়া গতকাল আরও ৩ জনকে আটক করা হয়। এরপর পাঁচজনকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং বাকি ২৮ জনকে ওই তিন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তবে তাঁদের আদালতে হাজির করা সম্ভব হয়নি। কারণ, চট্টগ্রামের আইনজীবীরা কর্মবিরতি পালন করছেন।

চট্টগ্রামের এই ঘটনায় একটি হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। গতকাল সন্ধ্যায় এ তথ্য জানিয়েছে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে নগর পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত উপকমিশনার কাজী মো. তারেক আজিজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'ঘটনার দিন আদালত প্রাঙ্গণে আইনজীবী হত্যার মামলাটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমরা এখন পর্যন্ত যে ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছি, তাদের মধ্যে ৮ জনকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে।'

কয়েকজন চিহ্নিত

সাইফুল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চিহ্নিত করেছে বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেস উইং। এ-সংক্রান্ত ভিডিও ফুটেজ, ছবি বিশ্লেষণ ও গোয়েন্দা সূত্রে এসব তথ্য পেয়েছে আজকের পত্রিকা। সূত্র জানিয়েছে, ওই আইনজীবীকে ১০-১৫ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল আক্রমণ চালিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে সাইফুল চট্টগ্রাম আদালত ভবনের প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে বেরিয়ে সড়কের উল্টো দিকে সরকারি মুসলিম উচ্চবিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছেন। তিনিসহ আরও ১০-১২ জন আইনজীবীকে ধাওয়া দেয় সশস্ত্র দলটি। এ সময় সাইফুল পা পিছলে পড়ে গেলে ধারালো অস্ত্রধারী ১০-১৫ জনের একটি দল প্রথমে তাঁকে পেটায়। এরপর মাথা থেঁতলে দেওয়া হয়। পরে আরেক দল কুপিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে। ভিডিও ও ছবি বিশ্লেষণ করে হত্যার সঙ্গে জড়িত ৭ জনের পরিচয় বের করেছে একটি সংস্থা। এর মধ্যে বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির এলএলবির এক ছাত্রকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সরকারের পদক্ষেপ জানতে চান হাইকোর্ট

এদিকে সাইফুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গতকাল বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চ সরকারের নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে বিষয়টি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামানকে জানাতে বলেন। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তানিম খান ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মনির উদ্দিন গণমাধ্যমে প্রকাশিত এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন আদালতের নজরে এনে সুয়োমোটো রুল প্রার্থনা করেন। তিনি ইসকন নিষিদ্ধ করা এবং চট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও রংপুরে আপাতত ১৪৪ ধারা জারির আরজি জানান।

পরে আদালত থেকে বের হয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান বলেন, একজন আইনজীবী পত্রিকা নিয়ে আদালতের দৃষ্টিতে আনেন, সুয়োমোটো রুল ইস্যু করার জন্য আবেদন করেন। তিনি আরও বলেন, 'কতটুকু প্রোগ্রেস আছে, বৃহস্পতিবার সকালে আদালত জানাতে বলেছেন। আমি জানাব।'

কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূলের উদ্বেগ

চিন্ময় গ্রেপ্তারের ঘটনায় আগেই উদ্বেগ জানিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে, গতকাল এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতায় বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে স্মারকলিপি দিয়েছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এ ছাড়া ভারত সরকারের প্রতি পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ জন্য শুভেন্দুর পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

এ ছাড়া বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়সহ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এ জন্য পদক্ষেপ নিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

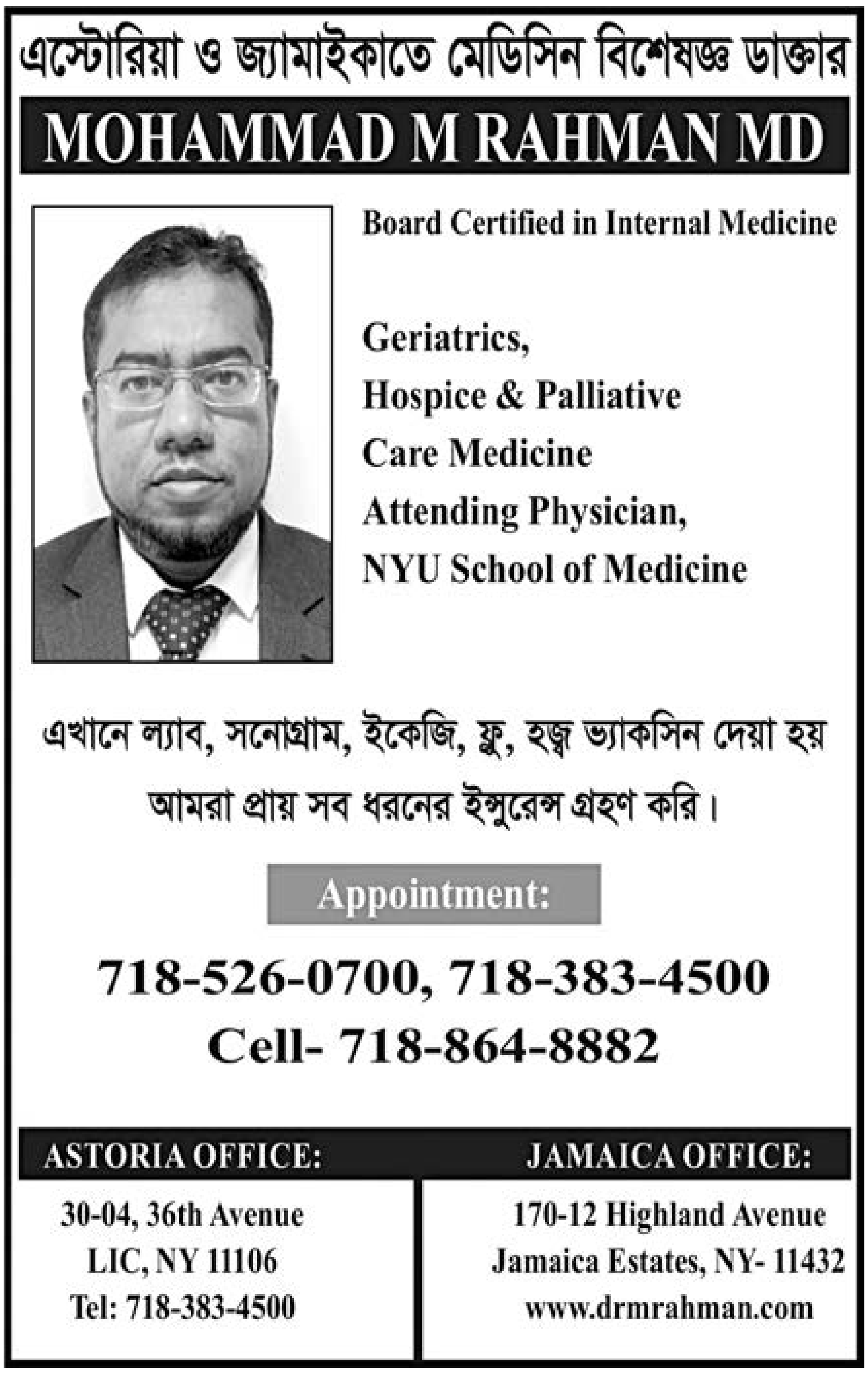

সিইসি ও নির্বাচন কমিশনাররা বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত

আ.লীগের দাবি

ঢাকা অফিস

নির্বাচন কমিশন নিয়োগে নগ্নভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে বলে দাবি করেছে আওয়ামী লীগ। দলটির দাবি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন ও নির্বাচন কমিশনাররা বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

বুধবার আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ দাবি করে বিবৃতি পোস্ট করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'অসাংবিধানিক ও অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী, তথাকথিত অন্তর্বর্তী সরকার তাদের কোনো সাংবিধানিক ও আইনি ম্যান্ডেট না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে অসাংবিধানিক ও বেআইনিভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এই অবৈধ নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে দেশের স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠীর অনুকূলে নগ্ন দলীয়করণ করা। তারা এই কাজটিই করেছে। সিইসি ও নির্বাচন কমিশনারদের সকলেই বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'সংবিধানের আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করা এবং দেশের নির্বাচনব্যবস্থাকে ধ্বংসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অকার্যকর করার লক্ষ্যে অসাংবিধানিক ও অবৈধ এই তথাকথিত অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন কমিশন গঠনের এই জঘন্য নাটক সাজিয়েছে। গণতন্ত্র হত্যার লক্ষ্যে এই ধরনের ঘৃণ্য উদ্যোগকে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় সংগ্রামী মানুষ গণতন্ত্র হত্যার এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।'

আওয়ামী লীগ থেকে বলা হয়, 'শেখ হাসিনার প্রতিটি সরকারের সময় নির্বাচন কমিশন গঠন তথা প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বিধান ও গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান দেখানো হয়। শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের সময় ২০০০ সালে যখন সাবেক সচিব এম এ সাঈদকে নিয়োগ করা হয়, বিএনপিসহ সকল দল সেই নিয়োগে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল।'

> বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'সংবিধানের আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করা এবং দেশের নির্বাচনব্যবস্থাকে ধ্বংসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অকার্যকর করার লক্ষ্যে অসাংবিধানিক ও অবৈধ এই তথাকথিত অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন কমিশন গঠনের এই জঘন্য নাটক সাজিয়েছে।

দলটির দাবি, 'তাদের সরকারের সময় প্রত্যেকবারই নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সর্বশেষ সিইসি হাবিবুল আউয়াল এবং ওই কমিশনের সকল সদস্যের নিরপেক্ষতা, গ্রহণযোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে কারও কোনো আপত্তি ছিল না। সুশীল সমাজসহ রাজনৈতিক মহল এই নিয়োগের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের প্রশংসা করেছিল।'

ফেসবুকের ওই পোস্টে বলা হয়, 'গণতন্ত্রকে এ দেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং এটিকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিইসিসহ অন্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর সাংবিধানিক প্রাধিকার পরিত্যাগ করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সার্চ কমিটির মাধ্যমে সিইসি ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে ৮২টি উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেন। গণতন্ত্রকে টেকসই করার লক্ষ্যে তাঁর এই নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কার্যক্রম দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে।'

উল্লেখ্য, গত ২১ নভেম্বর সিইসি ও চার নির্বাচন কমিশনারকে শপথ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। প্রায় এক সপ্তাহ পর ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ আজ তাদের ফেসবুক পেজে এ প্রতিক্রিয়া জানাল।

হাসান আরিফ

ব্যক্তির অপরাধের জন্য দলের বিরুদ্ধে আঙুল তোলা ঠিক নয়

ঢাকা ডেস্ক

ব্যক্তির অপরাধের জন্য দলের বিরুদ্ধে আঙুল তোলা ঠিক নয় বলে মনে করেন ভূমি উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ। তিনি বলেছেন, 'কোনো অপরাধীর জন্য কোনো সংগঠন বা কোনো দল কিংবা কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আঙুল দেখানো ঠিক হবে না।'

বুধবার দুপুরে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। হাসান আরিফ বলেন, 'কোনো একজন ব্যক্তি যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে থাকেন, তাঁর জন্য সেই ব্যক্তিই দায়ী হবেন। তাঁর সামাজিক পরিচয়, রাজনৈতিক পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয় বা অন্য কিছু সামনে আসবে না। আইন অনুযায়ী তাঁর যে সাজা হওয়া দরকার, তাঁকে সেটা ভোগ করতে হবে।'

চিন্ময় কৃষ্ণের বিষয়ে তিনি বলেন, 'যে সংগঠনের সঙ্গে তাঁর (চিন্ময় কৃষ্ণ) সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে, সেই সংগঠন তাঁকে অস্বীকার করেছে। তারা এ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছে। ঢাকায় তাদের সংগঠনের প্রধানদের সঙ্গে আমার মতবিনিময়ও হয়েছে।'

সভায় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, '৫ আগস্টের পর থেকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল, সেই ধারা ব্যাহত হয় ধর্মের নাম দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। আমি শপথ নেওয়ার সময় ক্লিন সিটির কথা বলেছিলাম। ক্লিন সিটি মানে নালা নর্দমা পরিষ্কারের কথা বলিনি সেদিন। আমি বলতে চেয়েছি, চট্টগ্রাম শহর হবে সবার জন্য নিরাপদ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এখানে নিরাপদে থাকবে। এখানে কোনো চাঁদাবাজি থাকবে না, সন্ত্রাসী থাকবে না, হানাহানি থাকবে না। অত্যন্ত দুঃখ লেগেছে গতকাল (মঙ্গলবার) আলিফকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমি তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম। তাকে অত্যন্ত বর্বরভাবে, মধ্যযুগীয় কায়দায় পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি ধর্ম বা বর্ণের নাম দিয়ে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালালে সেটা যেই হোক না কেন, তাঁকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতেই হবে।'

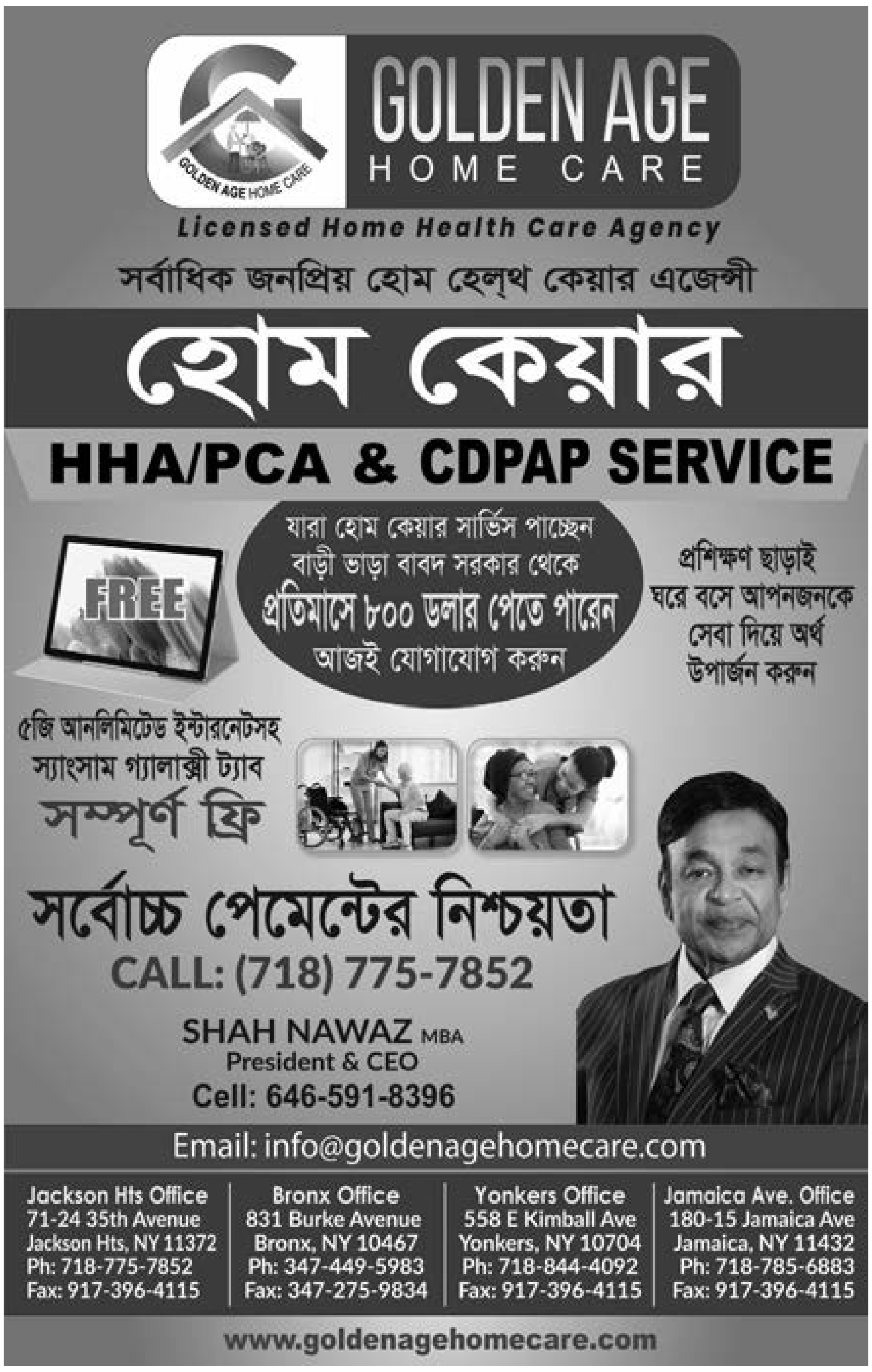

বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে HHA/PCA প্রশিক্ষণ

অল কাউন্টির বিশেষ উদ্যোগ

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্কে আসন্ন থ্যাঙ্কসগিভিং ডে উপলক্ষে, বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে HHA/PCA (Home Health Aide/Personal Care Aide) প্রশিক্ষণ প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে অল কাউন্টি হোম কেয়ার। অল কাউন্টি তাদের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (CSR) বিভাগ এবং CIP মুহাম্মদ এ কাদেরের সৌজন্যে এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করছে।

বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ। যারা স্বাস্থ্য সেবা খাতে ক্যারিয়ার গড়তে চান, তাদের জন্য এই প্রশিক্ষণ নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

অল কাউন্টি হোম কেয়ার: সেবার আরেক নাম

অল কাউন্টি হোম কেয়ার, তাদের পেশাদারিত্ব, সময়মতো সঠিক সেবা প্রদান এবং আন্তরিকতার জন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্ক স্টেটের CDPAP নীতিমালার সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কারণে, যারা তাদের হোম কেয়ার পরিষেবা লাইসেন্সধারী এজেন্সিতে স্থানান্তর করতে চান, তাদের জন্য অল কাউন্টি একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প।

অল কাউন্টি শুধু নির্ভরযোগ্য নয়, বরং তাদের সরাসরি সাপ্তাহিক পেমেন্ট এবং ফেডারেল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে। তাই কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে এটি একটি জনপ্রিয় নাম হয়ে উঠেছে।

বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের সুযোগ

অল কাউন্টি বাংলাদেশি কমিউনিটির উন্নতির জন্য বিশেষ এই উদ্যোগ নিয়েছে। PCA প্রশিক্ষণটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হবে, যা সাধারণত অনেক খরচ সাপেক্ষ। এই প্রশিক্ষণ বাংলাদেশের মানুষের জন্য পেশাগত জীবনে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করবে এবং তাদের কর্মসংস্থানের নতুন পথ দেখাবে।

অল কাউন্টি CSR বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে কমিউনিটির উন্নতি এবং তাদের পাশে থাকা। PCA প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা আরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই।"

যোগাযোগ এবং অংশগ্রহণের সুযোগ

এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। সীমিত আসনের জন্য আগ্রহীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিবন্ধন করতে পারবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা: অল কাউন্টি হোম কেয়ার অফিস, ফোন: +1 718 593 0932, ইমেইল: allcountyhc@gmail.com

এই প্রশিক্ষণ বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক হবে।

চিন্ময়কে আদালতে নিতে নিরাপত্তা ঘাটতির অভিযোগ

ঢাকা অফিস

চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে আদালতে নেয়ার আগে-পরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঘাটতি ছিল বলে অভিযোগ আইনজীবীদের। তারা বলছেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তায় সংঘাত ও আইনজীবী হত্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তাই সংঘাতে জড়িতদের বিচারের পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখতে বলছেন তারা।

চট্টগ্রাম আদালত থেকে ৬০০ মিটার দূরত্বেই কারাগার। পরীর পাহাড়ের আদালত ভবনে ওঠা-নামায় আছে মাত্র দুটি পথ। এর আগেও ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা থেকে শুরু করে জঙ্গিসহ আলোচিত নানা মামলার আসামিদের এখানে আনা হয়েছে কড়া নিরাপত্তায়।

তবে চিন্ময় কৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে আদালতে আনায়, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী খুব বেশি সর্তক থাকেনি বলে অভিযোগ আইনজীবীদের। এত কম দূরত্ব পেরুতে ৩ ঘণ্টা কেন লাগবে এবং কীভাবে চিন্ময়ের এত অনুসারী জড়ো হওয়ার সুযোগ পেলো, সে প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা।

নিহত আলিফের সিনিয়র মো. নুরুল মোস্তফা সোহেল বলেন, 'এখানে অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যারা ছিল তাদের যথেষ্ট পরিমান ঘাটতি ছিল। তারা যদি সকাল থেকে সজাগ থাকতো তাহলে এ পরিস্থিতি হতো না।'

জেলা জজ আদালতের সহকারী সরকারি কৌঁসুলী মোহাম্মদ হাবিব বলেন, 'প্রশাসনের ভিতর যথেষ্ট পরিমানের দুর্বলতা আছে, নিষ্ক্রিয়তা আছে। প্রশাসনের ভেতরে ভূত বসে আছে।'

নিউইয়র্কে ট্রাম্প সমর্থকদের বিজয় পার্টি উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' পলিসির ভিত্তিতে ইমিগ্রেশন প্রশ্নে বিভিন্ন কুটিনাটি বিষয়ে ট্রাম্প নীতিতে একমত বা দ্বিমত থাকলেও 'যুদ্ধ চাইনা শান্তি চাই, এক আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং এলজিবিটি ও গর্ভপাত বিরোধী নীতির' সাথে একমত হয়ে যেসব বাংলাদেশীরা আমেরিকানরা রিপাবলিকান পার্টিকে সমর্থন করেন, তাদের সংঘবদ্ধ ও একই ছাতার নিচে নিয়ে আসতে নিউইয়র্কের প্রবীণ সংগঠক ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় একটিভিষ্ট নাসির আলী খান পল তার ত্যাগী সাথীদের নিয়ে ২০১৬ সনে ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্সির সময় 'বিডিআমরা' মানে বাংলাদেশী-আমেরিকান রিপাবলিকান এলায়েন্স নামে যে সংগঠনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, সেই সংগঠনটির উদ্যোগেই আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০২৪এ ট্রাম্প বিজয়ী হলে এ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ১৮ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় এই বিজয় পার্টিটি অনুষ্ঠিত হয়। বিডিআমরা'র কর্তারা ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করে বক্তৃতা দেন কুইন্স কাউন্টি জিওপি প্রেসিডেন্ট মি. এন্থোনি নানজিয়াতো ও রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান প্রার্থী মি. পল কিং। এনওয়াই ডিস্ট্রিক্ট-২৫ এর রিপাবলিকান কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থী শাহ শহীদুল হকও অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটির পরিচালক ছিলেন নিউইয়র্কের পেশাদার এমসি আশরাফ বুলবুল। তাকে সহযোগিতা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়তোষ দে। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি নাসির আলী খান পল। অতিথি আপ্যায়নে ছিলেন পলের স্ত্রী ও সংগঠনের ভাইস চেয়ার শ্রী বিদ্যুৎ কুমার। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংগঠনের আন্তধর্মীয় কোঅর্ডিনেটর ইমাম কাজী কায়ুম, এরপরে পবিত্র গীতা ও বাইবেল থেকে পাঠ করা হয়। রাতের খাবার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

মিশিগানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির একটি রেস্টুরেন্টে ২৪ নভেম্বর রোবাবর সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব মিশিগান এর উদ্যোগে ৫৯ তম চবি প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সৈয়দ মঈন দীপু। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক লুৎফর রহমান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান অতিথি মো: নাজমুল হুদা, কনসাল জেনারেল বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক, শাহ আব্দুল খলিছ মিনার, অলিউর রহমান, লুৎফুল বারী নিয়ন, মোস্তফা কামাল, কাজী এবাদুল ইসলাম, সাহেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আফতাব প্রমূখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কৌতুক পরিবেশন করেন জিয়াউল আলম চৌধুরী, কবিতা আবৃত্তি করেন রুনা কোরেশী, রেজাউল করিম চৌধুরী, মিল্টন বড়ুয়া, এ জেড এম ওবায়েদ উল্লাহ। সংগীত পরিবেশন করেন শতাব্দী রায়, সামিহা তাহসিন অর্পা, নুসরাত আরা ডলি, মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, জিন্নাত বেগম। এ অনুষ্ঠানে মিশিগানের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মিশিগানে কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মিশিগানে স্হায়ী কনসুলেট অফিস চেয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়

নিউইয়র্কে বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে জমজমাট আয়োজন

জলি আহমেদ

বিদেশের মাটিতে দেশীয় সংস্কৃতি, পোশাক আর নানা আয়োজনের মেতে ওঠে তরুণ-তরুণীরা। নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের জন্য দেশি নাইটস ২.০ নামে জমজমাট পার্টির আয়োজন করা হয়েছে।

১৫ নভেম্বর শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় এমন আয়োজন চলে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত। তবে আয়োজনের আগে থেকেই ই-মেইলের মাধ্যমে কিংবা বারকোড স্ক্যান করে আগ্রহীরা টিকেট সংগ্রহ করেন।

সন্ধ্যার পর থেকেই ধাপে ধাপে চলে নানা আয়োজন পর্ব। কখনো জমজমাট লাইভ গান আবার কখনও ডিজের তালে নাচের সুযোগ। ট্রেডিশনাল বাঙালি পোশাক পড়ে মুহূর্তের মধ্যেই সবাই যেন হারিয়ে গেছে বাঙালি সংস্কৃতিতে। নাচ-গান আর সকলের মিলনমেলার দৃশ্যের দেখা মেলে এখানে।

নিউইয়র্কে বাঙালি এমন দেশি নাইটের আয়োজকরা হলেন আরমান বিশ্বাস, তাসমিয়া কায়েনাত, সৈয়দা জারিন, কাশফিয়া ফেরদৌস, অয়ন সরদার ও আশাতা মঞ্জু। তারা বলেন, দেশি নাইটস এনওয়াইসি টিমের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষার্থীদের সাথে ভালবাসা, যত্ন এবং সম্মানের সাথে দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতি উদযাপন করা। এছাড়া দেশী ছাত্রদের তাদের শিকড়ের সাথে সংযোগ করতে সাহায্য করা।

অনুষ্ঠানটি পৃষ্ঠপোষকতা করেন ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম আজিজ এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরী।

ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ আজিজ বলেন, বিদেশের মাটিতে দীর্ঘদিন বসবাস করার কারণে অনেকেই নিজস্ব সংস্কৃতি ও শেকড় থেকে দূরে সরে যান। তাই এমন আয়োজন অনেক বেশি কার্যকরী আমাদের জন্য।

ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় মাঝেমধ্যেই দেশি নাইটের মতো আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসে নতুন প্রজন্মের কাছে দেশিও সংস্কৃতি বিকাশ প্রয়োজন ,সকলের সাথে থাকতে পেরে ভালো লাগছে। আগামীতেও এমন কর্মকান্ডে নিয়মিত পাশে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

নিউইয়র্ক সিটির নতুন পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশ

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট (এনওয়াইপিডি)পাচ্ছে নতুন পুলিশ কমিশনার। সোমবার শপথ গ্রহণের মাধ্যমে জেসিকা টিশ এনওয়াইপিডির ৫৮তম কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। তিনি নিউইয়র্ক পুলিশের ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী কমিশনার এবং শহরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নতুন প্রত্যাশা।

৪৩ বছর বয়সী জেসিকা টিশ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এর আগে, তিনি স্যানিটেশন বিভাগের কমিশনার হিসেবে কাজ করেছেন। যেখানে তার দৃঢ় নেতৃত্ব এবং সাহসী বক্তব্য দিয়ে তিনি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তার সবচেয়ে আলোচিত উক্তি ছিল, 'ইঁদুররা শহর চালায় না, আমরা করি' যা স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে।

পুলিশ বিভাগে তার প্রথম ভূমিকা ছিল কাউন্টার টেররিজম ব্যুরোতে। সেখানে তিনি ৯/১১-পরবর্তী নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি নজরদারি ক্যামেরা, লাইসেন্স-প্লেট পাঠক এবং মোবাইল রেডিয়েশন ডিটেক্টর ব্যবহার করে শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করেন।

তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে টিশ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এনওয়াইপিডির কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করেন। তার

> নিউইয়র্কবাসী এখন তাকিয়ে আছে জেসিকা টিশের নেতৃত্বের দিকে। তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি শহরের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নেতৃত্বে শরীর-পরিধেয় ক্যামেরা এবং স্মার্টফোন ব্যবহারের মতো উদ্যোগগুলি পুলিশের কার্যকারিতা বাড়িয়েছে। নতুন পুলিশ কমিশনার টিশ বলেন,নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমার প্রধান দায়িত্ব। আমি বিশ্বাস করি, এই মহান শহরকে সুরক্ষিত রাখতে এনওয়াইপিডির প্রতিটি সদস্যের সহযোগিতা আমার শক্তি হবে।

তবে টিশের জন্য চ্যালেঞ্জের অভাব নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এনওয়াইপিডি অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে। সাবেক কমিশনার এডওয়ার্ড ক্যাবান ফেডারেল তদন্তের কারণে পদত্যাগ করেছেন। এর আগে, কিচান্ট সিউয়েলও মেয়র এরিক অ্যাডামসের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে পদত্যাগ করেছিলেন।

নিউইয়র্কবাসী এখন তাকিয়ে আছে জেসিকা টিশের নেতৃত্বের দিকে। তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি শহরের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশিদের বিজেপি নেতা

চিকিৎসা নিতে পাকিস্তানে যান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

শুভেন্দু অধিকারী

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার যত দিন না সাবেক ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে মুক্তি দিচ্ছে, তত দিন ভারতের উচিত বাংলাদেশিদের ভিসা বন্ধ রাখা। পাশাপাশি বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানিও বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির ক্ষমতাসীন বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটের সাবেক সভাপতি শুভেন্দু অধিকারী। বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, চিকিৎসার জন্য ভারতে না গিয়ে পাকিস্তান যেতে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ডেকান হেরাল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার শুভেন্দু অধিকারী ও অন্যান্য বিজেপি বিধায়কেরা কলকাতায় বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। এতে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করা হয়।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার ইসকন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তি দাবি করে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সতর্ক করে বলেছে, শিগগিরই তারা ভারত ও বাংলাদেশের পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্ত অবরোধ কর্মসূচি শুরু করবে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধীদলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ভারতের উচিত প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের ভিসা প্রদান বন্ধ করা।'

তিনি আরও বলেন, 'আপনারা জানেন, সেখানে (বাংলাদেশে) হিন্দুদের ওপর কীভাবে নির্যাতন চলছে। এ ধরনের নির্যাতন আর চলতে দেওয়া যাবে না। প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাস কোনো ভুল কাজ করেননি। আমরা তাঁর অবিলম্বে মুক্তি চাই। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। যথেষ্ট হয়েছে।'

ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বাংলাদেশিদের ভিসা প্রদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করুন। পাশাপাশি রপ্তানি ও আমদানি অনুমতিও বন্ধ করুন। আমরা একদিন অপেক্ষা করব এবং তারপর যদি কথিত নির্যাতনের ঘটনাগুলো বন্ধ না হয়, তাহলে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পেট্রাপোল সীমান্তে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অবরোধের কর্মসূচি শুরু করব।'

যুক্তরাষ্ট্রে গণ-নির্বাসনের প্রস্তুতি

২৮৭(g) কর্মসূচি

এইচ বি রিতা

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নবনির্বাচিত প্রশাসন গণ-নির্বাসনের (Mass diportations) পরিকল্পনা জোরদার করছে, এবং এ লক্ষ্যে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলো ২৮৭(g) কর্মসূচি সক্রিয় করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই কর্মসূচি স্টেট ও স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা কর্মকর্তাদের অভিবাসন আইনের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা প্রদান করে।

ট্রাম্প প্রশাসন এই কর্মসূচিকে অভিবাসন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা বাড়ানোর উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। ট্রাম্পের সীমান্ত বিষয়ক উপদেষ্টা টম হোম্যান বলেন, "আমরা জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করছি না। আমরা এখনই একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করছি।" টম হোম্যান ২৬ নভেম্বর মঙ্গলবার টেক্সাস সফর করে আসন্ন প্রশাসনের গণ-নির্বাসন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন।

২৮৭(g) কর্মসূচি প্রথম চালু হয় ১৯৯৬ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের আমলে। এর মাধ্যমে কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তি অপরাধের দায়ে গ্রেফতার হলে, প্রশিক্ষিত কারাগার কর্মকর্তা আইসিই-এর ডাটাবেস থেকে তাদের অভিবাসন পরিস্থিতি যাচাই করতে পারেন। এবং আইসিই যদি তাদের ধরে নিতে চায়, তবে তাদের ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত আটক করতে পারেন।

২৮৭(g) কর্মসূচি স্থানীয় এবং স্টেট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদেরকে ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগে সহায়তা করার ক্ষমতা দেয় এবং এটি নতুন প্রশাসনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে, যার মাধ্যমে তারা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় গণ-নির্বাসন প্রচেষ্টা শুরু করার জন্য তার বাহিনী শক্তিশালী করবে। তবে, এটি একটি আইনি সংঘর্ষের ক্ষেত্রেও হতে পারে, যেটি ট্রাম্পের শপথ গ্রহণের দিন কাছে আসার সাথে সাথে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে।

এ কর্মসূচির সমর্থকরা বলছেন, এটি রাস্তায় মানুষকে থামিয়ে পরিচয়পত্র দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না। বরং, এটি শুধুমাত্র কারাগারে গ্রেফতারকৃত অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আইসিই-এর মতে, মে ২০২৪ অনুযায়ী, ২১টি স্টেটের আইনশৃঙ্খলা সংস্থা এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে।

তবে সমালোচকরা মনে করেন, এটি বৈষম্যের শঙ্কা বাড়ায়।

মেরিল্যান্ডের হারফোর্ড কাউন্টির শেরিফ জেফরি গাহলার এই কর্মসূচির সমর্থক। তিনি বিশ্বাস করেন যে অভিবাসন আইন কার্যকর করতে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আইসিই-র সাথে একত্রে কাজ করা উচিত। তিনি বলেন, "এটি অবৈধ অভিবাসীদের অন্যায়ভাবে লক্ষ্যবস্তু করে না। বরং, যারা অপরাধ করেছে, তাদের জন্য এটি কার্যকর।" তবে তিনি এ-ও প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে এটি অবৈধ অভিবাসীদের অন্যায়ভাবে টার্গেট করার কারণ হতে পারে।

মিশিগানে দুর্গা টেম্পলের বিজয়া পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির 'দেশী হলে' ২৩ নভেম্বর শনিবার রাতে দুর্গা মন্দিরের বিজয়া পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ছিল গান, নৃত্য, কৌতুক নকশাসহ বিভিন্ন পরিবেশনা। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন, শিমুল দত্ত, শর্মিলা দেব, বাপ্পী ধর, সনতোষ পাল, উর্মিলা সুত্রধর, সঞ্জয় পালসহ আরো অনেকে, মন্দিরের শিশু শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। কৌতুক পরিবেশন করেন হারান সেন, সঞ্জয় দেব ও শর্মিলা দেব। এ অনুষ্ঠানে মন্দিরের দুর্গা পূজায় যারা বিভিন্ন কর্মকান্ডে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদেরে সম্মাননা জানানো হয়। মন্দিরের সভাপতি পংকজ দাশ ও সহ সভাপতি নিপেশ সুত্রধর বিজয়া পূনর্মিলনীতে অংশ গ্রহণকারী সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। নির্মাণাধীন নতুন দুর্গা মন্দিরের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন পংকজ দাশ। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক উজ্জল সুত্রধর। মন্দিরের মিডিয়া ও পাবলিকেশান ডাইরেক্টার, বিশিষ্ট সাংবাদিক পার্থ দেব জানান, মিশিগানে প্রথমবারের মতো এবার বিরাট পরিসরে বিজয়া পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ভক্তদের বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। প্রবাসে যেকোন অনুষ্ঠানই কার্যত মিলন মেলায় পরিণত হয়। এ অনুষ্ঠানো ব্যতিক্রম হয়নি। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

মিশিগানে দুর্গা টেম্পলের বিজয়া পূনর্মিলনী

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার ম্যারিল্যান্ড চ্যাপ্টারের নতুন কমিটি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার ম্যারিল্যান্ড চ্যাপ্টার ২০২৪-২০২৫ সালের জন্য নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন হাসান চৌধুরী ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন খুরশীদ শাব্বীর। ৩ নভেম্বর রোববার এই কমিটি গঠন করা হয়।

নতুন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, এমারাল্ড প্রেসিডেন্ট কবিরুল ইসলাম, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট মিজানুর রহমান, করেসপন্ডিং সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, ট্রেজারার নুর উল্লাহ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আলতাফ হোসেন, অর্গানাইজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ সারোয়ার মিয়া, উইমেন্স কমিটি চেয়ার গুলশান নাসরিন, ইমিগ্রেশন ডিরেক্টর শফিউল্লাহ, পলিটিক্যাল ডিরেক্টর ইকবাল হোসেন প্রমুখ। এছাড়া কমিটিতে আরও ২৫ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ৭ জন ট্রাস্টি এবং বিভিন্ন সাব-কমিটির সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ্যাপ্টারের বর্তমান জেনারেল সেক্রেটারি হাশান চৌধুরীর সঞ্চালনায় এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেসম্যান ডেভিড ট্রোনের উপদেষ্টা ও চ্যাপ্টারের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কবিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেসওম্যান এপ্রিল ডিলেনি এবং ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও সাবেক কংগ্রেসম্যান জন ডিলেনি।

কংগ্রেসওম্যান এপ্রিল ডিলেনি বলেন, "বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায় আমাদের দেশকে বৈচিত্র্যের শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের কর্মনিষ্ঠা ও নেতৃত্ব এক নতুন ভবিষ্যতের পথ দেখাচ্ছে।"

সাবেক কংগ্রেসম্যান জন ডিলেনি বলেন, "এই সংগঠন দক্ষিণ এশিয়ানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। এটি কেবল অধিকার আদায়ের নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য নেতৃত্ব তৈরির একটি সংগঠন।"

চ্যাপটার প্রেসিডেন্ট কবিরুল ইসলাম বলেন, "আমাদের সংগঠনের লক্ষ্য শুধুমাত্র কমিউনিটির অধিকার রক্ষা

নয়, বরং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করা। আমরা কমিউনিটির একতাবদ্ধতা এবং তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

চ্যাপটার জেনারেল সেক্রেটারী হাসান চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, "আজকের দিনটি আমাদের একতার প্রতীক। নতুন নেতৃত্ব সংগঠনের মিশন আরও কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং দক্ষিণ এশিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ তৈরি করবে।"

বাংলাদেশ ফর বাইডেন এর ন্যাশনাল ডিরেক্টর আনিস আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন, "এটি একটি সংগঠন নয়, বরং এটি একটি আন্দোলন। দক্ষিণ এশিয়ান সম্প্রদায়ের চাহিদাগুলো তুলে ধরে সেগুলো বাস্তবায়নে এই সংগঠন নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমরা বাংলাদেশি-আমেরিকানদের মার্কিন রাজনীতিতে আরও বড় ভূমিকা রাখতে দেখছি এবং এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।"

সদ্য নির্বাচিত ম্যারিল্যান্ড চ্যাপ্টারের জেনারেল সেক্রেটারি খুরশীদ শাব্বীর তার বক্তব্যে বলেন, "এই সংগঠন আমাদের পরিচয় ও আমাদের অধিকার রক্ষার এক শক্তিশালী মঞ্চ। আমি এই সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ পেয়ে গর্বিত। আমাদের ঐক্যই আমাদের শক্তি, এবং আমরা একসঙ্গে আরও এগিয়ে যাব।"

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিজানুর রহমান, এএবিইএ এর প্রেসিডেন্ট সেলিম হোসেন, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা তোফায়েল আহমেদ, ইসমাইল হোসেন এবং আলতাফ হোসেন।

দায়িত্ব ছাড়ার আগেই গাজায় যুদ্ধবিরতি চান বাইডেন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের হাতে সময় আছে দুই মাসেরও কম। তবে এই সময়ের মধ্যেই তিনি গাজায় একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়া দেখতে চান। বাইডেনের দুই সহযোগী নাম প্রকাশ না করার শর্তে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে জানিয়েছেন, জো বাইডেন গত মঙ্গলবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ফোনে বলেছেন, লেবাননের যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর এবার লক্ষ্য হওয়া উচিত গাজার জিম্মিদের মুক্তি এবং সেখানে যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করা।

গাজায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের হাতে এখনো ১০১ জন জিম্মি আছেন, যাদের মধ্যে সাতজন মার্কিন নাগরিক। ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মতে, জিম্মিদের প্রায় অর্ধেক এখনো বেঁচে আছেন। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাইডেন তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন পর্যন্ত জিম্মি মুক্তির জন্য চুক্তি করতে চাপ অব্যাহত রাখবে।, এমনকি চুক্তির কৃতিত্ব যদি নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে যায় তবুও।

বাইডেনের এক সহযোগী বলেছেন, 'বাইডেন মনে করেন, কিছু না করা এবং জিম্মিদের পরিবারকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা পাগলামি হবে।' দুই মার্কিন কর্মকর্তা জানান, লেবাননে যুদ্ধবিরতির চুক্তি অনুমোদনের পর নেতানিয়াহুর সঙ্গে বাইডেনের আলাপ কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়। লেবানন ছাড়া একমাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল গাজার জিম্মি মুক্তি এবং যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা।

সূত্র দুটি জানিয়েছেন, বাইডেন নেতানিয়াহুকে বলেছেন, 'এখন সুযোগ এসেছে। আসুন আমরা জিম্মিদের বের করে আনি।' এ সময় জবাবে নেতানিয়াহু ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে চেষ্টা করতে চান বলে জানিয়েছেন—মর্মে জানায় সূত্র।

ইসরায়েলি ও মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, লেবাননের যুদ্ধবিরতি চুক্তি গাজার একটি চুক্তির সম্ভাবনা বাড়িয়েছে। এমনকি এটি শুধুমাত্র প্রস্তাবিত চুক্তির প্রথম ধাপ ও আংশিক জিম্মি মুক্তির ক্ষেত্রেই হোক না কেন। ইসরায়েলের এক জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী অ্যাক্সিওসকে বলেন, 'নেতানিয়াহু আংশিক জিম্মি মুক্তির চুক্তিতে আগ্রহী, যা তাঁকে গাজায় যুদ্ধ শেষ করা বা পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য করবে না।'

ইউএসবিবিসিসিআই-এর ৩য় বার্ষিক বিজনেস এক্সপো ২০২৪: একটি যুগান্তকারী সাফল্য

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিবিসিসিআই) গর্বের সাথে ঘোষণা করছে যে নিউইয়র্ক লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট অনুষ্ঠিত ৩য় বার্ষিক বিজনেস এক্সপো ২০২৪ বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং নতুন সম্ভাবনা উন্মোচনে একটি বড় সাফল্যের সাক্ষী হয়েছে।

ইভেন্টের থিম: “বাজারের ব্রিজিং, সুযোগের চাষ এবং ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের সংযোগ স্থাপন”

এই থিমকে কেন্দ্র করে, ইভেন্টটি ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের জন্য উদ্ভাবনী চিন্তা, প্রযুক্তিগত সমাধান এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের কৌশল নিয়ে কাজ করেছে। এটি উদ্যোক্তাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের পথ সুগম করতে সহায়তা করেছে।

থিমটি বিশেষভাবে বাংলাদেশের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি নতুন বাজারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায়িক অগ্রগতির সুযোগ তৈরি করার জন্য প্রণীত হয়েছে। ইভেন্টের প্রতিটি সেশনে এই থিমের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়েছে, যা অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা এবং সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

মূল সেশনের বিবরণ: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও বক্তব্য: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা mবাংলাদেশ-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্কের গুরুত্ব এবং নতুন দিক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করেছেন।

বক্তারা: মোঃ লিটন আহমেদ, প্রেসিডেন্ট ও সিইও, ইউএসবিবিসিসিআই,মার্ক জাফ, প্রেসিডেন্ট, গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অফ কমার্স,টমাস জে. গ্রেচ, প্রেসিডেন্ট, কুইন্স চেম্বার অফ কমার্স,নাজমুল হাসান,

ডেপুটি কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক,জোহরান কে. মামদানি,

অ্যাসেম্বলি মেম্বার, অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬,মার্ক জাফ বলেন:ইউএসবিবিসিসিআই-এর এই উদ্যোগ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের জন্য নতুন দরজা উন্মোচন করেছে।" টমাস জে. গ্রেচ বলেন:"এই এক্সপো ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের জন্য সহযোগিতা এবং নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।"

২. MWBE সার্টিফিকেশন সহজ উপস্থাপনা:এই সেশনে জেনি লো, নির্বাহী উপদেষ্টা, MWBE ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন,এম্পায়ার স্টেট ডেভেলপমেন্ট আলোচনা করেন কিভাবে সংখ্যালঘু ও মহিলা মালিকানাধীন ব্যবসাগুলো সহজে MWBE সার্টিফিকেশন পেতে পারে এবং এর মাধ্যমে নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে।

৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তি নিয়ে প্যানেল আলোচনা: “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ এবং ব্যবসায়িক প্রসার” মডারেটর: মাফিজুল ইসলাম, জাতিসংঘ,প্যানেলিস্ট: শাহেদ ইসলাম, সিইও, এসজে ইনোভেশন,সিয়াম হোসেন, সিইও, আলগোরিজিন,মোহাম্মদ জামান, টেকনোলজি বিশেষজ্ঞ এই সেশনে আলোচনা হয় কিভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ছোট ও মাঝারি ব্যবসার জন্য বড় পরিবর্তন আনতে পারে এবং প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ গড়তে পারে।

৪. খলিল বিরিয়ানি হাউস ফ্র্যাঞ্চাইজের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা: বিশ্বব্যাপী ফ্র্যাঞ্চাইজি সম্প্রসারণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন মোঃ খলিলুর রহমান, প্রেসিডেন্ট ও সিইও, খলিল বিরিয়ানি হাউস। এই ঘোষণা নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজ ব্যবসার সুযোগ উন্মোচন করেছে।

Immigrant Elder Home Care LLC.

Home Care

হোম কেয়ার

ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর শাশুড়ি, দাদা-দাদী, নানা-নানী বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশি এমনকি ছেলে মেয়ে ও ভাইবোনদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

কোন সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন নেই- কোন ফি চার্জ করি না

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308
giashahmed123@gmail.com

CORPORATE OFFICE:
37-05 74 St, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 917-744-7308, 718-457-0813 Fax: 718-457-0814

JAMAICA OFFIC
87-54 168 Street, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-406-5549
97-01 Sutphin Blvd, Jamaica, NY 11435
Tel: 718-755-0153

LONG ISLAND OFFICE:
1 Blacksmith Lane, Dix Hill, NY 11731
Tel: 718-406-5549

BRONX OFFICE:
2148 Starling Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 718-406-5549

OZONE PARK OFFICE:
175 B Forbell St., Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-406-5549

BUFFALO OFFICE:
859 Fillmore Ave, Buffalo, NY 14212
Tel: 917-744-7308

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ-এর (CDPAP) প্রোগ্রামের অধীনে কোনো HHA সার্টিফিকেশন ছাড়াই হোম কেয়ারের মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও প্রিয়জনদের সেবা দিয়ে আপনি প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং সেবা প্রদানকারীকে নির্বাচন করতে পারেন।

YOUR DREAM HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA.LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ড স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
১০ হাজার ডলারের রিভেট
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
GREE MECHANICAL YONKERS
HEATING & COOLING
নতুন বছর উপলক্ষে ৫০% সেল
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
তোফায়েল চৌধুরী
GREE MECHANICAL YONKERS
আমাদের কল করুন
914-222-9477 or 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

গতিবেগের বৃদ্ধি জীবন নষ্ট করে
ধীরে চলুন
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY DOT
Ydanis Rodriguez
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক
DHAKA ZILA ASSOCIATION USA INC
"দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলা সমুহ নিয়ে গঠিত"
নব-নির্বাচিত কার্যকরি কমিটি
২০২৪-২০২৬
সভাপতি
দুলাল বেহেদু
সাধারণ সম্পাদক
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
মো: খায়রুল আলম
সিনিয়র সহ-সভাপতি
আকতার সিদ্দিকী শামিম
সহ-সভাপতি
মো: আমীর আবতাব
সহ-সভাপতি
শাহীনুর রহমান বিপ্লব
সহ-সভাপতি
কবির খাঁন
সহ-সভাপতি
এম.এ. ইউসুফ ভূঁইয়া
সহ-সভাপতি
আব্দুল আজিজ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
তানভীর আহমেদ
সহ-সাধারণ সম্পাদক
দেওয়ান কাওসার
সহ-সাধারণ সম্পাদক
বি.এইচ সাইফুর
সাংগঠনিক সম্পাদক
মো: রবিউল আলম
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সবুজ
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
সাইফুল ইসলাম সুমন
কোষাধ্যক্ষ
মো: রফিকুল ইসলাম
প্রচার সম্পাদক
মো: আজাদ রহমান
ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
মো: ফরিদ খান
দপ্তর সম্পাদক
শারমিনা লিপা
মহিলা সম্পাদিকা
মো: শফিউদ্দিন সফা
ক্রীড়া সম্পাদক
মোস্তাক রহমান
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মো: আকতার হোসেন বিপ্লব
আপ্যায়ন সম্পাদক
সাইদুল ইসলাম ইকবাল
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক
মো: লাভলু মিয়া
সমাজ কল্যান সম্পাদক
মো: দেলোয়ার হোসেন
কার্যকরী সদস্য
আমিনুল ইসলাম কচি
কার্যকরী সদস্য
মোস্তফা কামাল মুকুল
কার্যকরী সদস্য
নূর আমিন
কার্যকরী সদস্য
মো: আওলাদ হোসেন
কার্যকরী সদস্য
মেজবা উদ্দিন
কার্যকরী সদস্য
এহতেসাম হায়াত (সাগর)
কার্যকরী সদস্য
মো: সেলিম ভূঁইয়া
কার্যকরী সদস্য
মনিরুল ইসলাম প্রিন্স
কার্যকরী সদস্য
ফারুক দেওয়ান (কুসুম)
কার্যকরী সদস্য
মো: তোফাজ্জল হোসেন
কার্যকরী সদস্য
অভিষেক ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৩০শে নভেম্বর, শনিবার
প্রধান অতিথি: গিয়াস আহমেদ
Chairman : America Bangladesh Chamber of Commerce and industry (ABCCI)
President : JBBA & CEO : Immigrant Elder Homecare
গেষ্ট অফ অর্নার
আব্দুর রব মিয়া
সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
আতাউর রহমান সেলিম
নব নির্বাচিত সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
আহ্বায়ক
মো: খায়রুল আলম
যুগ্ম আহ্বায়ক
কবির খাঁন
মো: আজাদ রহমান
মো: আমীর আবতাব
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বি.এইচ সাইফুর
পৃষ্ঠপোষক
মো: নূর আমিন
রবিউল আলম
মো: ফরিদ খান
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
শাহিনুর রহমান বিপ্লব
অভ্যার্থনায়
মো: দেলোয়ার হোসেন
এহতেসাম হায়াত (সাগর)
সাইদুল ইসলাম ইকবাল
মেজবা উদ্দিন
শফিউদ্দিন সফা
মো: সেলিম ভূঁইয়া
ফারুক দেওয়ান (কুসুম)
প্রধান সমন্বয়কারী
আমিনুল ইসলাম কচি
সমন্বয়কারী
তানভীর আহমেদ
সাইফুল ইসলাম সুমন
এম.এ. ইউসুফ ভূঁইয়া
ব্যবস্থাপনায়
মনিরুল ইসলাম প্রিন্স
শারমিন লিপা
মো: তোফাজ্জল হোসেন
মো: লাভলু মিয়া
সদস্য সচিব
আব্দুল আজিজ
যুগ্ম সদস্য সচিব
দেওয়ান কাউছার
মোহাম্মদ আলী সবুজ
আকতার সিদ্দিকী শামিম
আপ্যায়নে
আকতার হোসেন বিপ্লব
মো: আওলাদ হোসেন
VENUE:
LAGUARDIA PLAZA HOTEL
104-04 Ditmars Blvd, East Elmhurst, NY 11369
DATE: 30TH NOVEMBER-2024
SATURDAY @ 5PM
মিথান ড্যান্স একাডেমি
উপস্থাপনায়: নিম্মি নাহার ও আব্দুল আজিজ
সঙ্গীত পরিবেশনায়:
নাজু আখন্দ, কৃষ্ণা তিথী, শাহ মাহবুব
মোস্তফা কামাল মুকুল, আমানত হোসেন আমান, মোস্তাক রহমান
সম্মানিত নির্বাচন কমিশনার বৃন্দ: মো: আমান উল্লাহ আমান -প্রধান নির্বাচন কমিশনার, শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন, বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: আজাদ হোসেন, আমীন মেহেদী বাবু, মো: গিয়াস উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন, হাবিব জোয়াদার, আলাউদ্দিন আহমেদ, মিশুক সেলিম, কে.এম তারেক।
সার্বিক সহযোগিতায় ও সমর্থনে: এম বাসেত রহমান (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন), শেখ হেলাল (প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন), হাফিজুর রহমান গিনি, ডা: তাজুল ইসলাম, বীরমুক্তিযোদ্ধা মমতাজউদ্দিন আহমেদ, বীরমুক্তিযোদ্ধ রাসুল আশরাফ চৌধুরী, মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া বিল্লাল, বীরমুক্তিযোদ্ধা মো: হাবিবুর রহমান মাদবর, সোয়েব হোসেন খান, আব্দুল কাইয়ুম, বীরমুক্তিযোদ্ধা খন্দকার জাহাঙ্গীর আলম মন্টু, অধ্যাপক ইলিম মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইন, বুলবুল ভূইয়া, মোহাম্মদ ফরহাদ উল্লাহ, খালিদ আহমেদ বাবু, মো: ইসহাক মিয়া, আলহাজ্ব মো: বুলু ভূঁইয়া, মো: লুৎফর রহমান, নজরুল ইসলাম, ডা: হোসনে আরা মাসুব লাকি, কাউসার আলমগীর, মো: নুরু মিয়া, কার্ভাড গমেজ, আব্দুর রউফ চৌকদার, আব্দুর রাজ্জাক নান্নু, নজরুল বেপারী, আব্দুর রাজ্জাক আনোয়ার, হাজী মজিবুর রহমান, মো: ইয়াকুব আলী, ফজলুল হক, আছিয়া আক্তার, তাহমিনা আক্তার মায়া, নুরুন নাহার আক্তার হ্যাপি, এস সফিকুর রহমান তপন, বিমল চন্দ্র বর্মণ, জাকির হোসেন কাঞ্চন, সোয়েব আক্তার, সুমন মাহমুদ, ইমরান আহমেদ পরশ, হিরা খান, আক্তার হোসেন, এস.আর লিংকন, শফিউল আলম, আলাউদ্দিন মাহমুদ, বাবুল হোসেন সানি, মোহাম্মদ বোরহান খান, শেখ দুলাল, রনি দেওয়ান, পারভেজ ঢালী, রুবেল আহমেদ, মন্টু, ইকবাল আজম লিটন, ফজলুল হক, আলী হোসেন, স্বপন মৃধা, জালাল উদ্দিন, রজ্জব আলী, সাইফুর রহমান টুটুল, আশিক মাহমুদ, তানভীর হাসান, শফিকুল ইসলাম, সালাউদ্দিন, ইয়ার হোসেন, ফয়সল আহমেদ, ইকবাল আজম, আমিনুল ইসলাম, আপেল মাহমুদ, মোহাম্মদ আব্বাস, তাহসীন আহমেদ, আতিক উল্লাহ্, অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম, মো: আব্দুল হালিম, রহমত উল্ল্যাহ।
সভাপতি
দুলাল বেহেদু
আমন্ত্রণে
সাধারণ সম্পাদক
কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন
প্রচারে: মো: রফিকুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক

Utshob Group

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে

বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইন্যান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

- সারা বাংলাদেশের যেকোনো প্রান্তে আমরা ফ্ল্যাট ফাইন্যান্স করে থাকি।
- মাত্র ৩০% ডাউন পেমেন্ট এবং ২০ বছরের কিস্তিতে কিনে নিন আপনার স্বপ্নের আবাসন।
- NID কার্ড এবং সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রসেস করে দেওয়ার সুবিধা দিচ্ছি।
- ডাউন পেমেন্ট এবং মাসিক পেমেন্ট দুইটাই USA তে পরিশোধ করার সুব্যবস্থা।
- ফাইন্যান্স থেকে শুরু করে ফ্ল্যাট কেনা পর্যন্ত পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
- রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্টের জন্য বাড়ি ভাড়া এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা নিয়ে থাকি।

ঠিকানা- শ্যামলী হাউজিং সোসাইটি, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা ১২০৭।
ফ্ল্যাটের আয়তন- ১৩০৫ বর্গফুট
[৩ বেড, ৩ বাথ, ৩ বারান্দা]

২০০০০ ডলার ডাউন পেমেন্ট
৫৯৫ ডলার লোনের মাসিক ইনস্টলমেন্ট
২০ বছর মেয়াদি
(কার পার্কিং ও ইউটিলিটি সংযোগ বাবদ অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করা হয়েছে।)

প্রজেক্টের নাম- রামিজ গার্ডেন
ঠিকানা- উত্তরা, ঢাকা
ফ্ল্যাটের আয়তন- ১১৮০ বর্গফুট
৩ বেড... ড্রইং, ডাইনিং, কিচেন

১১১১৫ ডলার ডাউন পেমেন্ট
৫১৫ ডলার লোনের মাসিক ইনস্টলমেন্ট
২০ বছর মেয়াদি
(কার পার্কিং ও ইউটিলিটি সংযোগ বাবদ অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করা হয়েছে।)

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিজিট করুন
www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK · BUILD · RUPAYAN GROUP · FDL lifestyle awaits

ট্রাম্পের অভিষেকে থাকবেন বাইডেন দম্পতি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন। হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্রের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দা গার্ডিয়ান।

হোয়াইট হাউসের সিনিয়র ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি অ্যান্ড্রু বেটস বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নির্বাচনে যে-ই বিজয়ী হোক, তিনি তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তিনি ও ফার্স্ট লেডি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।'

তবে, ২০২১ সালের জানুয়ারিতে বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেননি ট্রাম্প। সে বছরের ৬ জানুয়ারি, ট্রাম্প সমর্থকদের ক্যাপিটাল হিলে হামলার কয়েক দিন পরেই বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নির্বাচনে জয়ের পর, বাইডেন ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন– কিন্তু ২০20 সালের নির্বাচনে পরাজয়ের পর ট্রাম্প এই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তবে বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি 'যতটা মসৃণ করা সম্ভব' তিনি করবেন।

চলতি মাসের শুরুর দিকে বাইডেন বলেন, 'আমি ক্ষমতা হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছি। আপনার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু নিশ্চিত করতে যা যা করা সম্ভব, করব। আমি আশা রাখি, সেদিন আমরা কিছু বিষয়ে কথা বলার সুযোগ পাব। আবারও আপনাকে হোয়াইট হাউসে স্বাগতম।'

২০২১ সালে বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠান এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি যদিও নজিরবিহীন নয়। তবে ১৫০ বছরেরও ইতিহাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি তাঁর উত্তরসূরির অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি।

উল্লেখ্য, আগামী বছরের ২০ জানুয়ারি দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতমধ্যে ১৫ সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভাও জন্য চূড়ান্ত করে ফেলেছেন তিনি।

লোহিত সাগরে পর্যটকবাহী প্রমোদতরী ডুবে নিখোঁজ ১৬

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লোহিত সাগরে একটি পর্যটকবাহী প্রমোদতরী ডুবে অন্তত ১৭ জন নিখোঁজ হয়েছেন। আর উদ্ধার করা হয়েছে ২৮ জনকে। মিশর কর্তৃপক্ষের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি। প্রতিবেদনে বলা হয়, পর্যটকবাহী প্রমোদতরী 'সী স্টোরি' গত রোববার মিশরের পর্যটন শহর মারসা আলমের কাছের বন্দর থেকে ছেড়ে আসে।

ট্রাম্পকে হত্যার হুমকি দিয়ে গ্রেপ্তার যুবক

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেশটির অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্য থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গত সোমবার। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যারিজোনার বাসিন্দা ওই যুবক সম্প্রতি ফেসবুকে প্রকাশিত একাধিক ভিডিওতে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই ভিডিওগুলোর একটিতে তাঁকে একটি এআর-১৫ মডেলের রাইফেল হাতে ধরে থাকতে দেখা যায় বলে আদালতের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার ওই যুবকের নাম ম্যানুয়েল তামায়ো-তোরেস। আদালতের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তোরেস ট্রাম্প এবং তাঁর পরিবারকে একাধিকবার হুমকি দিয়েছেন। অবশ্য আদালতের নথিতে সরাসরি ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করা হয়নি, বরং তাঁকে 'ব্যক্তি-১' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নথিতে বলা হয়েছে, 'ব্যক্তি-১' একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তি এক বলতে, সাবেক এক প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমান নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আদালতের নথিতে আরও বলা হয়েছে, 'তামায়ো-তোরেস ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করে বলেন, 'ব্যক্তি-১, তুমি মরতে যাচ্ছ। ব্যক্তি-১ তোমার ছেলে মরতে যাচ্ছে। তোমার পুরো পরিবার মরতে যাচ্ছে। এটিই এখন তোমার জন্য বাস্তবতা। তোমার ভবিষ্যতে শুধুমাত্র এই একটাই বাস্তবতা আছে, ব্যক্তি-১, মারা যাওয়া।'

চলতি মাসের শুরুর দিকে পোস্ট করা এক ভিডিওতে তামায়ো-তোরেস ট্রাম্পকে গুলি করার হুমকি দেন। আদালতের নথিতে বলা হয়েছে, ওই ভিডিওতে তোরেস সম্ভবত একটি সাদা রঙের এআর-১৫ ধরনের রাইফেল—যার মধ্যে ৩০ রাউন্ডের একটি ম্যাগাজিন ঢোকানো ছিল—ধরে থাকতে দেখা যায়।

তামায়ো-তোরেস ২৩ আগস্ট অ্যারিজোনার গ্লেনডেলের ডেজার্ট ডায়মন্ড এরেনা থেকে আরেকটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, ট্রাম্প একটি সমাবেশে উপস্থিত। সমাবেশে ট্রাম্প বলেন, তিনি হত্যাচেষ্টাগুলো তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করবেন। এ সময় তিনি ১৩ জুলাই পেনসিলভানিয়ার বাটলারে তাঁর ওপর হত্যাচেষ্টার উল্লেখ করেন।

তামায়ো-তোরেসের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তিনি গত বছর অ্যারিজোনার ফিনিক্সে অস্ত্র কেনার চেষ্টা করার সময় ফেডারেল ফরমে একাধিক মিথ্যা তথ্য প্রদান করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের তালিকা প্রস্তুত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের জলবায়ু বিষয়ক চার নারী কর্মকর্তার পদ অপ্রয়োজনীয় উল্লেখ করে ছাঁটাইয়ের সুপারিশ করেছেন ইলন মাস্ক। সামাজিক মাধ্যম এক্সে দেয়া দুইটি পোস্ট শেয়ার করে এরকম আরও পদ বিলুপ্ত করা হবে বলে জানান তিনি। খবর: সিএনবিসি। নির্বাচিত হওয়ার পর প কর্মচারীদের রদবদলে হাত দিয়েছেন নবনির্বাচতি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ লক্ষ্যে নতুন একটি ডিপার্টমেন্টও চালু করেছেন তিনি। সেই রদবদলে সুপারিশ করতে পারবেন, ডিওজিই-এর কো-লিড ইলন মাস্ক ও ভিভেক রামাস্বামি। সরকারি ব্যয় কমানো এবং অপ্রয়োজনীয় পদ বিলুপ্ত করতে কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

সংখ্যা কমাতে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কর্মচারীদের ওপর। প্রশাসনের হয়ে কাজ করা রিমোট এজেন্সিগুলো বন্ধ এবং পাঁচ দিনের কর্মসপ্তাহ চালুর পথে হাঁটছেন ডিওজিই প্রধানরা। এমন নানা সিদ্ধান্তে চাকরি নিয়ে দুশ্চিন্তায় অনেক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী।

ছাঁটাইয়ের সুপারিশ করা জলবায়ু বিষয়ক চার নারী কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছেন, ক্লাইমেট ডাইভার্সিফিকেশনের ডিরেক্টর অ্যাশলি টমাস, চিফ ক্লাইমেট অফিসার অর্পিতা ভট্টাচার্য, সিনিয়র অ্যাডভাইজর অ্যানা মাসকারেনাস এবং ন্যান্সি পেলোসির ভাতিজি অ্যালেক্সিস পেলোসি। একে একে নাম প্রকাশের পর শীর্ষ ধনকুবের ইলন মাস্কের ব্যক্তিগত রোষানলেও চাকরিচ্যুত হওয়ার শঙ্কায় রয়েছেন অনেকে।

ইঙ্গিত মিলেছে ইউক্রেন যুদ্ধ কীভাবে থামাবেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

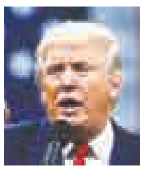
ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বুধবার মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর সাবেক লেফটেন্যান্ট জেনারেল কিথ কেলোগকে ইউক্রেন-রাশিয়ার জন্য বিশেষ দূত হিসেবে মনোনীত করেছেন। এরপর থেকেই আলোচনা শুরু হয়েছে, কিথ কেলোগ কীভাবে প্রায় তিন বছর সময় ধরে চলা এই যুদ্ধ বন্ধ করবেন। ট্রাম্পের এই দূত কীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করবেন সে বিষয়ে কিছুটা ইঙ্গিত গত এপ্রিলে প্রকাশিত এক কৌশলপত্র থেকে অনুমান করা যায়।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের এপ্রিলে কেলোগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি এনএসএ—এর সাবেক চিফ অব স্টাফ ফ্রেড ফ্লেইটজ একটি কৌশলপত্র প্রকাশ করেন। সেখানে তাঁরা যুক্তি দেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনা করা।

এই কৌশলপত্রে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনকে ইউক্রেন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী করা হয়েছে। বিশেষত, ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত এবং রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ব্যর্থ হওয়াকে দায়ী করা হয়েছে। এতে আরও অভিযোগ আনা হয়েছে যে, বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনের মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে একটি ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই কৌশলপত্রটি প্রকাশ করেছে আমেরিকা ফার্স্ট পলিসি ইনস্টিটিউট (এএফপিআই। ২০২১ সালে তৎকালীন ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা এই থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। কেলোগের পরিকল্পনায় ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

কেলোগের লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনেক বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে, যে 'রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিপরীতে একজন শক্তিশালী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রেসিডেন্ট থাকলে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার হামলা ঠেকানো যেত।' তবে পুতিনের ইউক্রেন আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত বাইডেনকে দুর্বল মনে করার কারণে নেওয়া হয়েছিল, এমন প্রমাণ নেই—যা কেলোগ ও ফ্লেইটজ দাবি করেছেন।

ইমিগ্রেশন নিয়ে আতংকিত না হবার পরামর্শ মঈন চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আতংকিত না হবার পরামর্শ দিয়েছেন এটর্নি মঈন চৌধুরী। তিনি বলেছেন, ট্রাম্প নির্বাচিত হবার পর বৈধ ও অবৈধ প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, যাদের কেস পেন্ডিং রয়েছে তাদের আতংকিত হবার কোন কারন নেই। যাদের বিরুদ্ধে ডিপোর্টেশন অর্ডার রয়েছে তাদের গ্রেফতার করে ফেরত পাঠাতে পারে। তা বর্তমান আইনেও বিদ্যমান। কোন বড় ধরনের অপরাধে সাজা না হলে গ্রীন কার্ডও বাতিল হবার ভয় নেই। তাই কমিউনিটির মধ্যে অহেতুক ভীতি ছড়ানো হচ্ছে। ভয়কে জয় করে ইমিগ্রান্টদের এগিয়ে যেতে হবে। বৃহস্পতিবার ২১ নভেম্বর জ্যাকসন হাইটসে সাংবাদিকদের সাথেএক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন। মতবিনিময় সভায় তার সাথে ছিলেন আমিন মেহেদি, এডভোকেট নাসির উদ্দীন ও তরিকুল ইসলাম মিঠু।

তিনি বলেন, জন্ম নিলে আর নাগরিকত্ব নয় এমন আইন এখনও পাস হয় নি। আমেরিকার মাটিতে জন্ম নিলে নাগরিক তা সংবিধানের ১৪তম এমেন্ডমেন্টের অধিকার। ট্রাম চাইলেই তা বাতিল করতে পারেন না। কংগ্রেসে ২ তৃতীয়াংশের ভোটে তা পাস হতে হবে। বিষয়টি এতও সহজ নয়।

মঈন চৌধুরী বলেন, আতংকিত হবেন না। কোন প্রশ্ন থাকলে ইমিগ্রেশন এটর্নিদের সাথে যোগাযোগ করুন। যেকোন ধরনের সহায়তায় আপনাদের পাশে দাঁড়াবেন এটর্নিরা।

ইউএসবিসিসিআই উইমেনস এন্টারপ্রেনার সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) গর্বের সাথে উইমেনস এন্টারপ্রেনার সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ সফলভাবেআয়োজন করেছে। এই ইভেন্টটি নিউ ইয়র্কের লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়টে অনুষ্ঠিত হয়, যা নারীদের ক্ষমতায়ন, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং ব্যবসায়িক নেতৃত্বকে উৎসাহিত করার একটি অনন্য মঞ্চ তৈরি করেছে।

শেখ ফরহাদ এবং মিলি এ ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় ইউএসবিসিসিআই উইমেনস এন্টারপ্রেনার সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪-এর বিভিন্ন সেশন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন শেখ ফরহাদ এবং মিলি এ ভূঁইয়া। তাদের অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা এবং প্রাঞ্জল উপস্থাপনা ইভেন্টটিকে আরও প্রাণবন্ত এবং অর্থবহ করে তুলেছে।

আরও বক্তব্য রাখেন নাজমুল হাসান, ডেপুটি কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক নাজমুল হাসান বলেন, "ইউএসবিসিসিআই উইমেনস এন্টারপ্রেনার সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ বাংলাদেশি নারীদের জন্য একটি অনন্য উদ্যোগ, যা তাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করবে। এই ধরনের ইভেন্ট নারীদের ব্যবসায়িক জগতে প্রবেশের পথ সুগম করে এবং তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরে। আমি ইউএসবিসিসিআই এবং এর নেতৃত্বকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাই।"

জেনি লো, নির্বাহী উপদেষ্টা, MWBE ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন, এম্পায়ার স্টেট ডেভেলপমেন্ট বলেন, "MWBE এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়নে ইউএসবিসিসিআই-এর এই উদ্যোগ অসাধারণ। এই সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস শুধুমাত্র নারীদের উদ্ভাবনী ধারণাগুলোকে তুলে ধরেনি, বরং তাদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এম্পায়ারস্টেট ডেভেলপমেন্ট সবসময় এই ধরনের উদ্যোগকে সমর্থন করে এবং আমি আশা করি, এটি আরও নারীদের অনুপ্রাণিত করবে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে।"

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি গতিশীল প্ল্যাটফর্ম এই সামিট একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করেছে যেখানে উদীয়মান উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ পেশাদার এবং শিল্প নেত্রীদের একত্রিত করেছে। ইভেন্টটি তিনটি মূল দিককে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে - নেটওয়ার্কিং: অংশগ্রহণকারীরা সহকর্মী, পরামর্শদাতা এবং সম্ভাব্য ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পেশাদার সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছেন।

ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়ন: সেশনগুলোতে কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত অগ্রগতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা নারীর ক্ষমতায়নের সামগ্রিক পদ্ধতির প্রতিফলন।

উপলক্ষ্য: উইমেনস এন্টারপ্রেনার অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ইভেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল উইমেনস এন্টারপ্রেনার অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪, যা নারী উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়িক নেতাদের উদ্ভাবন, নেতৃত্ব এবং সামাজিক অবদানের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করে।

২০২৪ সালের পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন: সোনিয়া চাঁদনী – মালিক, বিরাসত, ডা. দিলরুবা চৌধুরী – লেখক, "ব্লু ইকোনমি: বাংলাদেশের সামুদ্রিক নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ" নাজনীন মির্জা – সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, মির্জা রিয়েল এস্টেট অ্যাডভাইজার্স, আম্বিয়া বেগম – প্রতিষ্ঠাতা ও সচিব, এমপাওয়ারিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইনক, সাবরিনা আহমেদ – সিইও, সাহেলিয়াজ বাই লিয়া, রোজি ইসলাম – রিপারেটিভ, এলমহার্স্ট মেডিকেল, অ্যাফিনিটি অ্যাবস্ট্রাক্ট, উম্মাহ গিভিং সার্কেল, জিন্নাথ জাহান – সিইও, দীন ফ্যাশন ইনক, ফাতেমা আক্তার – কসমেটোলজিস্ট এবং মেকআপ আর্টিস্ট, উমামা সিদ্দিকা – প্রতিষ্ঠাতা, অনলাইন কুরআন স্কুল, নিউইয়র্ক, সেলিনা আক্তার – সামাজিক উদ্যোক্তা, সারা পারভেজ – সহযোগী অ্যাটর্নি, জন এফ. কারমানের আইন অফিস, ভাবলীন সবরওয়াল – ম্যানেজিং পার্টনার, ভাবলীন সবরওয়ালের আইন অফিস, স্নিগ্ধা কুন্ডু মিস্টি – প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন, গ্লোমেন সিআইসি, মিলি এ ভূয়ান – ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক, ডমিনোজ

ইভেন্টের ভিশন এবং মিশন

ইউএসবিসিসিআই উইমেনস এন্টারপ্রেনার সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস-এর উদ্দেশ্য হল: বাধা অতিক্রম করা: ব্যবসা এবং উদ্যোক্তাবৃত্তিতে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা। কমিউনিটি বিল্ডিং: নারী নেত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা এবং নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।

ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি

ইউএসবিসিসিআই উইমেনস এন্টারপ্রেনার অ্যাওয়ার্ডস (ইউডব্লিউইএ) নারীদের উদ্যোক্তা মনোভাব উদযাপন এবং পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃত্ব অনুপ্রাণিত করতে একটি বিশেষ উদ্যোগ। এই কর্মসূচি মেন্টরশিপ, শিক্ষা, নেটওয়ার্কিং এবং পুঁজি সংগ্রহের সুযোগগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ইউএসবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মোঃ লিটন আহমেদ বলেন: "ইউএসবিসিসিআই উইমেনস এন্টারপ্রেনার সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ একটি অসাধারণ উদ্যোগ যা নারী নেতৃত্ব এবং উদ্ভাবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই ইভেন্টটি শুধু নারীদের ক্ষমতায়ন নয়, বরং তাদের উদ্যোগ এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে সামনে নিয়ে আসার একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

এই ইভেন্টের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যের গল্পগুলো শোনা গিয়েছে, যা অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে এবং ভবিষ্যতের নারীদের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

ইউএসবিসিসিআই সমস্ত অংশগ্রহণকারী, বক্তা এবং অংশীদারদের ধন্যবাদ জানায়, যারা উইমেনস এন্টারপ্রেনার সামিট এবং অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪-কে সফল করেছেন।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: ইমেইল: info@usbcci.org
ওয়েবসাইট: www.usbcci.org

৩৪ শিল্পী-কলাকুশলী পেলেন এটিভির আইকনিক স্টার পুরুস্কার

নিউইয়র্ক

কৌশলী ইমা, নিউ ইয়র্ক

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত এটিভির ষষ্ঠ 'আইকনিক স্টার অ্যান্ড বিজনেস পুরুস্কার' পেলেন ৩৪ ভাগ্যবান শিল্পী, কলাকুশলী ও ব্যবসায়ী। স্থানীয় সময় রোববার (২৪ নভেম্বর) নিউ ইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের মিলনায়তনে বাংলাদেশ ও ভারতের বিনোদন জগতের সেরা তারকা শিল্পী, কলাকুশলী ও ব্যবসায়ীদের উপস্থিততে আইকনিক স্টার অ্যান্ড বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস পুরুস্কার ঘোষণা করেন আয়োজকবৃন্দ। এসময় হলভর্তি দর্শকশ্রোতা করতালি দিয়ে তাদের উৎসাহিত করেন। নিউ ইয়র্কে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানটি প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বলে জানান আয়োজবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আশা টেলিভিশন (এটিভি, ইউএসএ)-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান বলেন, শুধু নিউ ইয়র্কেই নয়, আইকনিক স্টার অ্যান্ড বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস পুরুস্কারের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ুক সারা বিশ্বব্যাপী। এ অনুষ্ঠানটি একদিন একটি আন্তর্জাতিকমানের সেরা অনুষ্ঠানে পরিণত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে নিউ ইয়র্কের বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানগুলোতে কোন নতুনত্ব দেখা যায় না। প্রবাসীরা এসব নিম্নমানের অনুষ্ঠান দেখে বিরক্ত প্রায়। তাই একগুয়েমিতা বেরিয়ে প্রবাসী দর্শকশ্রোতাদের জন্য আশা টেলিভিশন (এটিভি, ইউএসএ)-এর এ ব্যতিক্রমী আয়োজন করে নতুন মাত্রার বিনোদন প্রদানের চেষ্টা করেছি মাত্র। অনুষ্ঠানটি প্রবাসী বিনোদন প্রিয় মানুষদের ভালো লেগেছে। আগামী বছর দুবাইতে সপ্তম আইকনিক স্টার অ্যান্ড বিজনেস পুরুস্কার অনুষ্ঠান হবে বলে জানান তিনি।

আশা গ্রুপ অব কোম্পানিজের চেয়ারম্যান এশা রহমান বলেন, শিল্পীরা যখন কোন পুরুস্কার পান তাদের মতো তিনিও আনন্দিত হয়ে উথেন। বিশেষ করে যদি কোন নারী হয়ে থাকেন। কারণ তিনি সব সময় নারীদের পাশে থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করতে চান তিনি।

তিনি বলেন, একজন নারী তখনই সাফল্যতা অর্জন করতে পারেন যখন তার স্বামী সেই নারীকে সর্বাত্মক সাহায্য করেন। তিনি তার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমানের উদাহরণ দিয়ে বলেন এমন একজন মানুষ পাশে থাকলে যে কোন নারী উপরে ওঠা সহজ হয়ে যায়। তিনি তার হাত ধরে অনেকদুর এগিয়ে যেতে চান।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা বাংলাদেশের জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার মডেল ও চলচ্চিত্র প্রযোজক পিয়াল হোসেন বলেন, নিউ ইয়র্কে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ 'আইকনিক স্টার অ্যান্ড বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠান সর্বাত্মক সফল হয়েছে। হলভর্তি দর্শকশ্রোতা দেখে খুবই আন্দন্দিত তিনি। প্রবাসীদের এমন সাড়া পাওয়া যাবে সেটা আগে কখনই আশা করেননি তিনি। অনুষ্ঠানে আগত সকল দর্শকশ্রোতাসহ নেপথ্যের সকল কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান তিনি।

নিউ ইয়র্কের কমিউনিটি বোর্ডের নির্বাহী কমিটির সদস্য ও প্রবাসী ব্যাবসায়ী ফাহাদ সোলায়মান বলেন, নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এ ধরনের অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীতা রয়েছে। এতদিন বিনোদনের নামে সচরাচর আমারা যে ধরনের অনুষ্ঠান দেখে আসছি নিঃসন্দেহে এটি একটি সম্পুর্ণ ব্যতিক্রম অনুষ্ঠান। শিল্পী, কলাকুশলী ও ব্যবসায়ীদের স্ব স্ব কাজে উৎসাহিত করার জন্য এরকম আরো অনুষ্ঠান করা দরকার বলেন মনে করেন তিনি। তিনি এ অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

হাসানুজ্জামান সাকীর পরিচালনায় এবং দেবাশীষ বিশ্বাস, শারমিনা শিরাজ সোনিয়া ও সাদিয়া খন্দকারের যৌথ সঞ্চালনায় এবারে এটিভি'র ষষ্ঠ 'আইকনিক স্টার অ্যান্ড বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস' পেয়েছেন ৩৪ জন ভাগ্যবান শিল্পী, কলাকুশলী ও ব্যবসায়ী। এরা হলেন অভিনয়শিল্পী পায়েল সরকার, বিদ্যা সিনহা মিম, তানজিন তিশা, সাদিয়া জাহান প্রভা, মামনুন হাসান ইমন, নিরব হোসেন, আবদুন নূর সজল, বিপ্লব, সামিনা চৌধুরী, আঁখি আলমগীর, ফবাশির তেজি খান, স্বপ্নীল সজিব, নাজু আখন্দ, এশা রহমান, মিষ্টি জান্নাত, মন্দিরা চক্রবর্তী, মিলা হোসেন, নিবির আদনান নাহিদ, রেশমি মির্জা, তানভীর তারেক, শার্মিলা মাইতি, দেবাশীষ বিশ্বাস, শারমিনা শিরাজ সোনিয়া, সাদিয়া খন্দকার, মোঃ মনির হোসেন যুবরাজ, জারিন তাসনিম, এম এ ওয়াহিদ, আমজাদ হোসেন, গৌতম সাহা, মোঃ শাহাদাত হোসেন সুমন, ওয়ালী সুজন, শামীম হোসেন, নানজিবা খান ও হিমেল আশরাফ।

শিল্পী, কলাকুশলী ও ব্যবসায়ীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন অতিথি আহমদ শরীফ, কাজী মারুফ, সামিনা চৌধুরী, শিরিন বকুল, আকাশ রহমান, ফাহাদ সোলায়মান, রাসেক মালিক, আফতাব বিন তমিজ, লিটন আহমেদ, এশা রহমান ও পিয়াল হোসেন, আজাজ খান স্বপন, মোঃ খলিলুর রহমান ও বেলাল হোসেন।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন যথাক্রমে-সামিনা চৌধুরী, শামীম হোসেন, রেশমি মির্জা, ইমন নিরব, পায়েল, নাজু আখন্দ।

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ওয়াশিংটন ডিসি-তে বাংলাদেশ দূতাবাসে ৫৩তম সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় দূতাবাসে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেভাল অপারেশনস ফর ইন্টিগ্রেশন অফ ক্যাপাবিলিটিস অ্যান্ড রিসোর্সেস এর ভাইস অ্যাডমিরাল জে. ব্র্যাড স্কিলম্যান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক, ডিফেন্স অ্যাটাচে, পেন্টাগন ও স্টেট ডিপার্টমেন্টসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সরকারি অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মাঝে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাশাপাশি দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের চার্জ দ্য এফেয়ার ডিএম সালাহউদ্দিন মাহমুদ এবং দূতাবাসের ডিফেন্স অ্যাটাচে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহেদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

ভাইস এডমিরাল জে. ব্র্যাড স্কিলম্যান তার বক্তব্যে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রশংসা করেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবদানকে অগ্রগণ্য করে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার ও আত্মোৎসর্গকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এক মহিমান্বিত অর্জন হিসেবে উল্লেখ করেন। তদুপরি, তিনি শান্তি ও সমৃদ্ধির অগ্রগতির জন্য অব্যাহত সহযোগিতার জন্য তার আশা প্রকাশ করে বাংলাদেশ এবং মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে শক্তিশালী অংশীদারিত্বের উপর জোর দেন।

চার্জ দ্য এফেয়ার মাহমুদ তার বক্তব্যে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যসহ আত্মত্যাগকারী লাখো শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গভীর ও বহুমুখী প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ওপর জোর দেন এবং উল্লেখ করেন যে উভয় দেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ইস্যুতে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। মাহমুদ বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার কথা তুলে ধরে সম্পর্ক জোরদার করতে এবং ভবিষ্যতের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

ডিফেন্স অ্যাটাচে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহেদুল ইসলাম অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান সর্মথন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রধান অতিথি ভাইস এডমিরাল স্কিলম্যান এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে কেক কাটা এবং নৈশভোজের আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দূতাবাসের প্রথম সচিব আতাউর রহমান।

ট্রাম্পের দাবির সঙ্গে মিলছে না মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের কথা

ঢাকা ডেস্ক

নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম সীমান্ত বন্ধ করে অভিবাসীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে ট্রাম্পের এমন কথা হয়নি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

স্থানীয় সময় বুধবার মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনালাপের পর ট্রাম্প অনলাইনে একটি পোস্ট করেন। সেখানে ট্রাম্প বলেন, 'মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' ট্রাম্পের এ পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট জানান, তাঁর দেশের অবস্থান সীমান্ত বন্ধ করা নয় বরং মানবাধিকারের প্রতি সম্মান রেখে অভিবাসন সংকট মোকাবিলা করা।

সম্প্রতি ট্রাম্প হুঁশিয়ার বার্তায় জানান, প্রেসিডেন্টের অফিসে বসেই তিনি কানাডা এবং মেক্সিকো থেকে রপ্তানি করা পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বসাবেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের অভিষেক ১৬ ডিসেম্বর

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশ সোসাইটির বিদায়ী কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৭ নভেম্বর রোববার সোসাইটি ভবনের নিজস্ব কার্যালয়ে। সভাপতি মোঃ আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকীর পরিচালনায় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি - মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি- ফারুক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ- মোঃ নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবুল কালাম ভূঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহনাজ আলম লিপি, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, কার্যকরী সদস্য- ফারহানা চৌধুরী, আখতার বাবুল, মোঃ সাদী মিন্টু ও সুসান্ত দত্ত ।

সভায় নতুন কমিটির অভিষেক, ক্ষমতা হস্তান্তর, নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে হিসাব গ্রহণ, এবং নতুন কমিটির কাছে হিসাব বুঝিয়ে দেয়ার ব্যাপারে বিস্তার আলোচনা হয়।

সকলের আলোচনার ভিত্তিতে আগামী ১৬ ডিসেম্বর সোমবার, উড সাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ও মহান বিজয় দিবস উদযাপনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অভিষেক অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ানকে আহ্বায়ক এবং ক্রিড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মঈন উদ্দিন মাহবুবকে সদস্য সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়। উদযাপন কমিটির অন্যান্যরা হলেন যুগ্ম-আহবায়ক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী ফারহানা চৌধুরী, সমন্বয়কারী টিপু খান। সদস্য আবুল কালাম ভুঁইয়া ও শাহ মিজানুর রহমান, সংস্কৃতিক উপ-কমিটি আহবায়ক-ডা: শাহনাজ লিপি, সদস্য প্রদীপ ভট্টাচার্য ও সুশান্ত দত্ত।

ম্যাগাজিন উপকমিটি আহবায়ক ফয়সাল আহমেদ ও সদস্য আক্তার বাবুল।

৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব জনতার মাঝে পৌঁছাতে বাফেলো বিএনপির শপথ

নিউজ ডেস্ক

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে ২০ নভেম্বর বুধবার বাফেলো শহরে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক নাজমুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে দোয়া পরিচালনা করেন- বরিশাল জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ও বরিশাল বিভাগীয় সোসাইটি অফ বাফেলোর সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ।

পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো নতুন কোনো স্বৈরাচারী সরকারের যেন জন্ম হতে না পারে সেই জন্য বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রস্তাবিত ৩১দফা সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবিতে, জনগণের মাঝে সচেতনতা তৈরী ও বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করার নতুন কর্মসূচি নিয়ে বাফেলো বিএনপির এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন- নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপি ওয়েস্ট গঠন সমন্বয় কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ও পিবিসি টুয়েন্টিফোর টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান লিটু।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ৭ই নভেম্বর- জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অবিভক্ত ঢাকা মহানগর তাঁতীদলের সাবেক সদস্য সচিব আব্দুর রহিম, ঢাকা বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা ও বরিশাল বিভাগীয় সোসাইটি অফ বাফেলোর সভাপতি সৈয়দ ঝিলু।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন যথাক্রমে- বরিশাল বিএম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রদল নেতা ও বিএনপি নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর এর সাবেক সদস্য আবু জাফর ফরাজী এবং নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি দক্ষিণের সাবেক সদস্য তারিকুল ইসলাম প্রিন্স মৃধা।

মূলধারার রাজনীতির সাথে বিএনপির নেতাকর্মীদের সংযুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ১৯দফা ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১দফা সংস্কার প্রস্তাব জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাফেলো সিটি হলে কর্মরত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার ও নিউইয়র্ক স্টেট্ বিএনপি ওয়েস্ট গঠন আন্দোলনের অন্যতম নেতা জাভেদ মোস্তফা।

এছাড়া এই আলোচনা সভায় অন্যান্য বিএনপি নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা ও বরিশাল বিভাগীয় সোসাইটি অফ বাফেলোর সিনিয়র সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান মিয়া, বাফেলো বিএনপি নেতা সালমান সরকার, ছাত্রনেতা সিয়াম আহাম্মেদ, কবির উদ্দিন, ছাত্রনেতা রাকিব , মিলাদুল ইসলাম, কাজী করিম, সামসুল আলম রিটু, মোহাম্মদ রিপন মল্লিক, সানজিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ তাওহীদুল রাফি, মোহাম্মদ পুনম, সাখাওয়াত হোসেন সহ আরো অনেকে। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বিজনেস ইনফরমেশন আপডেট না করলে ৫০০ ডলার করে জরিমানা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বিজনেস ইনফরমেশন আপডেট না করলে দিনপ্রতি গুনতে হবে জরিমানা। সম্প্রতি জারি হওয়া এক রুলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ ইনফরমেশন আপডেট করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রুলটিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের আগে প্রতিষ্ঠিত যেকোন ব্যবসায়, করপোরেশন, এলএলসি, পার্টনারশীপ ব্যবসার মালিকানার তথ্য আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে হালনাগাদ করতে হবে।

মোহাম্মদ হাসেম

নির্ধারিত এ সময়ের মধ্যে বিজনেসের মালিকানার তথ্য হালনাগান না করলে দিনপ্রতি গুনতে হবে ৫শত ডলার করে জরিমানা। যা সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্সের সিইও মোহাম্মদ হাসেম জানান,

২০২৪ সালের পর শুরু হওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ ইনফরমেশন আপডট করার জন্য ৯০ দিন সময় পাবে। আর নতুন শুরু হওয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নতুন আইনে তাদের মালিকানা তথ্য জমা দিতে হবে অনধিক এক মাসের মধ্যেই। নির্ধারিত এ সময় পর তাদেরও গুনতে হবে দিনপ্রতি ৫শ ডলার জরিমানা।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রতিবাদ জানাল আর্জেন্টিনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ার মিলেই।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট মিলেই নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারকে অগ্রাহ্য করেছে, বিশেষ করে হামাস ও হিজবুল্লাহর মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর আক্রমণের বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম বুয়েনস আয়ার্স টাইমস এক প্রতিবেদন এ খবর জানিয়েছে।

আর্জেন্টিনার সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইসিসির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির সিদ্ধান্তের সঙ্গে আর্জেন্টিনা একমত নয়।

মিলেই আরও বলেছেন, ইসরায়েল এখনো নির্দয় আক্রমণের শিকার হচ্ছে। দেশটির নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে জিম্মি করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেছেন, একটি জাতির আইনগত প্রতিরক্ষার অধিকারকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে সন্ত্রাসী সংগঠনের নৃশংসতা উপেক্ষা করা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের মূল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করা।

আইসিসি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োহাভ গ্যালান্ট এবং হামাসের সামরিক প্রধান মুহাম্মদ দাইফের বিরুদ্ধে 'মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের' অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে।

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে এক বেড, লিভিং, কিচেন, বাথসহ বেইজমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 347-575-9936

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ন নতুন রেনোভেটেড, ২ বেডরুম, ১ বাথরুম। 82-72, 161 st, Jamaica 11432 যোগাযোগ- 718 790 7593

স্টুডিও রুম ভাড়া

74 street জ্যাকসন হাইটসে ডিসেম্বর থেকে ষ্টুডিও রুমে ১ জনকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

বাসা ভাড়া

74 street জ্যকসন হাইটসে ষ্টুডিওরুম ১ জনকে ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917 330 0374

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইট্স ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে একজন নামাজী, কর্মজীবি এবং অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৫২-০৮০৭।

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/ স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

এটিক ভাড়া

হলিসে এ ৯৯ এভিনিউর কর্ণারে সুন্দর মনোরম পরিবেশে নতুন রেনুবেট দুটি বেডরুম কিচেন ও বাথরুম দুই নামাজী ব্যাচলর বা স্টুডেন্ট এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ ও গ্রোসারি, বাস নিকটে। ফোন 347-397-9175

পাত্রী আবশ্যক

বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: 929-288-9461, bmchoudhury1960@gmail.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

Registered Nurse Required (New Jersey)

প্রতিষ্ঠান: Captor USA Corporation.
পদ: Registered Nurse (RN)
অভিজ্ঞতা: নতুন বা ১/২ বছর
স্থান: Paterson, New Jersey.
Please send your resume at info@captorusacorp.com
Or call us at +1 (973) 553-2690
আবেদনের শেষ সময়: ২০/০৭/২০২৪

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

বাসায় কাজের জন্য মহিলা আবশ্যক

কুইন্স ফরেস্ট হিল এলাকায় অবস্থিত, F ট্রেনের কাছে, বাসার যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য করার জন্য একজন মহিলা আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগের জন্য ফোন করুন : ৭১৮-৪৯০-১৭৪০

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন। যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com Phone 850-866-9012

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

শেষ পর্যন্ত লড়াই করুন

ইমরান খানের বার্তা

ঢাকা ডেস্ক

পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজধানীতে এসে জড়ো হচ্ছেন ইমরান খানের সমর্থকেরা। নতুন নির্বাচন এবং ইমরানের মুক্তির দাবিতে ইতিমধ্যে আজ মঙ্গলবার ইসলামাবাদে পৌঁছে গেছে বিপুলসংখ্যক পিটিআই সমর্থক। একপর্যায়ে তাঁরা ইসলামাবাদের রেড জোন হিসেবে পরিচিত ডি-চকেও পৌঁছে যায়।

মঙ্গলবার রাতে বিবিসি ও আল-জাজিরার লাইভ প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে ডি-চক থেকে ইমরান খানের সমর্থকদের সরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীগুলো। তবে ইসলামাবাদ ছেড়ে যায়নি আন্দোলনকারীরা। ডি-চক থেকে মাত্র কয়েক শ মিটার দূরেই তাঁরা অবস্থান করছে।

এ অবস্থায় কারাগার থেকে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি তাঁর সমর্থকদের শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ় থাকুন।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ইমরান খানের অ্যাকাউন্ট থেকে এক পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘দলের প্রতি আমার বার্তা হলো, শেষ পর্যন্ত লড়াই করুন, আমরা পিছপা হব না।’

ইমরানের বার্তায় আরও উল্লেখ আছে, ‘যারা সামরিক আদালতে বিচারের হুমকি দিচ্ছে তাদের জন্যও আমার একটি বার্তা রয়েছে। যা করতে হবে তা করুন, আমি আমার অবস্থান থেকে পিছপা হব না।’

ইমরান খান তাঁর অনুসারীদের যে কোনো মূল্যে ডি চকে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভির নির্দেশে পুলিশ ও রেঞ্জাররা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছে। কয়েকজনকে হত্যা ও আহত করেছে। তাঁকে তাঁর কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

ইসলামাবাদের ডি চকে পৌঁছানোর চেষ্টা করা ইমরান খানের সমর্থকদের পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী প্রতিহত করেছে বলে জানা গেছে। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবিও অবস্থান করছেন।

চলমান বিক্ষোভে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে চারজন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্য এবং দুজন বিক্ষোভকারী।

সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ ডি চকের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারলেও নিরাপত্তা বাহিনীর বাধার মুখে তারা পরে পিছু হটতে বাধ্য হয়। বিক্ষোভকারীদের প্রবেশ ঠেকানোর জন্য শহরের রাস্তাগুলো শিপিং কন্টেইনার দিয়ে ব্লক করা হয়েছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মঙ্গলবার রাতে ইমরান খানে হাজার হাজার সমর্থক ডি-চকের কাছাকাছি অবস্থান করছেন। প্রচণ্ড ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে তাঁরা রাস্তায় কাগজ, ঝোপঝাড় এবং আবর্জনা পুড়িয়ে আগুন জ্বালাচ্ছেন।

পাঞ্জাব থেকে আসা মুহাম্মদ শহিদ নামে এক বিক্ষোভকারী বলেছেন, ‘ইমরান খান আমাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে বলেছেন। আমরা এখানে আমাদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য এসেছি।’

ইমরান খান তার সমর্থকদের ‘শেষ ডাক’ দিয়ে ইসলামাবাদে অবস্থানের আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের দাবি, সম্প্রতি পাকিস্তানের যে নির্বাচন হয়েছে, তার সঠিক ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। এই নির্বাচনে বড় ধরনের জালিয়াতি হয়েছে। তবে পাকিস্তান সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ষোল বছর ধরে বিএনপি’র আন্দোলনের সফল সমাপ্তি ছাত্র আন্দোলন

ফজলুল হক মিলন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গাজীপুর জেলা সভাপতি, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাবেক ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, সাবেক সাংসদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি, স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের তুখোড় ছাত্রনেতা জনাব এ কে এম ফজলুল হক মিলন ভাইয়ের আগমনে লস এঞ্জেলেসে ক্যালিফোর্নিয়া বি এন পি এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করে গত ১৯ শে নভেম্বর সন্ধ্যায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্যালিফোর্নিয়া বি এন পি'র সভাপতি জনাব বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমান।

অনুষ্ঠানের মধ্যমনি জনাব এ কে এম ফজলুল হক মিলন বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বিগত ১৬ বছরের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতাকর্মীরা জেল-জুলুম, গুম-খুন নির্যাতন সহ্য করে চালিয়ে আসছিল, তার একটি সফল পরিণতি টেনেছে এই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন বহু তাজা প্রাণের বিনিময়ে। এটি একটি রীলে রেসের মত।

তিনি উপদেষ্টাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলেন, আপনারা গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য এসেছেন, আমরা আপনাদের কাছে আমানত রেখেছি, লক্ষ্য রাখবেন যাহাতে আমানতের খেয়ানত না হয়।

বিগত ১৬ বছর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে প্রবাসীরা নিজ নিজ এলাকার নেতা-কর্মীদের যেভাবে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এর জন্য তিনি দলের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার এমন দুর্নীতি করেছে যে, বাসার কাজের লোকও ৪০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে হেলিকপ্টারে চলাফেরা করছে। ছাত্র আন্দোলনের মুখে তিনি যখন পালিয়ে যান তার সাথে যে পাসপোর্ট ছিল সেই পাসপোর্টও শহীদ জিয়ার প্রবর্তিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বাংলাদেশী পাসপোর্ট।

তিনি আরো বলেন, আজ আমি আপনাদের সামনে এই নভেম্বর মাসে, ৭ই নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস এই মাসকে ঐতিহাসিক করেছে। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা পেলেও আমরা সত্যিকারভাবে স্বাধীনতা ভোগ করছি ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস এর পর থেকে।

আটলান্টিক সিটির মসজিদ আল হেরায় সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে মসজিদ আল হেরার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ মাগরীব এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মসজিদ আল হেরার সভাপতি ওবায়দুললাহ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম সোহাগ এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুহাদ্দিস মাহমুদুল হাসান, বিশেষ অতিথি ছিলেন মুনা ইষ্ট জোনের সাধারন সম্পাদক মাওলানা ফারুক আহমেদ।

মাহফিলে মসজিদ আল হেরার খতিব মুহাদ্দিস মোঃ আজিম উদ্দীন সহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন ।

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র মাহফিলে অংশগ্রহন করেন ও বক্তৃতা করেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেন। বক্তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন থেকে সমাজ বিনির্মাণের জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন এবং বর্তমান সমাজের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্মপন্থা অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

বক্তারা আরো বলেন, পৃথিবীতে আমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)। আমাদের জীবনকে সুন্দর কাঠামো দিয়ে গড়তে হলে রাসুল (সা.) এর আদর্শকে ধারণ করতে হবে।

মসজিদ আল হেরার সভাপতি ওবায়দুললাহ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে মসজিদের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আল হেরা ইসলামিক এডুকেশান সেন্টারের বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী সভা মোঃ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোঃ রিয়াজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে ট্রফি ও ছাত্র - ছাত্রীদেরকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আল হেরা ইসলামিক সেন্টারের ছাত্ররা জানাযা নামাজ প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠান শেষে বিশ্ব উম্মাহর মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ

এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে এক 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়।

২১ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ফেয়ারমাউণ্ট এভিনিউতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে।

‘ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় মাংস, তাজা শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়।

আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে অংশ নেয়।

ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে 'কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি'।

আমেরিকান রেডক্রস এর সদস্যরাও ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অংশগ্রহন করে।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব গিয়াসউদদীন, মোঃ আইয়ুব, মনিরুজামান, বেলাল হোসেন, মোঃ নাসির প্রমুখের সার্বিক সহযোগিতায় ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই ।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি ।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন ।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই । (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক) । আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন ।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয় । যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয় ।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

মার্কিন বিমান ঘাঁটির ওপর উড়ল রহস্যময় ড্রোন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাজ্যে অবস্থিত তিনটি মার্কিন বিমান ঘাঁটির ওপর কয়েকটি ড্রোন উড়তে দেখা গেছে। গত বুধবার থেকে শুক্রবার এসব ড্রোন দেখা যায় বলে দাবি করেছে আমেরিকার এয়ার ফোর্স ইউএসএএফ। তবে, তারা এখনো জানতে পারেনি এগুলো আসলে কাদের ড্রোন ছিল।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলছে, সাফক জেলার দুইটি এবং নরফক কাউন্টির একটি জায়গায় অবস্থিত মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে এই ড্রোন দেখা যায় বলে দাবি আমেরিকার। এসব ড্রোন সরিয়ে দিতে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা জানায়নি ইউএসএএফ কর্তৃপক্ষ। তবে, নিজেদের রক্ষা করার অধিকার রয়েছে বলে জানায় তারা।

ইউরোপে নিযুক্ত আমেরিকার এয়ার ফোর্স ইউএসএএফের এক মুখপাত্র বলেন, 'আমরা এই তথ্য নিশ্চিত করছি যে, বেশ কয়েকটি ড্রোন আমাদের এসব ঘাঁটির কাছে উড়তে দেখা গেছে। এই সংখ্যা সঠিক বলতে পারছি না। এমনকি এসব ড্রোনের আকার কিংবা কনফিগারেশনও আপাতত বলা যাচ্ছে না।'

নিউইয়র্কে বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে জমজমাট আয়োজন

জলি আহমেদ

বিদেশের মাটিতে দেশীয় সংস্কৃতি, পোশাক আর নানা আয়োজনের মেতে ওঠে তরুণ-তরুণীরা। নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের জন্য দেশি নাইটস ২.০ নামে জমজমাট পার্টির আয়োজন করা হয়েছে।

১৫ নভেম্বর শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় এমন আয়োজন চলে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত। তবে আয়োজনের আগে থেকেই ই-মেইলের মাধ্যমে কিংবা বারকোড স্ক্যান করে আগ্রহীরা টিকেট সংগ্রহ করেন।

সন্ধ্যার পর থেকেই ধাপে ধাপে চলে নানা আয়োজন পর্ব। কখনো জমজমাট লাইভ গান আবার কখনও ডিজের তালে নাচের সুযোগ। ট্রেডিশনাল বাঙালি পোশাক পড়ে মুহূর্তের মধ্যেই সবাই যেন হারিয়ে গেছে বাঙালি সংস্কৃতিতে। নাচ-গান আর সকলের মিলনমেলার দৃশ্যের দেখা মেলে এখানে।

নিউইয়র্কে বাঙালি এমন দেশি নাইটের আয়োজকরা হলেন আরমান বিশ্বাস, তাসমিয়া কায়েনাত, সৈয়দা জারিন, কাশফিয়া ফেরদৌস, অয়ন সরদার ও আশাতা মঞ্জু। তারা বলেন, দেশি নাইটস এনওয়াইসি টিমের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষার্থীদের সাথে ভালবাসা, যত্ন এবং সম্মানের সাথে দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতি উদযাপন করা। এছাড়া দেশী ছাত্রদের তাদের শিকড়ের সাথে সংযোগ করতে সাহায্য করা।

অনুষ্ঠানটি পৃষ্ঠপোষকতা করেন ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম আজিজ এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরী।

ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ আজিজ বলেন, বিদেশের মাটিতে দীর্ঘদিন বসবাস করার কারণে অনেকেই নিজস্ব সংস্কৃতি ও শেকড় থেকে দূরে সরে যান। তাই এমন আয়োজন অনেক বেশি কার্যকরী আমাদের জন্য।

ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় মাঝেমধ্যেই দেশি নাইটের মতো আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসে নতুন প্রজন্মের কাছে দেশিও সংস্কৃতি বিকাশ প্রয়োজন ,সকলের সাথে থাকতে পেরে ভালো লাগছে। আগামীতেও এমন কর্মকান্ডে নিয়মিত পাশে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

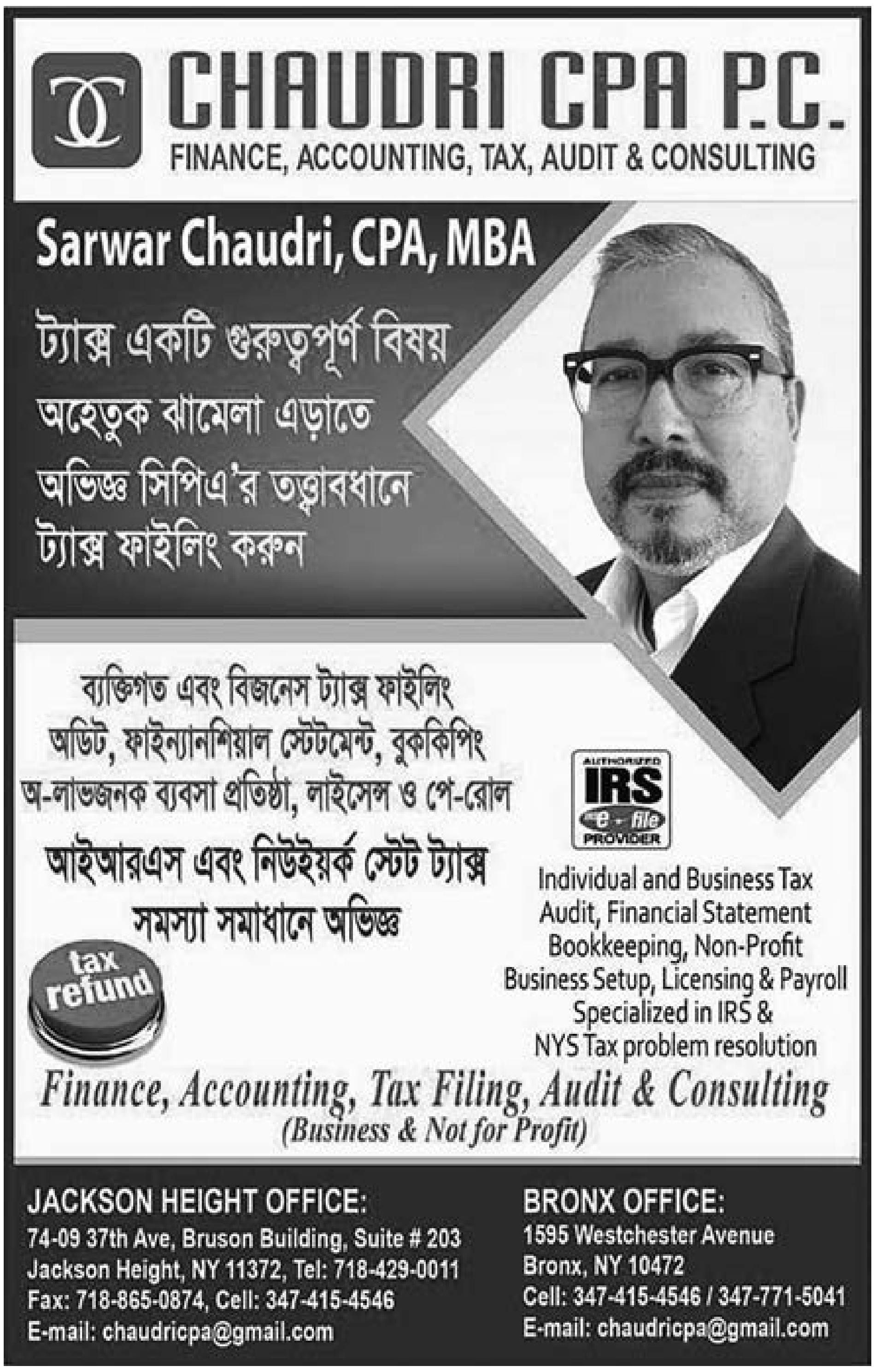

আটলান্টিক সিটিতে গীতা সংঘের প্রতিবাদ সভা

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস গ্রেপ্তার

সুব্রত চৌধুরী

বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোটের মুখপাত্র প্রভু চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে মিথ্যা মামলায় আদালতে জামিনে মুক্তি না দিয়ে চট্টগ্রাম কারাগারে প্রেরণের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে

আটলান্টিক সিটির প্রবাসী হিন্দুরা।

২৬ নভেম্বর মংগলবার রাতে শ্রী শ্রী গীতা সংঘের মন্দির প্রাংগনে এই উপলক্ষে প্রবাসী হিন্দুদের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

প্রতিবাদ সভা সঞ্চালনা করেন গীতা সংঘের সাধারন সম্পাদক স্বরূপ দাশ ও সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি প্রসেনজিৎ দত্ত ।

সভায় বক্তব্য রাখেন রাজেশ দাশ,জয়শংকর চৌধুরী , কাঞ্চন চৌধুরী, উওম দাশ,বিপ্লব বরন দাশ, শ্যামল চক্রবর্তী, তৃপ্তি সরকার, সুইটি দাশ, আন্না মিত্র, বিদ্যুৎ দাশ, রতন ভট্টাচার্য, নীলাদ্রি চৌধুরী প্রমুখ ।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভুর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা চট্টগ্রামে বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশি হামলা ও লাঠিচার্জের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন।

এছাড়া বক্তারা বিভিন্ন মন্দির ও উপাসনালয়ে হামলা ও ভাংচুরের তীব্র নিন্দা জানান।

বক্তারা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে হিন্দুসহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রতিবাদ সমাবেশে প্রবাসী হিন্দুরা 'চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চাই' সহ বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করেন এবং শ্লোগানে শ্লোগানে মন্দির প্রাংগন প্রকম্পিত করেন।

বিচারপতিকে ডিম ছুড়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, 'মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাকবাকুম করে ক্ষমতা নিয়ে নিলেন, তথা রাষ্ট্রপতির পদ দখল করলেন। একবারও ভাবলেন না, তিনি একজন সরকারি কর্মচারী। সরকারি কর্মচারী হয়ে কীভাবে তিনি আর্মি রুলস ভঙ্গ করেন? ভাবলেন না তাঁর শপথের কথা। আমরা জানি, ডাকাতরা সংঘবদ্ধভাবে ডাকাতি করে। ডাকাতদের যে নেতৃত্ব দেয় তাকে ডাকাতসর্দার বলে। ডাকাতি করার সময় ডাকাতরা বাড়িটি বা ঘরটি কিছু সময়ের জন্য অস্ত্রের মুখে দখল করে এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান গংরা দেশে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও অস্ত্র এবং অবৈধ কলমের খোঁচায় নির্বাচিত জাতীয় সংসদকে ভেঙে ডাকাতদের মতো অবৈধভাবে জোরপূর্বক জনগণের ক্ষমতা ডাকাতি করে দখল করেন।'

ট্যাক্স, আর্নড ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে

শেষ পৃষ্ঠার পর

জন্য ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করা আবশ্যক। ট্যাক্স, ইনকামট্যাক্স সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো শেয়ার করেছেন জাকির চৌধুরী। গত ২১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তিনি।

জাকির চৌধুরী, সিপিএ, পিএলএলসি-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও। তিনি বারুক কলেজ থেকে স্নাতক এবং ফরেস্টবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করেছেন। কর্মজীবনে তিনি জেপি মরগান এবং এমইউএফজি(MUFG) ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন। তিনি 'জেন টু ফান্ড সার্ভিসেস এলএলসি ও এসএসএন্ডসি'-এর মতো একাধিক অ্যাকাউন্টিং ফার্মে কাজ করেছেন। অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সিপিএ লাইসেন্স পাওয়ার পর জাকির চৌধুরী নিজের সিপিএ ফার্ম চালানোর সিদ্ধান্ত নেন।

২০২৪ সালের ট্যাক্স রিটার্ন কবে শুরু হবে এবং শেষ করার সময়সীমা কী, এ সম্পর্কে উপস্থাপিকা সোহানা নাজনীন জানতে চাইলে, জাকির চৌধুরী বলেন, ' প্রতি বছরে একজন মানুষ পহেলা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কত আয় এবং ব্যয় করেছেন তার উপরে ভিত্তি করে ট্যাক্স ধার্য হয়। ডিসেম্বর মাস চলে যাওয়া মানে ঐ বছরের ইনকাম শেষ এবং ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের সময় শুরু। সাধারণত জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হয় এবং এপ্রিলের মধ্যবর্তী পর্যন্ত শেষ সময় থাকে। চলতি বছরের ট্যাক্স রিটার্নের ইলেক্ট্রনিক ফাইল কবে শুরু হবে তা আইআরএস এখনো ঘোষণা দেয় নাই। জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের আয়ের তথ্যাদি আইআরএস এর কাছে প্রদান করা। ফাইল করার দুটো পদ্ধতি আছে, এক ইলেক্ট্রনিক ফাইল, আরেকটি হচ্ছে পেপার ফাইল। অভিজ্ঞ কেউ চাইলে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করতে পারবে। কিছু জনপ্রিয় সফটওয়্যার আছে যেমন টার্বো ট্যাক্স, এইচ এন্ড আর ব্লক ইত্যাদি। তাছাড়া নিজে কোন রিস্ক নিতে না চাইলে কোন পেইড ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে যেতে পারেন। ট্যাক্স প্রিপেয়ার ফর্ম রেডি করলে আপনার দায়িত্ব হবে সাইন করে সেটা মেইল করে দেয়া। তবে মেইলিং সিস্টেমে ফাইল পৌঁছাতে দেরি হওয়াতে আইআরএস রিভিউ করতে সময় নিয়ে ফেলে। তাই রিফান্ড পেতেও দেরী হতে পারে।'

যদি কেউ সময়মত ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে না পারেন, তবে এর কী প্রভাব হবে জানতে চাইলে জাকির চৌধুরী জানান, 'ট্যাক্স রিটার্ন হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্যানশিয়াল ইনফরমেশন। কেউ যদি প্রোপার্টি বাড়াতে চায়, বাড়ি-গাড়ি কিনতে চায় তাহলে ফিন্যানশিয়াল ডিসিশানের জন্য এই ট্যাক্স রিটার্ন খুব জরুরি। যদি কেউ কোন কারণে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল না করতে পারেন কিংবা দেরী করেন তাহলে দুই ধরনের ইমপ্যাক্ট হতে পারে। কম আয়ের মানুষেরা বেনিফিট হারাতে পারেন। তাদের যদি সতেরো বছরের কম বয়েসী ডিপেন্ডেন্ট সন্তান থাকে তাহলে প্রতি সন্তানের জন্য চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এবং আর্ন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন না। একই সাথে কোন বাড়িওয়ালার যদি সোলার প্যানেল থাকে, টেসলা কার, ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল থাকে, এসবের জন্য ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া সম্ভব। এগুলো উল্ল্যেখ করে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল না করলে বেনিফিটগুলো পাওয়া সম্ভব না।'

ট্যাক্স রিটার্নে সন্তান থাকলে কী ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়, এই প্রসঙ্গে জাকির চৌধুরী আরো জানান, 'যাদের সতেরো বছরের কম বয়েসী সন্তান আছে তাদের জন্যে সুখবর। ২০২৪ এর ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলে প্রতি সন্তানের জন্যে আনুমানিক ২০০০ ডলার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন। তারা যদি ফুল টাইম স্টুডেন্ট হন তাহলে চব্বিশ বছর পর্যন্ত এই ক্রেডিট পাবেন। অন্য বেনিফিট হচ্ছে আর্ন ইনকামট্যাক্স ক্রেডিট। ২০২৪ সালে তারা ম্যাক্সিমাম ৮০৪৬ ডলার পেতে পারে যদি তাদের বাৎসরিক ইনকাম কম হয় এবং তিনজন সতেরো বছরের নিচে ডিপেন্ডেন্ট সন্তান থাকে।'

গৃহমালিকদের জন্য ট্যাক্স ফাইলিং বা রিটার্নে বাড়তি সুবিধা নিয়ে জাকির চৌধুরী বলেন, 'আমেরিকান ড্রিমের মধ্যে একটি ড্রিম হচ্ছে বাড়ির মালিক হওয়া। বাড়ির মালিক হলে নিজের ইচ্ছামতো ডিজাইন বদলানো যায়। নিজের বাড়িতে মনমতো বাস করা গেলেও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বাড়তি খরচ হয়। প্রোপারটি ট্যাক্স, মর্টগেজ, ইন্স্যুরেন্স, ইউটিলিটি বিলগুলো দিতে হয়। বাড়ির মালিকেরা তাদের এই খচরের জন্য ২৫ হাজার ডলার পর্যন্ত লস বেনিফিট ট্যাক্স রিটার্নের মাধ্যমে নিতে পারে। লস বেনিফিট নিতে গেলে তাদের বাড়িটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি হতে হবে, অথবা মাল্টিফ্যামিলি হাউজ হতে হবে। অনেকে এক ইউনিটে থাকছে এবং অন্য ইউনিট ভাড়া দিচ্ছে। অন্য ইউনিটের ভাড়া পাচ্ছে সুতরাং এটাকে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলে ইনকাম হিসাবে দেখাতে হবে। যে খাত থেকে ইনকাম হচ্ছে সেই খাতে মেইন্টেনেন্সে সাপেক্ষে যত খরচ হচ্ছে সেটা অফসেট করা যাবে। সুতরাং বাড়ির মালিকেরা যে কোন ধরনের লস বেনিফিট তাদের ট্যাক্স রিটার্নে নিতে পারেন।'

সোহানা নাজনীন প্রশ্ন রাখেন, যদি কেউ অন্যকে বাড়ি কেনার জন্য উপহার হিসেবে চেক দেয়, তবে এর ট্যাক্স কে দিবে? উত্তরে জাকির চৌধুরী জানান, 'যে গিফট পাচ্ছে সে কোন ট্যাক্স দেবে না, কারণ গিফট কোন ইনকাম না। ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করতে হয় শুধুমাত্র ইনকামের ইনফরমেশন দিয়ে, তাই উপহার কোন ইনকাম হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু যে উপহার দেবে সে তার ইনকামের উপরে ট্যাক্স দিয়েছে কি না সেটা গণ্য হবে। যদি সে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন তবে গিফট প্রদানকারীর ক্ষেত্রেও কোন ট্যাক্স দেয়া লাগবে না। এই গিফটের লিমিট আছে, প্রতি বছরে একজন মানুষ অন্য আরেকজন কে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি গিফট দিতে পারবে না।'

এলএলসি (LLC) কেন অন্য ব্যবসা সত্তার তুলনায় বেশি সুবিধাজনক, এ নিয়ে জাকির চৌধুরী মতামত জানিয়ে বলেন, 'যারা নতুন ব্যাবসা করতে চাচ্ছেন কিন্তু নিজস্ব সম্পত্তির সাথে ব্যবসাকে জড়াতে চাচ্ছেন না, তাদের জন্য এলএলসি ভালো পদক্ষেপ। এলেলসি মানে হচ্ছে limited liability corporation. এটা খুব জনপ্রিয়, কারণ এতে লায়াবিলিটি বা দায়বদ্ধতা মিনিমাম করা হয়েছে। ব্যবসায় কোন ক্ষতি হলে এলএলসি সেই ক্ষতি পূরণ করবে। এতে করে তার নিজস্ব সম্পত্তি বাড়ি গাড়ির উপরে কোন প্রভাব ফেলবে না।'

কারো যদি মেডিক্যাল সংক্রান্ত বিল বা কো পে-থাকে যা প্রতিমাসের একটা নিয়মিত খরচ হয়ে দাঁড়ায়, সেটা কি ট্যাক্স ফাইলিংয়ে 'ব্যয়' হিসাবে দেখানো যাবে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা ট্যাক্স ফাইলে দেখানো সম্ভব না। ব্যবসাজনিত খরচ হলে ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলে দেখানো সম্ভব কিন্তু নিজস্ব কোন খরচের ক্ষেত্রে তা সম্ভব না। তবে আইটেমাইজড হিসাবে দেখানো যেতে পারে।'

দর্শকদের থেকে প্রশ্ন রাখা হয়, 'কোনো স্টুডেন্ট যদি বাবা মায়ের সাথে ট্যাক্স ফাইলিংয়ে ডিপেন্ডেন্ট থাকে এবং পার্ট টাইম জব করে বৎসরে ১৫/২০ হাজার ডলার উপার্জন করে, তবে কি তাকে আলাদা ট্যাক্স ফাইল করতে হবে? তিনি বলেন, 'ডিপেন্ডেন্ট সন্তান যদি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় করে তবে অবশ্যই তাদের বাবা-মা'কে ট্যাক্স ফাইলে উল্লেখ করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ বলতে আনুমানিক ১২ হাজার ডলারের উপরে হতে হবে। এর নিচে আয় করলে এবং সে ডিপেন্ডেন্ট না হলেও তাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে না। কিন্তু যদি বারো হাজারের উপরে ইনকাম হয়, তবে অবশ্যই তাকে ট্যাক্স ফাইল করতে হবে। অন্যদিকে ডিপেন্ডেন্ট চাইল্ড যদি ৩-৪ হাজার ডলারের বেশি আয় করে তবে তাদের জন্য ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল জরুরি। তারা প্যারেন্টের সাথে ডিপেন্ডেন্ট অবস্থায় থেকে আলাদা ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করতে হবে, কারণ তারা একটা পরিমাণ আয় করেছে।'

দর্শকদের আরেকটি প্রশ্ন ছিল, সাথে বয়স্ক মা-বাবা'র জন্যে কোন ট্যাক্স ক্রেডিট আছে কি না। জাকির চৌধুরী জানান, 'বয়স্ক বাবা-মা'দের জন্যে রয়েছে আলাদা ভাবে ডিপেন্ডেন্সি ট্যাক্স ক্রেডিট। এটা পরিমাণে বেশি না, প্রতিজনের জন্য মাত্র ৫০০ ডলার।'

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদানের মাধ্যমে সেদিনের অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন সোহানা নাজনীন, কারিগরি সহজোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত নয়টায় ফেসবুক লাইভে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

যাত্রা শুরু

শেষ পৃষ্ঠার পর

৫ ভাগ প্রদান করতে হবে। তিনি বলেন, মালয়েশিয়া, লন্ডন, অস্ট্রেলিয়া ও দুবাইতেও এই ফ্রাঞ্চাইজ চালু হবে ইনশাল্লাহ।

সাংবাদিকরা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়ে খলিলুর রহমানের ব্যবসায়িক সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেন। মডারেটর সিপিএ আহাদ বলেন, ফ্রাঞ্চাইজ রেস্টুরেন্ট খোলার বেলায় ব্যাংক লোন পাওয়া খুবই সহজ। অন্যন্য প্রাইভেট লোনের মতো ঝামেলা পোহাতে হবে না। এই প্রক্রিয়ায় আমরা সহায়তা করতে প্রস্তুত আছি।

খলিলুর রহমান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিরা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের তকমা নিয়ে ব্যবসা করছেন। আর আমরা বাংলাদেশি ব্রান্ড প্রসারে কাজ করছি। এই ফ্রাঞ্চাইজের খাবার বাংলাদেশি খাবার হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করবে। ইতোমধ্যেই খলিল বিরিয়ানী যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী বাংলাদেশি খাবার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

খলিল বলেন, দক্ষ সেফ গড়ে তুলতে খলিল বিরিয়িানী ফাউন্ডেশন একটি কুলিনারী স্কুল চালু করেছে। ঢাকায় এই স্কুলটি জানুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। ফ্রাঞ্চাইজের খাবারের মান রক্ষায় আমাদের একটি মনিটরিং টীম থাকবে। প্রাথমিকভাবে ৫০টি রিসিপি নিয়ে ফ্রাঞ্চাইজ যাত্রা শুরু করবে। আমাদের নিজস্ব কারাখানা থেকে স্পেশাল মশলা সরবরাহ করা হবে।

নিউইয়র্কে পোষা প্রাণীর দোকানে কুকুর-বিড়াল বিক্রি নিষিদ্ধ

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্ক স্টেটের পোষা প্রাণীর দোকানে আগামী মাস থেকে কুকুর, বিড়াল এবং খরগোশ বিক্রি করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মূলত পোষা প্রাণীদের বিপজ্জনক প্রজনন কার্যক্রম বন্ধ করতে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

জানা যায়, আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত পোষা প্রাণী বিক্রেতাদের মধ্যে যারা নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করবে তাদের প্রতি অপরাধে ১ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে। পোষা প্রাণী বিক্রির নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হল আপত্তিজনক প্রজননকারী এবং কুকুরছানা মিল নামে পরিচিত বড় আকারের প্রজনন কার্যক্রম বন্ধ করা।

পোষ্য আইনজীবী ও কর্মকর্তাদের মতে, এই দোকানগুলোতে প্রাণীদের সাথে প্রায়শই দুর্ব্যবহার করা হয়, যা গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

এনওয়াই অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমস বলেন, একটি পরিবারে একটি নতুন পোষা প্রাণী আনা উত্তেজনা এবং আনন্দের উপলক্ষ তৈরি করে। কিন্তু প্রায়শই 'কুকুরের কল' এর প্রাণীরা গুরুতর চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগে। এ কারণে পরিবারগুলিকে তাদের অসুস্থ পোষা প্রাণীর জন্য এবং একটি ভারী বিল পরিশোধের জন্য তাদের কষ্টের মধ্যে পরতে হয়।

জেমস আরও বলেন, এই পোষা প্রাণী বিক্রির নিষেধাজ্ঞা পোষা প্রাণীর দোকানের পাইপলাইন থেকে বিপজ্জনক কুকুরছানা মিলের অবসান ঘটাতে সাহায্য করবে। কারণ এটা পোষা প্রাণীকে বিপন্ন করে এবং নিউইয়র্কবাসীদের ভেটেরিনারি কেয়ারে হাজার হাজার ডলার খরচ করে।

জেমস এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের ওয়েবসাইট ঘুরে আসতে অনুরোধ করেন।

'হ্যাপি থ্যাংকসগিভিং ডে'

শেষ পৃষ্ঠার পর

অন্যতম পারিবারিক ও সামাজিক উদযাপন। এদিন পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হয়ে নৈশভোজে অংশ নেয়। ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যে থাকে টার্কি, স্টাফিং, ম্যাশড পটেটো, গ্রেভি, কুমড়ার পাই, ক্র্যানবেরি সস এবং ভুট্টা। অনেকেই এদিন সকালে প্যারেড উপভোগ করে, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ম্যাসি'স থ্যাংকসগিভিং ডে প্যারেড (Macy's Thanksgiving Day Parade)। নিউ ইয়র্ক সিটিতে আয়োজিত এই প্যারেডে বড় আকারের বেলুন, লাইভ পারফরম্যান্স এবং বিভিন্ন চমক থাকে। এছাড়া থ্যাংকসগিভিং ফুটবল গেমসও বিশেষ আকর্ষণ।

থ্যাংকসগিভিং শুধু পরিবারের জন্যই নয়, এটি দানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। অনেকেই এদিন সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য খাবার বিতরণ করেন বা স্থানীয় ফুড ব্যাংকে সহায়তা করেন। এটি ব্ল্যাক ফ্রাইডের আগের দিন, যা বছরের সবচেয়ে বড় শপিং মরসুমের সূচনা করে। থ্যাংকসগিভিং এর মাধ্যমে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও সামাজিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে স্মরণ করে। থ্যাংকসগিভিং ডে আমেরিকার ঐতিহ্য, সংহতি এবং উদারতার প্রতীক হিসেবে পালিত হয়। এর মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং একত্রিত হওয়ার আনন্দ উদযাপন করে।

ব্ল্যাক ফ্রাইডে (Black Friday) হলো থ্যাংকসগিভিং ডের পরের দিন, যা আধুনিককালে যুক্তরাষ্ট্রে বড় ধরনের শপিং উৎসব হিসেবে পরিচিত। এর শুরুর ইতিহাস ১৯৫০-এর দশকে। থ্যাংকসগিভিংয়ের পরদিন ফিলাডেলফিয়া শহরে মানুষের ব্যাপক ভিড়ের কারণে পুলিশ কর্মকর্তারা এই দিনটিকে "ব্ল্যাক ফ্রাইডে" নামে ডাকতে শুরু করেন। ১৯৮০-এর দশকে এই নামের একটি ইতিবাচক দিক সামনে আসে, যখন ব্যবসায়ীরা উল্লেখ করতে থাকেন যে এই দিনে অনেক কোম্পানি বছরের প্রথম "মুনাফা" অর্জন করে—অর্থাৎ, তাদের হিসাব "লাল" থেকে "কালো"তে (লাভ) চলে যায়।

ব্ল্যাক ফ্রাইডে আনুষ্ঠানিকভাবে শপিং মরসুমের শুরু বলে বিবেচিত হয়। খুচরা বিক্রেতারা এই দিনটিতে ব্যাপক ছাড় (discounts) এবং বিশেষ অফার দিয়ে ক্রেতাদের আকর্ষণ করেন। অনেক দোকান মাঝরাত থেকে বা ভোরবেলা খোলা হয়, আর ক্রেতারা দীর্ঘ লাইন ধরে অপেক্ষা করে। প্রযুক্তি পণ্যের ক্ষেত্রে, যেমন স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, এবং টেলিভিশন, ব্ল্যাক ফ্রাইডে বিশেষ জনপ্রিয়। এছাড়া ফ্যাশন, গৃহস্থালির জিনিসপত্র, এবং খেলনার ক্ষেত্রেও বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়।

ব্ল্যাক ফ্রাইডে আগে মূলত শারীরিক দোকানে কেনাকাটার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ই-কমার্সের উত্থানের ফলে অনলাইন শপিং একটি বড় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। আমাজন, ওয়ালমার্ট, এবং বেস্ট বাই-এর মতো বড় ই-কমার্স কোম্পানিগুলো ব্ল্যাক ফ্রাইডে উপলক্ষে আকর্ষণীয় অনলাইন ডিল চালু করে। ব্ল্যাক ফ্রাইডের অনলাইন সংস্করণ হিসেবে সাইবার মানডে (Cyber Monday) থ্যাংকসগিভিংয়ের পরবর্তী সোমবারে পালন করা হয়। এদিনে প্রযুক্তি এবং অনলাইন খাতে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়।

ব্ল্যাক ফ্রাইডে একদিকে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে, অন্যদিকে ভোক্তাদের জন্য এটি কেনাকাটার সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ সময়। তবে অতিরিক্ত ভিড়, বিশৃঙ্খলা এবং কিছু ক্ষেত্রে সহিংসতার মতো নেতিবাচক বিষয়ও দেখা যায়। অনেক বিশেষজ্ঞ ভোক্তাদের সুপরিকল্পিত কেনাকাটা করার পরামর্শ দেন, যেন তারা অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার ফাঁদে না পড়েন।

যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, এবং ভারতে ব্ল্যাক ফ্রাইডে উদযাপনের সংস্কৃতি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রেতারাও এ সময়টিতে আমাজনের মতো প্ল্যাটফর্মে বিশেষ ডিল উপভোগ করে থাকে।

ট্রাম্প তার প্রশাসনে জড়ো করছেন একান্ত অনুগতদেরই

শেষ পৃষ্ঠার পর

আবির্ভূত হয়েছেন। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, তিনি অভিজ্ঞ প্রার্থীদের পরিবর্তে কম যোগ্য কিন্তু বিশ্বস্ত প্রার্থীদের মন্ত্রিসভার শীর্ষ পদে উন্নীত করার প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখছেন।

ট্রাম্প তার প্রশাসনের অর্থায়ন প্রক্রিয়ায়ও সমালোচনার মুখে রয়েছেন। তিনি দাতাদের পরিচয় গোপন রাখছেন। প্রেসিডেন্টিয়াল ট্রানজিশন অ্যাক্ট অনুযায়ী ফেডারেল তহবিলের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেননি। প্রথা অনুযায়ী , স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য প্রত্যেক নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে ট্রানজিশনের আগে এমন একটি আবেদনে স্বাক্ষর করতে হয়। যেখানে ট্রানজিশনের জন্য অর্থ দাতাদের অনুদানের পরিমাণ ও পরিচয় প্রকাশিত হয়ে থাকে। ক্ষমতার পেছনে কোন কোন শক্তি কাজ করছে, তা জানার জন্যই এমন একটি বিধি দীর্ঘদিন থেকে চালু থাকলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প এর কিছুই অনুসরণ করছেন না।

সম্প্রতি তিনি ব্রুক রলিন্সকে কৃষি, পাম বন্ডিকে অ্যাটর্নি জেনারেল, স্কট বেসেন্টকে ট্রেজারি, এবং রাসেল ভোটকে হোয়াইট হাউস বাজেট প্রধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পদে মনোনীত পিট হেগসেথ, যিনি যৌন হয়রানির অভিযোগ ও নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রের ভূমিকা নিয়ে বিতর্কে জড়িত, তার পক্ষে রিপাবলিকানরা রক্ষণাত্মক অবস্থান নিয়েছে। ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর এবং সাবেক সেনা সদস্য ট্যামি ডাকওয়ার্থ তাকে "অযোগ্য এবং বিপজ্জনক" বলেছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের প্রশাসনে বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। জাতিসংঘ রাষ্ট্রদূত হিসেবে এলিস স্টেফানিক, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে মাইক ওয়াল্টজ, এবং পরিবেশ সুরক্ষা এজেন্সির প্রধান হিসেবে লি জেল্ডিনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া, ইমিগ্রেশন হার্ডলাইনার স্টিফেন মিলার এবং থমাস হোমানকে প্রশাসনের মূল নীতিগত ভূমিকার জন্য ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

নিয়োগগুলো দেখে বলা হচ্ছে, ট্রাম্প তার প্রশাসনে পূর্ণ আনুগত্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তবে, স্বচ্ছতা এবং নৈতিক নীতিমালা নিয়ে ট্রানজিশন প্রক্রিয়া সমালোচনার মুখে রয়েছে। সব সমালোচনাকে অবজ্ঞা করে আসছে ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প প্রশাসন কোন অবয়বে আবির্ভুত হচ্ছে, এর দিকে তাকিয়ে আছে শুধু আমেরিকার মানুষ।

সাহিত্য-সংস্কৃতি কখনো ধর্মান্ধ হয় না

ঢাকা ডেস্ক

সাহিত্য-সংস্কৃতি কখনো ধর্মান্ধ হয় না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সাংস্কৃতিকধারার উদ্যোগে সাউন্ডবাংলা-পল্টনাড্ডার ১৭০ তম পর্বের অতিথিবৃন্দ। প্রকাশনা ও প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সাউন্ডবাংলার প্রতিষ্ঠাতা কথাশিল্পী শান্তা ফারজানার সভাপতিত্বে তোপখানা রোডস্থ বিজয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে অতিথি ছিলেন কথাশিল্পী-প্রাবন্ধিক রুহুল ইসলাম টিপু, কথাশিল্পী তামান্না চৌধুরী, কবি ওয়াজেদ রানা ও কবি বিমল সাহা।

দৈনিক পূর্বাভাস-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোমিন মেহেদীর সঞ্চালনায় আমিনুল ইসলাম খোকনের অভ্যর্থনায় কবি বিমল সাহার জন্মদিনকে ঘিরে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কবি মো. বশিরউদ্দিন। কবিতা-কথা ও সঙ্গীত পরিবেশনের পর কেক কেটে জন্মদিন পালনের পাশাপাশি বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়।

অতিথিবৃন্দ এসময় আরো বলেন, বিশ্বব্যাপী মানুষকে যুগে যুগে অন্যায়-অপরাধ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্য করতে সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। অতএব, বাংলাদেশে সুসাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় অনুপ্রেরণা যোগাতে সরকারি উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই।

উল্লেখ্য, ২০০৪ সালে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কেন্দ্রিক শিক্ষা-প্রকাশনা ও সমাজসেবা কর্ম শুরু করে সাউন্ডবাংলা। তখন সাউন্ডবাংলা আবৃত্তি বিভাগের চেয়ারম্যান বরেণ্য আবৃত্তিশিল্পী কাজী রফিক, সংগঠন বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন অধ্যাপক শুভঙ্কর দেবনাথ।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

চিন্ময় ইস্যুতে ভারতের বিবৃতির কড়া জবাব দিল বাংলাদেশ

ঢাকা অফিস

সনাতন সম্মিলিত জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) সাবেক নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তার এবং তাঁর জামিনের বিষয়ে ভারতের দেওয়া বিবৃতির কড়া জবাব দিয়েছে বাংলাদেশ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভারতের দেওয়া বিবৃতির কড়া জবাব দেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশের একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া বিবৃতি সরকারের নজর কেড়েছে। চিন্ময় দাসকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ কারণে বাংলাদেশ সরকার মনে করে, ভারতের দেওয়া বিবৃতিটি ভিত্তিহীন ও ভুল ধারণার ওপর দেওয়া, যা দুই দেশের বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ বোঝাপড়ার পরিপন্থী।

চিন্ময় দাসের ইস্যুটিকে একটি বিচারাধীন বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন। সরকার বিচারালয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করে না।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ। চিন্ময় দাসের জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ভারতচিন্ময় দাসের জামিন নামঞ্জুর হওয়ায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ভারত

চট্টগ্রামে অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সরকার গভীরভাবে উদ্বিগ্ন উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যে কোনো মূল্যে বজায় রাখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

এর আগে দুপুরে দেওয়া ভারতের ওই বিবৃতিতে হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আরজি জানানো হয়।

সুখবর! সুখবর!!
আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য
সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল
ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড
দারীদের জন্য উমরাহ্ ভিসা পেতে
আজই যোগাযোগ করুন।
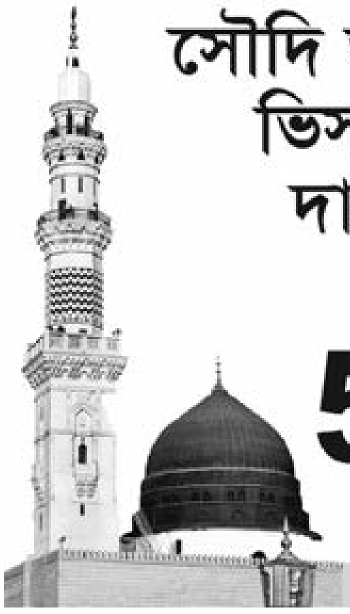
571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
OLD CLUB MAN
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

Prothom Alo North America

নারী সমাজ : অতীত থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিবর্তনশীল ধারা

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

নারী সমাজের বিকাশ এবং অগ্রযাত্রার ইতিহাস বহু প্রাচীন। প্রাচীনকালে নারীরা পরিবার ও সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও, সময়ের সাথে সাথে নারী সমাজ পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর কারণে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছে। আধুনিক যুগে নারীরা তাদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার করে সমাজে সমানভাবে অবদান রাখার চেষ্টা করছেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নয়ন একটি নতুন গতি পেয়েছে। কিন্তু তবুও অনেক জায়গায় নারীরা এখনো বৈষম্য, নিপীড়ন এবং অধিকারহীনতার শিকার হচ্ছেন। এই প্রবন্ধে নারী সমাজের বিবর্তন, তাদের সামাজিক অবস্থান, এবং বর্তমান সময়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রতিটি সভ্যতার ইতিহাসে নারীদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তবে তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি প্রায়ই অস্বীকৃত থেকেছে। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, নারীদের মূলত ঘরের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করা হতো। সুমেরীয়, মিশরীয় এবং গ্রিক সভ্যতায় নারীকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন রাখা হতো। প্রাচীন ভারতে নারীর সম্মান এবং মর্যাদা ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে নারীদের সামাজিক অধিকার হ্রাস পেতে থাকে, এবং নারী মূলত গৃহস্থালির কাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মেসোপটেমিয়া থেকে প্রাচীন ভারত এবং চীন পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতায় নারীকে পরিবারের কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়। তবে তাদের সামাজিক অবস্থান ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধীনস্থ। মিশরীয় সমাজে কিছু নারীর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সীমিত ভূমিকা পালন করত। গ্রিসে নারীদের শিক্ষার সুযোগ ছিল না, এবং সমাজে তাদের অবদানকে খাটো করে দেখা হতো। মধ্যযুগে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নারীর স্বাধীনতাকে আরো সংকুচিত করেছিল। বিশেষ করে ইসলামী ও খ্রিস্টান সমাজে নারীর ভূমিকা সীমিত ছিল। ইসলামী সমাজে নারীরা কিছু ক্ষেত্রে অধিকার পেতেন, যেমন সম্পত্তির অধিকার, কিন্তু সামাজিক কাঠামো ছিল পুরুষতান্ত্রিক। খ্রিস্টান ইউরোপে নারীরা গির্জার বাইরে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তবে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় যেমন রাজা বা রানী হিসেবে কিছু নারী শাসকের উদাহরণ, যারা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আঠারো শতকের শেষ ভাগে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হলে নারীদের অর্থনৈতিক ভূমিকা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। কারখানাগুলোতে শ্রমের প্রয়োজন হলে নারীরা সেখানে কাজ করার সুযোগ পান। তবে তাদের মজুরি ছিল অত্যন্ত কম এবং কাজের পরিবেশও ছিল অনিরাপদ। এর ফলস্বরূপ নারীরা অধিকার আদায়ের জন্য সংগঠিত হতে শুরু করেন এবং এর মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে নারীর ক্ষমতায়নের ধারণা প্রসার লাভ করে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা হচ্ছে সেই হাতিয়ার যা নারীর চিন্তাধারাকে প্রসারিত করে, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে মজবুত করে। বর্তমানে উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নারী শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীরা এখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, রাজনীতি, শিল্পকলা এবং সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। এর একটি উদাহরণ হল মালালা ইউসুফজাই, যিনি নারী শিক্ষার জন্য লড়াই করে বিশ্বব্যাপী পরিচিত হয়েছেন। একইভাবে, বাংলাদেশের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলিও প্রশংসনীয়। মেয়েদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, উপবৃত্তি প্রদান, এবং নারী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা এসব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নারী সমাজের উন্নতি হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আধুনিক সমাজে নারীর উন্নতির অন্যতম সূচক। বর্তমান সময়ে নারীরা শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, এবং প্রশাসনসহ প্রায় প্রতিটি খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনো নারীর শ্রমবাজারে প্রবেশ কম, তবে উন্নত দেশগুলোতে নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। তবে কর্মক্ষেত্রে নারীরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, মাতৃত্বকালীন ছুটি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো এখনো বিদ্যমান। এগুলো মোকাবিলা করার জন্য নীতি সংস্কার এবং সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করে গ্লাস সিলিং বা কর্মক্ষেত্রে নারীর উর্ধ্বমুখী অগ্রগতির সীমাবদ্ধতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একটি উন্নত সমাজের অন্যতম সূচক। যদিও প্রাচীনকালে রাজনীতি থেকে নারীদের দূরে রাখা হত, বর্তমানে নারীরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় নারী নেতৃত্বের উদাহরণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, এবং পাকিস্তানেও নারী নেত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নারীরা রাজনৈতিক পদে দায়িত্ব পালন করছেন এবং নীতি নির্ধারণে সরাসরি অংশগ্রহণ করছেন। ইউরোপ, আমেরিকা, এবং আফ্রিকার বেশ কিছু দেশেও নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা গোঁড়ামি এবং সাংস্কৃতিক কারণে। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আরো সচেতনতা এবং উদ্যোগ প্রয়োজন। নারী নির্যাতন বিশ্বব্যাপী একটি গুরুতর সমস্যা। নারী নির্যাতন বিভিন্ন রূপে ঘটে থাকে—শারীরিক, মানসিক, যৌন, অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক। পরিবারে নারীরা অনেক সময় ঘরোয়া সহিংসতার শিকার হন, যা তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। নারীর প্রতি সহিংসতার মধ্যে অন্যতম হলো যৌন হয়রানি, যা কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং রাস্তাঘাটে ঘটে থাকে। এটি শুধু তাদের জীবনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না, বরং তাদের সামগ্রিক অগ্রগতিতেও বাধা সৃষ্টি করে। বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ, এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি—এই সকল ঘটনা নারীর নিরাপত্তার জন্য হুমকি। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাল্যবিবাহ এখনও প্রচলিত এবং এটি নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশ, ভারত, এবং আফ্রিকার অনেক দেশেই এখনও বাল্যবিবাহের উচ্চ হার দেখা যায়, যা নারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের স্বাধীন জীবনযাত্রার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কর্মক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় নারীদের পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় কম বেতন দেওয়া হয়, এমনকি সমান কাজের জন্যও। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা উচ্চতর পদে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন, যাকে গ্লাস সিলিং এছাড়াও, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং শিশু লালন-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব কর্মজীবী নারীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার কম এবং তারা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এবং নির্যাতনের শিকার হন। এমনকি বহু জায়গায় নারীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার কারণে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই বাধা দেওয়া হয়। এই বৈষম্যগুলো দূর করার জন্য নীতি-সংস্কার এবং সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। নারী নির্যাতন এবং বৈষম্যের আরেকটি বড় দিক হলো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চাপ। অনেক সমাজে নারীদের উপর নানা ধরনের সাংস্কৃতিক নিয়ম আরোপ করা হয়, যেমন পোশাকের সীমাবদ্ধতা, বাইরে কাজ করার বিষয়ে বাধা, এবং বিয়ের বয়স ও দায়িত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা না থাকা। বিভিন্ন দেশে নারীরা এসব সামাজিক নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইরানের হিজাব আন্দোলন বা আফগানিস্তানে তালিবানের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিবাদ। বাংলাদেশের মতো সমাজেও অনেক নারী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং পছন্দের বিষয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাপের মুখোমুখি হন। এছাড়াও, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিও এবং মানবাধিকার সংস্থা নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তারা বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। 'মালালা ফান্ড', 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ', এবং 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' সহ বিভিন্ন সংস্থা নারীর অধিকার আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সরকার এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো বেশ কিছু কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছে।বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস নারী উদ্যোক্তা তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান বাড়িয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাকের মতো সংস্থাগুলো ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে নারী উদ্যোক্তা তৈরি করছে এবং তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। এছাড়াও, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে হেল্পলাইন, আইনগত সহায়তা, এবং সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং কর্মক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। নারী অধিকার সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন নীতি এবং সুরক্ষা আইনও প্রণীত হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে নারীর প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতে নারীর প্রবেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, নারীর স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে। ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, এবং বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নারীর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে সহায়ক হয়েছে। বাংলাদেশে মেয়েদের জন্য আইসিটি শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে, যা তাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদান এবং উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। অনেক নারী এখন ই-কমার্স, ফ্রিল্যান্সিং, এবং অনলাইন ব্যবসায়িক উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছেন। নারী সমাজের উন্নয়ন যাত্রায় এখনো কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, যা আগামীতে আরও গভীর হতে পারে। বিশেষ করে প্রযুক্তির প্রসার এবং বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে নারীদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। ডিজিটাল বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব, এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার কারণে অনেক নারী এখনও প্রযুক্তি খাতে পিছিয়ে আছেন। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য সংকট (যেমন কোভিড-১৯), এবং অভিবাসন সংকট নারী সমাজের জন্য নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। বিশেষ করে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে, তার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে নারীদের ওপর। নারী সমাজের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, বিশেষ করে যদি শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং অর্থনীতিতে তাদের প্রবেশাধিকারে সমতা নিশ্চিত করা যায়। প্রযুক্তি খাতে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে আগামী দিনে তারা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারবেন। নারী নেতৃত্বের বিকাশ একটি ইতিবাচক দিক, যা ভবিষ্যতে নারীর ক্ষমতায়নে বড় ভূমিকা রাখবে। দেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীরা নেতৃত্বের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছেন। নারী সমাজের অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়ন শুধুমাত্র নারীর জন্যই নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নারীরা যখন তাদের যথাযথ অধিকার এবং সুযোগ লাভ করবেন, তখন সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রগতি, স্থিতিশীলতা, এবং শান্তি নিশ্চিত হবে। নারীর ক্ষমতায়ন শুধু একটি সামাজিক প্রয়োজন নয়, এটি একটি মানবিক অধিকারও। আজকের সমাজে নারীর অবস্থান দৃঢ়তর হচ্ছে, কিন্তু সেই অবস্থানকে সুসংহত করার জন্য প্রয়োজন নীতি-সংস্কার, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ। নারীর অবদানকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, যাতে তারা সমাজে আরও বড় পরিসরে ভূমিকা রাখতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়নই একটি প্রগতিশীল, সহনশীল, এবং সাম্যবাদী সমাজের চাবিকাঠি।

বাংলাদেশ পুলিশ : মুক্তিযুদ্ধ থেকে বিবর্তনের ৫৩ বছর

দেলোয়ার জাহিদ

বাংলাদেশ পুলিশ জাতির ইতিহাসে এক তলা জায়গা ধরে রেখেছে, স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা মানুষের অদম্য চেতনার প্রতীক। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ করে ২৫ মার্চ রাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে তাদের বীরত্বপূর্ণ অবস্থান পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত প্রতিরোধ হিসেবে চিহ্নিত। তবুও, আমরা এই গর্বিত উত্তরাধিকারের প্রতি প্রতিফলিত হওয়ার সাথে সাথে, আমাদের অবশ্যই সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে যেগুলো পুলিশ আজকে দ্রুত বিকশিত আর্থ-রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপে মোকাবেলা করছে।

আন্দোলনের সাথে প্রাথমিক সংহতি: বাঙালি পুলিশ সদস্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিল, বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন এবং "জয় বাংলা" স্লোগান দেওয়ার মতো কাজের মাধ্যমে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। ১৬ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকায় পুলিশ বঙ্গবন্ধুকে পূর্ণ সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানায়, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। পুলিশকে সশস্ত্র প্রতিরোধের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, পাকিস্তানি সংস্থা বাঙালি অফিসারদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেছিল, যার পরিণতি নির্মম "অপারেশন সার্চলাইট"।

বীরত্বের শুরু : রাজারবাগে বীরত্বপূর্ণ অবস্থান শুধু সামরিক প্রতিরোধ ছিল না; এটি ছিল পরিচয়ের ঘোষণা এবং নিপীড়নের কাছে জমা দিতে অস্বীকার করা। ৩০৩ রাইফেলের কিছু বেশি সজ্জিত, বাঙালি পুলিশ সদস্যরা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছিল, দেশব্যাপী অস্ত্রের ডাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাদের ত্যাগ এবং স্থিতিস্থাপকতা জাতিকে তার অন্ধকার সময়ে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মুখ্য ছিল।

বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দ্বারা স্মরণীয় এই উত্তরাধিকার, দেশপ্রেমের চেতনা এবং স্বাধীনতার মূল্যকে তুলে ধরে। যাইহোক, এটি একটি প্রখর অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যে প্রতিষ্ঠানটি কতদূর বিকশিত হয়েছে - এবং এটি এখনও কতদূর যেতে হবে।

পুলিশ একটি সংকটের কেন্দ্রে :২০২৪ সালে, বাংলাদেশ পুলিশ একটি সঙ্কটের কেন্দ্রে নিজেদের খুঁজে পায় যা জনগণের আস্থাকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। সিভিল সার্ভিস নিয়োগে কোটা সংস্কারের পক্ষে ছাত্রদের বিক্ষোভের উপর সহিংস দমন-পীড়ন আইন প্রয়োগকারী এবং নাগরিক স্বাধীনতার মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ করেছে। সরকারের কঠোর হস্তগত পদ্ধতির ফলে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা জনগণের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

জাতিসংঘের প্রাথমিক তদন্ত অনুসারে, বিক্ষোভের সময় আনুমানিক ৬৫০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং এর পরে

জবাবদিহিতার একটি উদ্বেগজনক অভাব প্রকাশ করেছে। একই সাথে, পুলিশ কর্মকর্তারাও শিকার হয়েছেন, সরকারি সূত্রে কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত হয়েছেন ৪৪ জন। প্রতিবাদকারীর মৃত্যু এবং পুলিশের হতাহতের দ্বৈত বর্ণনা সংকটের জটিলতা এবং পদ্ধতিগত সংস্কার জরুরি প্রয়োজন তুলে ধরে।

পুলিশ বাহিনীর মধ্যে হতাশা: পুলিশ নিজের হতাশা থেকে মুক্ত নয়। অনেক অফিসার সিস্টেমের দ্বারা পরিত্যক্ত বোধ করেন, বিশেষ করে তাদের নিহত সহকর্মীদের জন্য ন্যায়বিচারের অভাব সম্পর্কে। বিক্ষোভকারীদের অনাক্রম্যতা প্রদান বিতর্কিত সরকারী আদেশগুলি বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, অস্থিরতার সময় নিহত অফিসারদের জন্য ন্যায়বিচার দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ইন্সপেক্টর মাসুদ পারভেজ ভূঁইয়া অমীমাংসিত হত্যাকাণ্ড এবং নোয়াখালীতে সন্দেহভাজনদের প্রাথমিক ভুল শনাক্তকরণের মতো ঘটনা জনগণের আস্থা বজায় রেখে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জগুলো নির্দেশ করে। এই অস্থির পরিবেশ পুলিশের ভূমিকা এবং জবাবদিহিতা ব্যবস্থা পুনর্মূল্যায়ন দাবি করে।

বাংলাদেশ পুলিশ সংস্কার: ২০২৪ সালে বাংলাদেশ পুলিশ যে চ্যালেঞ্জগুলো মুখোমুখি হয়েছিল তা অনন্য নয়। বিশ্বজুড়ে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সম্মান করার মধ্যে একই রকম উত্তেজনার মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক উদাহরণ থেকে শেখার সুযোগ রয়েছে, যেমন কমিউনিটি পুলিশিং এবং স্বাধীন তদারকির ওপর কানাডার জোর।

মূল সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা:আইনি কাঠামোর আধুনিকীকরণ: ১৮৬১ সালের পুলিশ অ্যাক্ট এর মতো পুরানো ঔপনিবেশিক যুগের আইনগুলিকে প্রতিস্থাপন করুন, জনসেবা, জবাবদিহিতা এবং পেশাদারিত্বের উপর জোর দিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ আইনি কাঠামোর সাথে।

কমিউনিটি পুলিশিং শক্তিশালীকরণ: স্থানীয় উদ্বেগ গুলোকে মোকাবেলা করে এবং সহযোগিতামূলক ভাবে অপরাধ প্রতিরোধ করে এমন উদ্যোগের মাধ্যমে পুলিশ এবং নাগরিকদের মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

স্বাধীন তদারকি: অসদাচরণ তদন্ত করতে স্বায়ত্তশাসিত পর্যালোচনা বোর্ড গঠন করুন, স্বচ্ছতা এবং জনগণের আস্থা নিশ্চিত করুন। নৈতিক মান এবং প্রশিক্ষণ: একটি শক্তিশালী আচরণবিধি প্রয়োগ করুন এবং মানবাধিকার, দ্বন্দ্ব সমাধান এবং বৈচিত্র্যের ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদান করুন।

বিকেন্দ্রীভূত শাসন: জাতীয় তত্ত্বাবধান বজায় রেখে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী আইন প্রয়োগের জন্য আঞ্চলিক ইউনিট গুলো ক্ষমতায়ন করা।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হ্রাস: রাজনৈতিক চাপ থেকে রক্ষা করে, নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করে পুলিশের কার্যক্রমের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করুন।

গণতান্ত্রিক পুলিশিং এর দিকে একটি পথ: বাংলাদেশের ইতিহাস দাবি করে যে তার পুলিশ বাহিনী তার ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের ঊর্ধ্বে উঠে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে মূর্ত করে যার জন্য ১৯৭১ সালে জাতি লড়াই করেছিল। প্রতিষ্ঠানের সংস্কার শুধুমাত্র বাহিনী বা জনসাধারণের মধ্যে অভিযোগের সমাধান করা নয়-এটা পুলিশের ভূমিকা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা। ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের অভিভাবক হিসেবে।

এই পরিবর্তনগুলো আলিঙ্গন করে, বাংলাদেশ পুলিশ তাদের উত্তরাধিকার কে সম্মান করতে পারে, জনগণের আস্থা পুনঃনির্মাণ করতে পারে এবং জনগণের রক্ষক হিসাবে তাদের স্থান সুরক্ষিত করতে পারে। স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের নীতিতে নির্মিত একটি জাতির জন্য এটি কেবল একটি প্রয়োজনীয়তা নয় বরং একটি নৈতিক অপরিহার্যতা। সরকারী তথ্য অনুযায়ী, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানকে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টায় অন্তত ৭৫১ জন পুলিশ সদস্য শহীদ হন এবার নিহত হয়েছেন ৪৪ জন। বাংলাদেশের প্রথম সত্যিকারের প্রতিরক্ষা, যা পাকিস্তানে তার নিপীড়কদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল তাদের আগত মহান বিজয় দিবসের আগাম রক্তিম শুভেচ্ছা।

গভীর বনে রাজহাঁস ভোজন

ইশতিয়াক রুপু

মালয়েশিয়ার পৌছার তৃতীয় দিন ছিলো সমুদ্র দর্শনের জন্য বরাদ্দ। রাজধানী থেকে প্রায় তিনশো কিলোমিটার দুরের সৈকত শহর কুয়ানতান।

২০ নভেম্বর বেলা ১১টায় কুয়ানতানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। ভ্রমনের পুরো আয়োজনের পিছনে বেশি অবদান রেখেছেন বিশিষ্ট ব্যাঙ্কার এন বি এল মালয়েশিয়া শাখার সিও মর্তুজা ভাই এবং শাখা প্রধান এনাম ভাই।

প্রায় তিন ঘন্টার যাত্রা শেষে আমরা যখন কুয়ানতান শহরের কাছাকাছি তখন শুরু অঝোর ধারায় বৃষ্টি।বলা যায় দেশের শ্রাবনমাসের বৃষ্টির আরেক রুপ।ঝরছে তো ঝরছেই। এমন বৃষ্টিতে ভিজে আমরা সবাই আশ্রয় নেই সাজানো গোছানো একটি আবাসিক হোটেলে।

দিনের শেষে সন্ধ্যা আগত। শেষ প্রহরের রোদের আলোতে সৈকত দেখার লোভে প্রায় পড়িমড়ি করে দ্রুত ছুটে গেলাম কুয়ানতন শহরের চাম্পাডাক বলে বিশ্ব জুড়ে পরিচিত বিশাল বালি ও পাথরময় সৈকতের বালুকারাজ্যে।

বেশ আওয়াজ তুলে গর্জন করতে করতে মাঝারি আকারের ঢেউ আছড়ে পড়ছে সৈকতে।

সে এক অপরূপ দৃশ্য। সৈকতের এক পাশে বিশাল আকারের পাথরের সারি। তারই পাশ ঘেষে দীর্ঘ বনরাজি। যার আকার আর সবুজের ঘনত্ব দেখে বুঝা যায় কর্তৃপক্ষ সমুদ্র সৈকতের তীরে গড়ে উঠা এই বিরল প্রকৃতির প্রতি কত যত্নশীল।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসায় সৈকতে বেড়ানোর সময় কে সংক্ষিপ্ত করে আবার ছুটা

শহর থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দুরের একটি ফার্ম হাউজে। কৈশোর উত্তীর্ন বয়সের এক যুবক ১৯৮৯ সনে সিদ্ধান্ত নিলেন দেশ ছেড়ে প্রবাসী হবেন। ভীষন সাহসী ও উদ্যমী এই যুবকের নিবাস যশোর জেলায়। দুনিয়া জুড়ে কম্পিউটার জগতের পথ চলা তখন শুরু। পশ্চিমা দেশে রাজত্ব করতে থাকা কম্পিউটার দক্ষিন এশিয়ার হাতে গোনা দেশের অন্যতম দেশ মালয়েশীয়ায় পদার্পন করেছে মাত্র।বাড়তি বুদ্ধিমত্তার এই যুবক কম্পিউটারের উপর উচ্চতর ডিগ্রী নিতে চলে আসেন মালয়েশিয়া।

মালয়েশিয়ার মাটিতে নেমেই শুরু জীবন যুদ্ধ।

বৈধতা নিয়ে এই দেশে থাকতে শুরু করলেন, পড়াশুনার বিষয় কম্পিউটার। নির্দিষ্ট ঠিকানা

না থাকায় একজন ভারতীয়ের বাসার ঠিকানা ব্যবহার করতেন। প্রতি সপ্তাহে যেতেন ভারতের

পাঞ্জাবের অধিবাসী ভারতীয়ের বাসায় দেশ থেকে পত্র সংগ্রহ করতে। সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কাজ করতেন রাজধানী কুয়ালালামপুরের উপকণ্ঠে শিল্প অঞ্চলে। কাজ ও করতেন সেই এলাকার একটি ফ্যাক্টরীতে।

যশোরের সন্তান যার পারিবারিক উপাধি সর্দার। তার ভাষায় শুনা যাক নিজ জীবনের শুরুর গল্প।সাইকেল চড়ে যাচ্ছেন ভারতীয় পরিচিত জনের বাসায়। আনমনে সাইকেল চালানোর সময় হঠাৎ কানে এলো কারের হর্ন।

পিছন ফিরে দেখেন এক চাইনিজ বয়স্ক শিল্পপতি সর্দার সাহেব কে ইশারা করেছেন কাছে যাবার জন্য।

আর সেই ডাকই নাকি সর্দার ভাইয়ের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে এমন এক পর্যায়ে উনাকে নিয়ে যায় সেখান থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে

হয়নি। পঞ্চাশর্ধো যশোরের সাহসী সন্তানের জীবনের প্রতিটি অংশ আর দিনপূঞ্জীতে কেবল চমকে উঠার নানা গল্প।

সংক্ষিপ্ত করে বললে সেই কিশোরবেলায় চাইনিজ শিল্পপতির ডাকে সাড়া দিয়ে যে অমসৃণ পথ ধরে হাঁটা শুরু করেছিলেন আজ

পঞ্চাশর্ধো সময়ে সেই ব্যবসা বানিজ্য সহ আবাসন ব্যবসায় আজো সমান সক্রিয়। জীবনের ঘোরানোর আরো একটি অধ্যায়

আছে তা হলো বিশাল এক আমেরিকান কোম্পানীতে দায়িত্বকালে শ্রমবিরোধকে কেন্দ্র করে করা মামলায় জিতে যাওয়া। সেই মামলা থেকে পাওয়া বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরন আরো দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায় অভিষ্ট লক্ষ্যে।

প্রথমে বিয়ে করেন আট দশটি স্বাভাবিক ও ধর্মভীরু মালোয়েশিয়ান পরিবারের একজন

সুন্দরী তরুনী কে। পরে কয়েক বছর পর দ্বিতীয় বিয়ে করে মালয়েশিয়ান সরকারের উচ্চ পদস্থ পদের এক সচিবের কন্যা কে। দুই পরিবারে ৫ জন সন্তান আর দুই স্ত্রী নিয়ে সুখেই কেটে যাচ্ছে সর্দার সাহেবের শান্তিময় জীবন।

দেশের রাজধানী থেকে সমুদ্র কন্যা শহর কুয়ানতান যাবার পথে গড়ে তুলেছেন বিশাল এক খামার প্রায় অর্ধশতক একর জুড়ে গড়ে তোলা খামারে কি নেই? গরু ছাগল মোরগ হাঁস থেকে শুরু করে প্রায় দুডজনের বেশি আছে বিরাট বিরাট রাজহাঁস। খামারের এক প্রান্ত জুড়ে ছয় তলা বিশিষ্ট মোরগের খামার। পুরো পরিকল্পনা শেষ হলে সেই খামারে প্রায় তিন লক্ষ মোরগ পালন করা হবে। বিশাল বিষয়।

আমরা নিজের চোখে যা দেখেছি তা লেখা পাঠ করে সব কিছু আন্দাজ করা যাবে কিনা সন্দেহ।

বিশিষ্ট ব্যাঙ্কার মর্তুজা ভাইর সঙ্গে উনার খুবই ভালো সম্পর্ক।অনেক দিনের চেনা জানা।

ব্যাঙ্কার ভাই কুয়ানতান আসছেন শুনে সর্দার

সাহেব স্পেশাল খাবারের আয়োজন সহ আর

কিছু আমোদের ব্যবস্থা করতে কোমড় বেঁধে লেগে গেলেন।বিশেষ খাবারের তালিকায় রাখলেন নিজ খামারে দীর্ঘ দিন যত্ন করে পোষা বিশাল একটি রাজহাঁস।

ঘন জঙ্গলের ভিতর আবাদ করা হাজার হাজার পাম বাগানের অরন্যে চলছে সর্দার ভাইয়ের

রাজহাঁস ভুনার প্রস্তুতি আর এদিকে আমাদের

জীপ গাড়ি চলছে উত্তরমুখি চার লেন ধরে

বাংলার এক দামাল ও সাহসী সন্তানের সাহসী

উদ্যোগের চিহ্ন সর্দার ভাইয়ের পাম গাছ বেষ্টিত একতলা দালানের ঠিকানা ধরে।

মুল রাস্তা ধরে গাড়ি যখন ফার্ম হাউসে যাবার পথ ধরলো সারা পথে সবার মাঝে মৃদু উৎকন্ঠা

আর অনুসন্ধানী চিত্ত চঞ্চল মন।গ্রামীন রাস্তার

ছোট বড় খানা খন্দক দুলে দুলে গাড়ি চলার মজা যেমন দেশে পেয়েছি মালয়েশিয়ার এই গ্রামীন রাস্তায় মজার সেই দুলনি কম ছিলো না।মাত্র সন্ধা রাত পেরুনো জনপদের নিরবতা আর কয়েক হাত দুরে দুরে তরতর করে বেড়ে

উঠা পাম ফলে পরিপূর্ন বাগানের নিকেশ কালো

রহস্যময় চিত্রমালার ভিন্ন রূপ জীপ গাড়িতে বসা সব অতিথিদের নিরব করে দেয়।

কখনো ডানে মোড় কখনো গ্রামের একমাত্র মসজিদের পাশ দিয়ে চলা পাথর বিছানো রাস্তা ধরে প্রায় অজানা পথেই দেখা হলো দুজন যুবক বাংলাদেশীর। যাদের পাঠিয়েছেন বিশাল খামারের মালিক সর্দার। দুমিনিট চলার পর ডান পাশে বিশাল গেইট পেরিয়ে দেখা গেলে পঞ্চাশ বয়সী যুবক মনের অধিকারী আর পুরো জীবন কে যিনি এঁকেছেন সংগ্রাম আর সাহসের চিত্র পটে। হাজার মাইল দুরের সাগর ঘেরা সবুজ পত্র পটের মনোরম মালয়েশিয়ার গভীর জঙ্গল কে মানুষ বাসের উপযোগী যিনি করে তুলেছেন পরিশ্রম আর সাহস দিয়ে সেই তরুন স্বপ্নবাজ পুরুষ যশোরের সন্তান শাহীন সর্দার।

শেষের গল্প আর নাই বলি। বসার ঘরে বসতেই নাকে বার বার আসছে সর্দার ভাইয়ের নিজ হাতে রান্না করা প্রকৃতির কোলে বেড়ে রাজহাঁসের তাজা মাংস ভুনার মন ভুলানো ঘ্রান।সবাইকে আপন করে স্বামী ও স্ত্রী বার বার হাতা ভর্তি মাংশ তুলে দিচ্ছেন থালায় রাখা সাদা ধবধবে বাসমতি চালের ভাতের উপর।

মোড়

> ছোট বড় খানা খন্দক দুলে দুলে গাড়ি চলার মজা যেমন দেশে পেয়েছি মালয়েশিয়ার এই গ্রামীন রাস্তায় মজার সেই দুলনি কম ছিলো না। মাত্র সন্ধা রাত পেরুনো জনপদের নিরবতা আর কয়েক হাত দুরে দুরে তরতর করে বেড়ে উঠা পাম ফলে পরিপূর্ন বাগানের নিকেশ কালো রহস্যময় চিত্রমালার ভিন্ন রূপ জীপ গাড়িতে বসা সব অতিথিদের নিরব করে দেয়।

কবিতার এক পাতা

সপ্তম বর্ষের সূচনা সংখ্যায় আপনাদের জন্যে ‘কবিতার এক পাতা’র বিশেষ সংযোজন বাংলা অনুবাদে বিশ্বখ্যাত কবিদের কবিতা। আশা করছি—অনূদিত কবিতাগুলি মূল কবিতা পড়ার আনন্দ জাগিয়ে রাখবে। আপনাদের জন্যে এক বুক ভালোবাসা।—**ফারুক ফয়সল**

আয়না

সিলভিয়া প্লাথ

অনুবাদ: কামরুল হাসান

আমি রুপালি পারদ এবং নিখুঁত। আমার কোনো
আত্মগতধারণা নেই।
যা কিছু আমি দেখি তাকে গিলে ফেলি তৎক্ষণাৎ
সেটা যেমন, হুবহু তেমন রূপেই, পছন্দ বা অপছন্দ দিয়ে
অস্বচ্ছ করি না।
আমি নির্দয় নই, কেবল সত্যবাদী,
এক খুদে দেবতার চোখ, চারকোণা চোখ।
বেশিরভাগ সময় আমি উল্টোদিকের দেয়ালে ধ্যান করি।
ওর রঙ গোলাপী, ওর রয়েছে কিছু দাগ। আমি ওর দিকে এত
দীর্ঘকাল তাকিয়ে থেকেছি যে
ঐ দেয়ালকে আমার হৃদয়ের অংশ বলে মনে হয়। তবে সেটা
ঝিকমিক করে।
বার বার আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয় মানুষের মুখ ও অন্ধকার।

এখন আমি একটি হ্রদ। আমার উপর ঝুঁকে আছে এক নারী,
কী তার প্রকৃত রূপ তা খুঁজে ফিরছে আমার গভীরতায়।
এরপর সে ঘুরে দাঁড়ায় ওই মিথ্যেবাদীদের দিকে,
মোমবাতিগুলো কিংবা চাঁদ।
আমি দেখি তার পিঠ, এবং প্রতিফলিত করি বিশ্বস্তকরূপে।
সে আমাকে প্রতিদান দেয় অশ্রুজল আর উত্তেজিত হাত
নেড়ে।
আমি তার কাছে জরুরি। সে আসে এবং ফিরে যায়।
প্রতি ভোরে তার মুখাবয়ব অন্ধকারকে অপসারণ করে।
আমার ভেতর সে একজন তরুণীকে ডুবিয়ে রেখেছে আর
আমার ভেতরেই এক বৃদ্ধা নারী
দিনের পর দিন তার দিকে উঠে আসে, এক ভয়ঙ্কর মাছের
মতন।

দ্বীপান্তরে তোমাকে আমি অধিক ভালোবাসি

মাহমুদ দারবীশ

(আংশিক)

অনুবাদ: তাপস গায়েন

এই দীর্ঘ নির্বাসনে আমি তোমাকে অধিক ভালোবাসি
আমার বারান্দা-সংলগ্ন ডালিম দুগ্ধহীন, রসহীন
পামট্রি হয়ে উঠে ওজনশূন্য, পর্বত ভরহীন
শেষ বিকালে আমাদের রাস্তাগুলো হয়ে উঠে পথচারীশূন্য,
এই ভূমি হয়ে ওঠে ভরহীন, কারণ সে পৃথিবীকে
জানিয়েছে তার বিদায় সম্ভাষণ ।

রাতের সর্পিল বিনুনিতে
শব্দগুলো হয়ে ওঠে হালকা, গল্পগুলো ভরহীন
কিন্তু আমার হৃদয় ভারী ।
দ্বীপান্তরে শার্টের যে বোতাম হারিয়েছি তা আমরা মনে রাখি
যদিও বিস্মৃত হয়েছি শিরস্ত্রাণময় উজ্জ্বল দিন
মনে রাখি এপ্রিকটের স্বেদাক্ত বিন্দুর সুঘ্রাণ, এবং ভুলে যাই
আমাদের বিবাহের রাতে নৃত্যরত অশ্বদের কথা ।
আমার নিহত হৃৎপিন্ডে নৃত্যরত সোনালি ছোরা,
আমি বেঁচে আছি ।

হত্যা করো আমাকে, ধীরে, যেন দীর্ঘ পরিভ্রমণের আগে
সহজ স্বাভাবিকতার থেকে অনেক বেশী বলতে পারি
আমি তোমাকে ভালোবাসি ।

তোমাকে আমি ভালোবাসি,
আছি আমি আমার কষ্টাতীত বেদনায় ।
এই দ্বীপান্তরের পরে
না তোমার সুবাতাস, না তোমার জল,
না তোমার ভোরের তুলসী,
কিংবা না তোমার সান্ধ্যকালীন পদ্ম
কিছুই করবে না আমাকে বেদনায় বিদ্ধ ।

নীল হেপাটিকা ফুল

টমাস ট্রান্সট্রোমার

অনুবাদঃ কুমার চক্রবর্তী

মন্ত্রমুগ্ধ হওয়া মোটেই সহজ নয় আর। নীল হেপাটিকা : এটা তো
পৃথিবী
আর বসন্তের এক পুরোনো কৌশলমাত্র। তারা কোনো না
কোনোভাবে থেকে
যায় অপ্রত্যাশিত। দৃষ্টির অলক্ষ্যে, নিভৃত জায়গায়, পুরোনো
বাদামি-শুকনো
পাতার মাঝে আহা ফুলগাছগুলো বড়ো হয়ে যায়। ফুলেদের উগ্র রং
ঝুলে
থাকে, হ্যাঁ,ঝুলে থাকে তাদের রঙের কারণে। ঠিক এখন যেমন
অতি
নীল-বেগুনি রঙের ফুলগুলো নির্ভার।

এখানে এখন মুখচাপা উল্লাস। “ক্যারিয়ার”: অপ্রাসঙ্গিক! “ক্ষমতা”
এবং“প্রচারণা”: হাস্যকর! তারা নিশ্চিতভাবেই আরোপ করেছে
এক বিরাট
সংবর্ধনার, নিনেভে-র কাছে: তারা জন্ম দিয়েছে গোলমাল আর
হট্টগোলের।
উঁচু ছাদ--- সবারই মাথার মুকুটের ওপর স্ফটিকময় ঝুলন্ত
ঝাড়বাতিগুলো
কাচের শকুনের মতো ঝুলে আছে। এইসব অতিসজ্জিত আর
হট্টগোলের
চোখ-ধাঁধানো অচলতা সত্ত্বেও, নীল হেপাটিকা খুলে দেয় সত্যিকার
উদযাপনের এক গোপন উত্তরণ, মৃত্যুর মতোই যা প্রশান্তময়।

নোবেল পুরস্কার

নিকানোর পাররা

অনুবাদ: রাজু আলাউদ্দিন

পড়ার জন্য নোবেল পুরস্কার
উচিত হবে আমার হাতে দেয়া
আমি হলাম আদর্শ পড়ুয়া
হাতে যা পাই সবই পড়ে ফেলি:

রাস্তা ঘাটের নাম ঠিকানা পড়ি
এবং যত পথের নিয়নসাইন
টাট্টিখানার দেয়াল লিখন পড়ি
পড়ি নতুন মূল্য তালিকাও

এবং পড়ি বার্তা অপরাধের,
আবহাওয়ার পূর্বাভাসও পড়ি

গাড়িঘোড়ার প্যাটেন্টও বাদ নেই

আমার মতো লোকের কাছে, ভাই,
শব্দরা সব পুতপবিত্র

জুরি সভার ভদ্রমহোদয়
মিথ্যা বলে আমার কিবা লাভ
আমি তো এক তুখোড় পড়ুয়া
পড়ি সবই-- বাদ পড়ে না কিছু
এক কলামের ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপনও

সত্য বটে অল্প পড়ি হালে
কারণ সময় পাই না খুব একটা
ওমা, আগে কত্ত যে পড়েছি

এই কারণেই নোবেল পুরস্কার
চাচ্ছি, আমায় পাঠের জন্য দিন
এক্কেবারে স্বল্প কালের মাঝে

কবি ও অনুবাদক পরিচিতি

কবিতা: মিরর, অনুবাদঃ আয়না, কবি: **সিলভিয়া প্লাথ** (১৯৩২-১৯৬৩)

সিলভিয়া প্লাথ আমেরিকান কবি, ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখক। স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার ধারাটি এগিয়ে নেবার জন্য তাঁকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। সমসাময়িক ব্রিটিশ কবি টেড হিউজকে বিয়ে করেন। ১৯৬৩ সালে আত্মহত্যার কারণে মাত্র ৩১ বছর বয়সে প্রতিভাময়ী এই কবি ও লেখকের জীবনাবসান ঘটে। ১৯৮২ সালে তাঁর ‘দ্য কালেক্টেড পোয়েমস’ এর জন্য মরণোত্তর পুলিৎজার পুরস্কার সহ তিনি নানা সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত হন।

অনুবাদ: কামরুল হাসান আশির দশকের কবি। প্রথম কাব্য ‘সহস্র কোকিলের গ্রীবা’ প্রকাশিত হয় ১৯৯১ সালে। প্রকাশিত মোট কাব্যগ্রন্থ ১৪ টি। ছোট গল্প ও নানা বিষয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে থাকেন। বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদক হিসাবে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। ভ্রমণ গদ্য সাহিত্যেও রেখে যাচ্ছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও উজবেকিস্তান ভ্রমণ করে লিখেছেন পাঁচটি ঢাউস সুখপাঠ্য বই। মুক্তগদ্যের চর্চাও করছেন, রয়েছে মুক্তগদ্যের দুটি বই।

কবিতা: ইন দ্য এক্সোডুস আই লাভ ইউ মোর, কবি **মাহমুদ দারবীশ** (১৯৪১-২০০৮)।

নিজের মাতৃভূমি এবং তার মানুষের জন্য এক অনিঃশেষ ক্রন্দন এই কবির কবিতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ । আরব-বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত এবং নিরন্তর সৃজনশীল এই কবি কবিতা বিশ্বের অন্যতম প্রধান কবি, যার বিচিত্রগামী বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার (কবিতা এবং গদ্য মিলিয়ে প্রায় ত্রিশটি বই, যা প্রায় বত্রিশটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে) পৃথিবীর সকল সংগ্রামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস।

অনুবাদ: কবিতা- দ্বীপান্তরে তোমাকে আমি অধিক ভালোবাসি, কবি-তাপস গায়েন বসবাস, উচ্চশিক্ষা এবং অধ্যাপনাসূত্রে নিউইয়র্কে দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময়ের অভিবাসী কবি তাপস গায়েন। কবিতা লেখায় নিজের মনঃসংযোগ তারো অনেক আগে বুয়েটের ছাত্রাবস্থায়। আজো তিনি একই আবেগ ও ভালোবাসা, মেধা ও মননের সংযুক্তি রেখেছেন কবিতার সাথে নিজের। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থঃ সাঁকোশূন্য মহাদেশ (২০০১), একলব্য নিঃসীম নগরে (২০১০), সময়ব্যূহে অভিমন্যু (২০১৭), অদৃশ্যতায় দৃশ্যমান আমরা (২০২১), কালের খেয়ায় স্বপ্নময় শরীর (২০২২) , অনাসক্ত একমুঠো জল (২০২২)। উত্তর আমেরিকা থেকে প্রকাশিত ‘অগ্রবীজ” সাহিত্য এবং চিন্তা পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ।

কবিতা: দ্য নোবেল প্রাইজ ফর রিডিং, কবিঃ **নিকানোর পাররা** (১৯১৪-২০১৮)

কবিঃ ১০৩ বছরের দীর্ঘ জীবন পেলেও শেষ পর্যন্ত কবি নিকানোর পাররাকে পুরস্কারটি দেয়া হয়নি। অথচ বেশ কয়েকবার তিনি নোবেল পুরস্কারের সম্ভাব্য তালিকাভূক্ত ছিলেন। তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পাররা সাধারণ মানুষকে কবিতামুখি করে তুলেছিলেন এমন এক যুগে যখন মানুষ কবিতাকে প্রায় ভুলতে বসেছিল। কাব্যগুণের প্রাথমিক ও মৌলিক শর্তকে পূরণ করেই—সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করার ঝুঁকি নেয়া ছিল এক বিরাট ব্যাপার। ঝুঁকি এই জন্যে যে তা কবিতাকে শ্লোগানে পরিণত করতে গিয়ে বহু কবি লুপ্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু পাররা এই ঝুঁকি উৎরে গিয়েছিলেন প্রতিভাগুণে।

অনূদিত কবিতাঃ নোবেল প্রাইজ। অনুবাদঃ রাজু আলাউদ্দীন।

দীর্ঘ বসবাস এবং জীবনযাপন, শিক্ষা ও কর্মের যোগে তিনি সমৃদ্ধ ও বিশ্ববিশ্রুত ল্যাটিন সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সরাসরি স্প্যানীয় ভাষা থেকে বাংলায়। ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ কর্মের বিস্তৃতি ও যোগ্যতা তাঁকে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশিষ্টতা দিলেও রাজু আলাউদ্দীন প্রবন্ধ সাহিত্য ও কবিতায়ও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। গেয়র্ক ট্রাকলের কবিতা, টেড হিউজের নির্বাচিত কবিতা, নির্বাচিত বোর্হেস, অন্য আলোয় অন্য ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বিদেশি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের আলাপচারিতা, দক্ষিণে সূর্যোদয়: লাতিন আমেরিকায় রবীন্দ্রচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রভৃতি কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক রাজু আলাউদ্দিনের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম।

কবিতা: নীল হেপাটিকা ফুল

কবি: **টমাস ট্রান্সটোমার** (১৯৩১-২০১৫) একজন সুইডিশ কবি, অনুবাদক এবং মনোবিজ্ঞানী ছিলেন। নীরবতা ও গভীরতার কবিতার এই কবিকে বলা হয় পরাবাস্তববাদ আর আত্মজৈবনিক বাস্তববাদের এক সার্থক সংশ্লেষক। ৮৩ বছরের এক দীর্ঘজীবন পেলেও দুঃখজনকভাবে জীবনের শেষ ২৫ বছর ছিলেন বাকশক্তিব্যাহত। লেখালেখিতে বরাবরই অল্পপ্রজ হলেও তাঁর প্রতিটি লেখাই তাৎপর্যমণ্ডিত। ১৯৯০ সালে নিউস্টাড পুরস্কার ও ২০১১ সালে ট্রান্সট্রোমার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

বাংলা অনুবাদঃ কবি কুমার চক্রবর্তী কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদক আমেরিকান কবি প্যাটি ক্রেনের অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন ‘নীল হেপাটিকা ফুল’। কবি কুমার চক্রবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ লগপুস্তকের পাতা প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। এই কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের তালিকা দীর্ঘ। বাংলায় কবিতা লেখা ছাড়াও টমাস ট্রান্সট্রোমার, চেসোয়াভ মিউশ, ফের্নান্দো পেসোয়ার সহ বিশ্বখ্যাত কবিদের কবিতার বাংলা অনুবাদ করে অনুবাদ সাহিত্যে অবদান রেখেছেন। প্রবন্ধ সাহিত্য রচনায় তাঁর রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বিয়েতে ব্লাউজ প্রচলন করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিদ্ধার্থ সিংহ

গত শতাব্দীতেও হিন্দু মেয়েরা ব্লাউজ পরে বিয়ে করতে পারতেন না। এমনকী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রভাবশালী মানুষও তাঁর মেয়ে সুনন্দিনীর বিয়ের সময় অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও তৎকালীন সমাজপতিদের কাছ থেকে মেয়েকে ব্লাউজ পরানোর অনুমতি পাননি।আসলে সে সময় বিয়ে বা শ্রাদ্ধের মতো অনুষ্ঠানে সেলাই করা কাপড় পরা হিন্দু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল।

কারণ, ব্লাউজ মানেই সেলাই করা। আর সেলাই করার জন্য ছুঁচে সুতো পরাতেই হবে। আর সেটা করতে গেলেই ছুঁচের ছিদ্রে সুতো পরানোর জন্য তো সুতোর মাথা উঁচুলো করতেই হবে। সে জন্য সুতোর মাথা জিভের ডগায় নিয়ে লালা দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিতে হয়। অর্থাৎ সুতোটা এঁটো হয়ে যায়। তাই ধর্মীয় উৎসবে বা কোনও শুভ কাজে সুঁচ-সুতোয় সেলাই করা কোনও কাপড় পরা যেত না। মেয়েরা হয় শাড়ির কিছু অংশ পেঁচিয়ে কিংবা অন্য একটি কাপড়ের টুকরো দিয়ে শরীরের উপরের অংশ ঢাকতেন।

এই প্রথা উনিশ শতকের মাঝামাঝি অবধি ভারতবর্ষে চালু ছিল। ঠাকুরবাড়ি থেকেই প্রথম ভাঙা হল সেই প্রাচীন প্রথা।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন উনিশ শতকের কলকাতায়, বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে। তিনি ছিলেন একজন স্বনামধন্য শিল্পী। হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি জলরঙে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। পরবর্তিকালে জাপানি চিত্রকলায় প্রভাবিত হন। পশ্চিমি নান্দনিকতাকেও আত্মস্থ করেছিলেন তিনি। ছবি আঁকার জগতে নতুন ধারাও এনেছিলেন। ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি থিয়েটার করতেও ভালবাসতেন, শিশুসাহিত্যেও রেখেছিলেন সাবলীলতার পরিচয়।

যে কোনও সৃজনশীল মানুষেরই সমাজের ক্ষয়ে যাওয়া নিয়মগুলিকে পালটে ফেলার ঝোঁক থাকে, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও নিজের মতো করে রক্ষণশীল প্রথাগুলোর ওপর আঘাত হানতে চাইতেন। শুধু চাইতেনই না, সমাজ পরিবর্তন করার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক।

তাঁর বড় মেয়ে সুনন্দিনীর বিয়ের সময় এত দিন ধরে চলে আসা সেলাই করা পোশাক না পরার প্রথাকে তিনি ভাঙতে চাইলেন। পুরোহিত থেকে শুরু করে বহু শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তবুও বিয়েতে তিনি তাঁর মেয়েকে সেলাই করা সেমিজ বা ব্লাউজ পরানোর অনুমতি পেলেন না।

পুরোহিতরা বললেন, তাঁরাও বিয়ে দেওয়ার সময় ধুতি বা চাদর পরেই কাজটা করেন, কোনও পাঞ্জাবি পরেন না। কারণ শুভ কাজে সেলাই করা জিনিস পরাটা অশুভর লক্ষণ।

তবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০১ সালে প্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ৯ বছরের মেয়ে সুনন্দিনীকে সম্প্রদান করার জন্য বিয়ের আসরে নিয়ে এলেন। অপরূপ সেই সাজ। কিন্তু পাত্রীকে দেখেই পাত্রপক্ষ অভিযোগ করল, পাত্রীকে সেলাই করা ব্লাউজ পরানো হয়েছে। বরের জ্যাঠামশাই অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বললেন, সেলাই করা কাপড় পরা মেয়েকে সম্প্রদান করা যাবে না।

পাত্রের বাবাও সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বসলেন। তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে সুনন্দিনীর বিয়ে দেবেন না বলে সাফ জানিয়েও দিলেন।

হিন্দু পণ্ডিতরাও জানালেন যে, এই বিবাহ অশাস্ত্রীয়। কারণ বিয়ের আসরে কন্যা সেলাই করা বস্ত্র (ব্লাউজ) পরে রয়েছেন।

ছেলে এবং বরযাত্রীদের নিয়ে পাত্রের বাবা যখন ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, ঠিক তখনই গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধীর-স্থির গলায় বললেন, আমার মেয়ের গায়ে সেলাই করা কোনও কাপড় নেই। তিনি সবার উদ্দেশে আরও বললেন, এখানে উপস্থিত কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেন সুনন্দিনীর ব্লাউজ সেলাই করা, তবে আমি তাঁকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেব।

না, শেষ পর্যন্ত ওই এক লক্ষ টাকা আর কারওরই ভাগ্যে জোটেনি। কারণ ছেলের বাড়ির মেয়েরা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, কন্যার ব্লাউজ সেলাই করা নয়। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর মেয়ের জন্য বানিয়েছেন এই অভিনব ব্লাউজ। দামি আঠা দিয়ে কাপড়ের বেশ কয়েকটি টুকরো এমন নিপুণ কৌশলে জোড়া দিয়েছেন যে, কে বলবে ওটা সেলাই করা নয়।

ব্যস, এটা জানার পরেই বরকর্তা একেবারে চুপ। খুব আনন্দের সঙ্গে ধুমধাম করে সুনন্দিনীর বিয়ে হয়ে গেল।

মেয়ে শ্বশুরবাড়ি রওনা হওয়ার আগে গগনেন্দ্রনাথ তাঁর মেয়ের একটি প্রমাণ সাইজের ছবি আঁকিয়ে নিলেন একজন আর্টিস্টকে দিয়ে। সেই ধাঁচে শাড়ি-ব্লাউজ পরা, হাতে কাজললতা।

পরে সেই ছবি সুনন্দিনীর ছেলে দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়ের হেফাজতে চলে যায়।

নিজের মেয়ে বলে নয়, প্রথম কোনও বাঙালি মেয়ের ব্লাউজ পরে বিয়েতে বসার ঐতিহাসিক ক্ষণটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং ওই 'ব্লাউজ'টিকে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসামান্য একটি শিল্পকীর্তি হিসেবে কলেজ স্ট্রিটের মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়। আর গগনেন্দ্রনাথের ওই কীর্তির পরেই বাংলার মেয়েরা সমাজপতিদের কাছ থেকে সেমিজ বা ব্লাউজ পরে বিয়ে করার পূর্ণ অনুমতি পেয়ে যায়।

অবিশ্বাস্য

শাহানাজ মিজান

গ্রামের বাড়িগুলোতে এমনিতেই রাত দশটার পরে সবাই শুয়ে পড়ে, আর এখন তো ঘটনা ভিন্ন। এই পাড়ায়, মাত্র একমাসের মধ্যে পর পর তিনটি মেয়ে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে। এদের মধ্যে প্রথম জন, চুরির অপবাদ সহ্য করতে পারেনি বলে তার এক বছর বয়সী কোলের বাচ্চাটা রেখে আত্মহত্যা করলো। দ্বিতীয় জন, প্রেম করেছে একজনের সাথে আর বাবা মা বিয়ে ঠিক করেছে অন্য জনের সাথে, পেটে তার দু- মাসের বাচ্চা অথচ প্রেমিক এখনি বিয়ে করতে পারবেনা, তাই। আর আরেক জন, স্বামীর সাথে ঝগড়া করে, চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় গলায় ওড়না পেচিয়ে ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়েছে।

পর পর এই সমস্ত ঘটনায় সারা পাড়া জুড়ে থমথমে এক ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করছে। ঘর থেকে একটু বাইরে যাদের বাথরুম, তারা নাকি ঘর থেকে বেরুতে পারছেনা, বাথরুমে যেতে পারছেনা। প্রতিদিন কেউনা কেউ, মৃত তিন জনের মধ্যে একজনকে না একজনকে দেখতে পাচ্ছে। কেউ পানি খেতে চাইছে, আবার কেউ বাচ্চার জন্য কাঁদছে।

আমার স্ত্রী পান্না খাতুনের কাছে প্রতিদিন এসব শুনছি, আর হো হো করে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি ওর কথা। অবশ্য আমাদের বাথরুম ভিতরেই, তাছাড়া আমি এসব কিছু কখনো বিশ্বাস করিনা। কতো রাত-বেরাতে একা একা চলাফেরা করি, মাঝেমাঝে কিছু কিছু ব্যাপার চোখে পড়ে, কিন্তু ভয় পাইনি কোনোদিন। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। গ্রামের কলেজে লেকচারার হিসেবে কর্মরত আছি। তাছাড়াও আমি রোজ ভয়ংকর হরর মুভি দেখি। হরর মুভি দেখা তো দূর, তার গল্প শুনে পান্নাকে ভয় পেতে দেখেই হাসি পায়।

তবে আমার উপরে আব্বার কড়া বারণ ও অনেক অনেক নির্দশনা দেওয়া আছে। আমি আব্বার নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করি। রাতে বের হলে তার লাঠিটা হাতে নিয়ে বের হই। আব্বার বাবার দাদার হাতের বেতের লাঠি, অনেক পুরোনো, বেশ মোটা, মজবুত ও চকচকে। আমার পূর্ব পুরুষদের হাতের ছোঁয়া লেগে আছে তাতে, বংশ পরম্পরায় ওটা এখন আমার হাতে, মাঝেমাঝে লাঠিটার দিকে তাকিয়ে ভাবি- আগের দিনের বেত এতো মোটা হতো?

সেদিন রাতে কলেজ কমিটির একটা মিটিং ছিল। সেখান থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। ধবধবে জ্যোৎস্না রাত। বন্ধু জাকির বললো, মোহন চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

বললাম, থাক এইতো দু- মিনিটের পথ, এই টুকু পথ আমি একাই যেতে পারবো, তুই বাড়িতে যা।

পুরো রাস্তায় শুনসান নীরবতা। মনে হচ্ছে, এতো হাঁটছি অথচ আজ আমার বাড়ির রাস্তা বড় হয়ে গেছে, পথ ফুরোচ্ছেনা। যে তিনজন আত্মহত্যা করেছে, তাদের তিনটে বাড়ির ঠিক তিনকোণায় একটা পারিবারিক কবরস্থান আছে। আর দুটো বাড়ি পেরোলেই আমার বাড়ি। হঠাৎ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সেই কবরের কাছে বসে বসে দুজন মহিলা কাঁদছে। আর তাদের ঐ দুটো বাড়ি থেকে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। বাচ্চাদের আর এই মহিলাদের কান্নার আওয়াজ এমন বিদঘুটে, যা শুনে আমার গায়ের প্রতিটি লোম দাঁড়িয়ে গেল। আমার হার্টবিট এমন ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, যেন এখনি বুক ভেদ করে হার্টটা বেরিয়ে আসবে। প্রচণ্ডভাবে ঘেমে একাকার হয়ে যাচ্ছি।

আব্বার কথা মনে হলো। হাতের লাঠিটা দিয়ে মাটিতে গোল দাগ দিয়ে তার মধ্যে বসে পড়লাম। মুখে দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে মাটিতে আঘাত করে যতটা সম্ভব চিৎকার করে বললাম- যা এখান থেকে, আমার পথ ছাড়ওমনি আমার চোখের সামনে, দুটো মহিলা উড়ে গেল দুই বাড়ির দিকে আর বাচ্চাদের কান্না ও থেমে গেল।

আমি কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলাম জানিনা। চোখ খুলে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলো কিন্তু মনের ভিতর থেকে ভয় দুর হলোনা। এক দৌড়ে যখন বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন এই গরমের দিনেও প্রচন্ড শীত যেন আমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেধে ফেললো। সমস্ত শরীরের প্রচণ্ড কাঁপুনিতে দাঁতের মাড়ি আটকে আসছে। পান্নাকে বললাম, তারাতারি আমাকে লেপ কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো। পান্না তাই করলো। আমার মাথায় পানি ঢাললো। আমি আরামে চোখ বন্ধ করলাম।

সূর্যের আলো জানালা ভেদ করে যখন চোখের উপর পড়লো, চোখ মেলে দেখলাম ঝলমলে সকাল। রাতে আমার সাথে ঘটে যাওয়া অবিশ্বাস্য ঘটনা ভুলতে পারছিনা। বিশ্বায়নের এই যুগে এসেও পৃথিবীতে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে? মনে হচ্ছে এখনো সেটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

মাথার কাছে বসে, চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে আমার সাত বছর বয়সী ছেলে, ও আমার দিকে কেমন অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে। আমি এক গ্লাস পানি খেতে চাইলাম, ও চিৎকার করে ওর মাকে ডাকলো।

তৎক্ষণাৎ ঘরের মধ্যে অনেক লোকজনের সমাগম। পান্না, আব্বা মা আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশি সবাই কাঁদছে কেন? আমার নিজেকে তো সুস্থ স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে অথচ এরা সবাই বলছে আমি নাকি একমাস পরে আজ চোখ মেলে তাকালাম।

জীবনানন্দের কবিতায় আধুনিকতা

বিচিত্র কুমার

জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, যিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে আধুনিকতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তাঁর কবিতায় আধুনিকতা গভীরভাবে মিশে আছে, যা শুধু সময়ের প্রবাহ নয়, মানুষের মনোজগতের জটিলতাকে বুঝতে সাহায্য করে। তাঁর কবিতা স্বতন্ত্র এবং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। বাংলা কবিতায় আধুনিকতার যে ধারা আমরা দেখি, তা অনেকাংশে জীবনানন্দের অবদান। জীবনানন্দ বাংলা কবিতার ভাষাকে নবতর রূপ দিয়েছেন, যেখানে প্রকৃতি, প্রেম, মৃত্যু, এবং মানুষের অস্তিত্বের সংকট এক ভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সময় এবং স্থান নিয়ে তাঁর ভাবনা, যা সমকালীন কবিদের থেকে একেবারেই আলাদা।

জীবনানন্দের কবিতা এক অদ্ভুত শান্তি এবং অস্থিরতার মিশেলে তৈরি। তাঁর কবিতায় বারবার উঠে আসে জীবন এবং মৃত্যুর প্রশ্ন, যেখানে তিনি প্রথাগত চিন্তাভাবনা থেকে সরে এসে নতুন ধারার চিন্তা প্রকাশ করেন। আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের জটিলতা এবং একাকিত্বের যে অনুভূতি, তা তাঁর কবিতায় গভীরভাবে মূর্ত হয়েছে। তাঁর কবিতায় আমরা নগরজীবনের কোলাহল এবং প্রকৃতির মধ্যে মানুষের দ্বন্দ্বময় অবস্থান দেখতে পাই। আধুনিক মানুষের মনের জটিলতা এবং শূন্যতা নিয়ে যে কবিতা, সেখানে জীবনানন্দ বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর "আবার আসিব ফিরে" কবিতায় আমরা প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখি, যেখানে আধুনিক মানুষের শিকড়হীনতা এবং শান্তির সন্ধান স্পষ্ট।

জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি একটি বিশিষ্ট অবস্থান দখল করে আছে। তবে এই প্রকৃতি কেবলমাত্র নিসর্গ নয়, বরং মানুষের অন্তর্লীন চিন্তার প্রতিফলন। নগরের যান্ত্রিক জীবন এবং তার বিপরীতে প্রকৃতির প্রশান্তি, এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাত তাঁর কবিতায় এক ধরনের রহস্যময় মাধুর্য তৈরি করে। আধুনিক মানুষ যান্ত্রিক জীবনের চাপে অতিষ্ঠ, তার মন খুঁজে ফেরে শান্তি এবং আশ্রয়। জীবনানন্দের কবিতায় সেই আশ্রয়ের প্রতীক হয়ে আসে প্রকৃতি। তাঁর "রূপসী বাংলা" বা "বনলতা সেন" কবিতায় প্রকৃতির মাঝে মানুষ তার চিরস্থায়ী আশ্রয় খুঁজে পায়। নগরজীবনের বিরোধীতা করে তিনি প্রকৃতির শুদ্ধতা এবং শান্তির এক প্রতিমূর্তি তুলে ধরেছেন, যা আধুনিক মানুষের জন্য এক ধরনের মুক্তির প্রতীক।

মৃত্যু জীবনানন্দের কবিতায় একটি প্রাথমিক থিম। তবে এই মৃত্যু কেবল দেহের বিলুপ্তি নয়, বরং এটি এক ধরনের পুনর্জন্মের আভাস দেয়। জীবনানন্দ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের নতুন দিগন্তের সন্ধান করেছেন। তাঁর কবিতায় মৃত্যুর ভয় নেই, বরং এক ধরনের আধ্যাত্মিক শুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে মৃত্যুকে দেখা হয়েছে। তাঁর "অফুরন্ত" কবিতায় আমরা সেই মৃত্যুচেতনার মধ্যে এক ধরনের শাশ্বত জীবনের ধারণা পাই, যেখানে মৃত্যু কোনও শেষ নয়, বরং একটি নতুন সূচনা। আধুনিক মানুষের কাছে মৃত্যু হল একটি অদ্ভুত এবং জটিল প্রক্রিয়া, যা জীবনানন্দের কবিতায় গভীরভাবে মূর্ত হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রেমের অনুভূতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গভীর। তবে এই প্রেম শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক মানুষের জীবনে প্রেম একটি বিশাল মানসিক এবং দার্শনিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর "বনলতা সেন" কবিতায় প্রেম এবং সময়ের সঙ্গে এক আশ্চর্য মেলবন্ধন দেখতে পাই, যেখানে বনলতা সেন শুধু একজন নারী নয়, বরং তিনি এক ধরনের চিরন্তনতা এবং আশ্রয়ের প্রতীক। প্রেম এখানে স্থায়ী নয়, এটি এক ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি, যা মানুষের জীবনে আসে এবং চলে যায়, কিন্তু তার প্রভাব থেকে যায়। আধুনিক মানুষের জীবনে প্রেমের এই ক্ষণস্থায়ী এবং জটিল অবস্থান জীবনানন্দ অত্যন্ত সুনিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় নাগরিক জীবনের প্রতি যে বিরোধিতা, তা আধুনিক জীবনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নগরের কৃত্রিমতা, মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা, এবং সামাজিক পরিবর্তনের যে জটিলতা, তা তাঁর কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। "নাগরিক" কবিতায় নগরের ধোঁয়া এবং কোলাহলের মধ্যে মানুষের একাকিত্ব অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠেছে। জীবনানন্দ দেখিয়েছেন কীভাবে নগরজীবনের কৃত্রিমতা এবং যান্ত্রিকতা মানুষের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। আধুনিক সমাজের এই যান্ত্রিক জীবনযাত্রার বিপরীতে জীবনানন্দ প্রকৃতির প্রতি এক ধরনের নীরব শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সময় একটি অন্যতম প্রাথমিক উপাদান। আধুনিক মানুষের জীবনে সময় একটি বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যেখানে সে ক্রমাগত সময়ের প্রবাহে হারিয়ে যায়। জীবনানন্দের কবিতায় সময়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল এবং গভীরভাবে মূর্ত হয়েছে। "আকাশে দ্বীপ জ্বেলে" কবিতায় আমরা সেই সময়ের প্রবাহের মাঝে মানুষের এক ধরনের শূন্যতা এবং অস্তিত্বের প্রশ্ন খুঁজে পাই। সময় এখানে একটি অনন্ত ধারা, যেখানে মানুষ তার অস্তিত্বের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করছে। আধুনিক মানুষের জীবনে সময় শুধু একটি বহমান প্রক্রিয়া নয়, এটি একটি জটিল এবং গভীর সত্য, যা জীবনানন্দের কবিতায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আধুনিকতা শুধুমাত্র একটি সময়ের স্রোত নয়, এটি মানুষের মনোজগতের গভীরতার প্রতিফলন। তাঁর কবিতা আধুনিক মানুষের জীবনের জটিলতা, শূন্যতা, এবং অস্তিত্বের প্রশ্নগুলিকে গভীরভাবে তুলে ধরেছে।

এই কী মানুষের জন্ম?

হাবীব ইমন

এক

আব্বা কোনোদিন আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেননি। তিনি স্বপ্ন দেখতেন তার অন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আমাকে নিয়ে স্বপ্ন না দেখাটা তার ভুল ছিল না। কিংবা অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপারও ছিল না। আমার জীবন এত অতিশয় অপ্রধান আর এতটা অনিশ্চিতে ভরা, সেখানে আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাটা ভীষণ দুর্লভ চিন্তাই বটে। আমি বাঁচবো-কী মরবো, তারই তো কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না। এই মরে যাচ্ছি, এই বেঁচে উঠছি। কত বেঁচেমরার গল্প আছে।

কয়েক দিন আগের কথা, মিরপুর পল্লবীতে নোয়াখালী জিলা স্কুল প্রাক্তন ছাত্র ফোরামের সভা হলো। যার বাসায় দীর্ঘ সময়ে চলা ওই সভায় ছিলাম, তাকে আমি চিনতাম না, তিনিও আমাকে চিনতেন না। সভা শেষ হওয়ার পর তিনি আমার পরিচয় জানলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডা. আহমেদ করিম বললেন, 'তুমি সেই ছেলে! পিজি হাসপাতালে যার অ্যানেসথেসিয়া আমি করেছি। তুমি জানো সেদিন বাঁচতে না। তোমাকে বাঁচানোটা মুশকিল ছিল।' জাস্ট এ কথা বলে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, আবেগে আপ্লুত হলেন। আমি নিজেও কিছুটা সময় অনুভূতিহীন ছিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তার স্ত্রীর কাছে গেলেন। পরিচয় করালেন। তখন তার চোখ জ্বলজ্বল করছে।

তিনি আবার সবাইকে দেখাচ্ছেন, 'দেখো, ওর মাথায় যে দাগটা দেখছো, এটা সেই অপারেশনের দাগ।' কেউ যখন এ দাগের কথা জিগ্যেস করতো, আমি খুব মজা করে বলতাম, এ দা দিয়ে কোপানো দাগ। তিনি আরও যে কথা বললেন—'এ ব্রেইনে চলাফেরা কঠিন। কিন্তু ও পারছে। কিভাবে পারছে আমি জানি না।'

আব্বার মতো করে আমি হতে পারিনি। কার মতো হয়েছি আমি? কারোর মতোই হতে পারিনি। এমনকি আমি আমার মতোও হতে পারিনি। আমাকে নিয়ে আব্বা গৌরববোধ করতেন না। আমি তাকে সেই সুযোগটা দিতে পারিনি। আমি আমার অন্য ভাইবোনদের মতো আভিজাত্য-ঐশ্বর্যময় জীবন তাকে দিতে পারিনি।

দুই

আমার জীবনের শুরুটা এক বিষণ্ন বিকেলে। সেইকালে জন্ম, যে কালে অত্যাবশকীয়ভাবে একটা পুত্র সন্তান জন্ম নেওয়া মানে অনেক বড় ব্যাপার। অনেক আনন্দের ব্যাপার। সেখানে একটি প্রভাব-প্রতিভু পরিবারে নেমে এলো সারাজীবনের বিষাদ। এ কারণে আমার আম্মাকে নানা যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, নানাজনের নানা কটু কথা শুনতে হয়েছে। একটা প্রতিবন্ধী সন্তান জন্ম দেওয়া একটা মায়ের বড় অপরাধ, জীবনের নানা বাঁকে বাঁকে তাকে অসহায় হতে হয়েছে।

জীবনের নানা অলিগলিতে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত পার করে আমি 'হাবীব ইমন' হয়েছি খুব ছোট করে। নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ আমার ছিল না। কোথাও কোনো জায়গায় স্থির হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। আমার কোনো উড়াউড়ি স্মৃতি নেই, আমার কোনো শৈশব-কৈশোর নেই, যে আনন্দের কথা আমি খুব একটা বলতে পারি না।

ভীষণ সংকুচিত আমার জীবন—থেমে থেমে চলা এ জীবন। একটু এগোচ্ছি, কিন্তু পিছিয়ে পড়ছি তার চেয়ে বেশি। সমস্যা আর সংকটের ভেতর দিয়ে আমার প্রতিনিয়ত কেটেছে, যাচ্ছে। আমার এক একটা রাত স্বপ্নহীন, এক একটা ঘুম স্বপ্নহীন। আজকাল ঘুমের মধ্যে আমি ভীষণ আঁতকে উঠি। কাঁপুনি ধরে। স্বপ্ন দেখতে, বড় হতে কলিজা লাগে, আমার সেই কলিজা নাই। পাথরকুচির মতো দুঃখগুলো কেবল এখানে-ওখানে ছড়িয়ে যাচ্ছে অনবরত।

আমার চারপাশে এত মানুষ, এত মানুষ; কিন্তু আমি বড্ড একা। আমার নিজের মতো কোনো মানুষ নাই। আমার কোনো লাবণ্য নেই, যার প্রভায় আমি বিকশিত হতে পারি বা পারবো। আমি সেই মানুষ, যাকে মাথায় তুলে আছাড় মারা যায়। যার মধ্যে ভালোবাসার গন্ধ ছড়িয়ে প্রত্যাখান করা যায়। যাকে অনবরত কষ্ট দেওয়া যায়। যেমন খুশি তেমন সাজোর মতো আমাকে নানা পাত্রে সাজিয়ে আঘাত করা খুব সহজ। অপমান করা আরও সহজ। মাঝে মাঝে খুব অবাক হই, কিভাবে বেঁচে আছি। এ বেঁচে থাকাটা কি জরুরি? কেনইবা জরুরি? কেন মানুষের এমন নির্মম আচরণ বয়ে চলতে হবে? কোনো একক মানুষের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ যদি থাকে, তবে আমার জন্মের প্রতি বিস্তর অভিযোগ। কেনইবা আমার জন্ম হলো? আজকাল আমি নিজেকে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করি, বড্ড সংকোচবোধ করি। এতদিন একলা লড়াই করা আমি আর পারছি না। আমাকে করুণভাবে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। করুণা নিয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। এটা যে কত বড় লজ্জা আর গ্লানির, তা হয়তো ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। কবে নিঃশেষ হবো, তার জন্য অধীর অপেক্ষা করছি। যেদিন আমি সত্যি ক্ষয় হয়ে যাবো, মাটিতে আমার কংকালসার মিশে যাবে, তখন হয়তো নিখিলেশ এসে দেখে যাবে আমাকে, তার মনে নিশ্চয় এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে—এই কী মানুষের জন্ম?

ZAMZAM TRAVEL US

www.zamzamtravelus.com

zamzamtravelus

লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার

হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল $১১৯৯৯ | ট্রিপল $১০৯৯৯ | কোয়াড $১০৫০০

মক্কা (০ মিটার) মদিনা (০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(১৭ দিন) ২৮ মে- ১৩ জুন ২০২৫

মক্কা: ২৮মে - ৩১ মে, ৫ স্টার হোটেল মক্কার সন্নিকটে মক্কা টাওয়ার, ক্লক টাওয়ার বা সিমিলার
আজিজিয়া: ৩১ মে - ৯ জুন, ৫ স্টার হোটেল হলিডে ইন / সিমিলার

মদিনা: ৯ জুন-১৩ জুন, ৫ স্টার হোটেল মিলেনিয়াম আল আকিক / সিমিলার

প্যাকেজ ডিটেইলস

টিকেট : সৌদি এয়ারলাইন্স (ঢাকা টু জেদ্দা টু মদিনা/জেদ্দা টু ঢাকা)
বাস সার্ভিস : মক্কা টু মিনা টু আরাফাত টু মুজদালিফা টু জুনারাত হোটেল
ফুড : ব্রেকফাস্ট, ডিনার এবং লাঞ্চ (ইন্টারন্যাশনাল বুফে)
সাইটসিইং : মক্কা মদিনা গাইড সহ
তাবু : ভিআইপি
অন্যান্য : মক্কা-মদিনা-মদিনা এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্ট (জিএমসি/বুলেট ট্রেন, ভিসা)

ডকুমেন্টস
১. বাংলাদেশী পাসপোর্ট
২. পাসপোর্ট সাইজ ফটো
৩. ব্লাড গ্রুপ
৪. কন্টাক্ট নাম্বার

গিফটস
মহিলাদের জন্য স্কার্ফ
ট্রাভেল ব্যাগ
পাসপোর্ট ব্যাগ

থ্রি স্টার

হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল $৮৫৯৯ | ট্রিপল $৭০৯৯ | কোয়াড $৬৫৯৯

মক্কা (৫০০-৭০০ মিটার) মদিনা (৩০০-৫০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(২৮-৩২ দিন)
২৩/২৪ মে- ১৯/২০ জুন ২০২৫

মক্কা: ৩ স্টার হোটেল তারওয়াত আল মনসিয়া/ আবদুল্লাহ আল-গামাস / হানি আলমাস হোটেল

মদিনা: ৩ স্টার হোটেল কারাম আল - হিজাজ/কারাম গোল্ডেন হোটেল

ইকোনমি

হজ্ব প্যাকেজ: ২০২৫ - হিজরী ১৪৪৬

ডাবল $৫৯০০ | ট্রিপল $৪৯০০ | কোয়াড $৪১০০

মক্কা (১০০০ মিটার) মদিনা (১০০০ মিটার)

আমেরিকার যেকোনো স্টেট থেকে বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের সরাসরি ২০২৫ সালের হজ্ব করার সুবর্ণ সুযোগ

(৪০-৪২ দিন)
৫/৬ মে - ১৪/১৬ জুন ২০২৫

স্পেশাল লাক্সারিয়াস ফাইভ স্টার

উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

ডাবল $২৩৯৯ | ট্রিপল $২২৯৯৯ | কোয়াড $২১৯৯

Departure: Jan 22nd, 2025	JFK - JED	Return: Jan 29th, 2025	MED - JFK
Departure: Jan 29nd, 2025	JFK - JED	Return: Feb 06th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 5th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 12th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 12th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 18th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 16th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 26th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 18th, 2025	JFK - JED	Return: Feb 25th, 2025	MED - JFK
Departure: Feb 25th, 2025	JFK - JED	Return: Mar 3rd, 2025	MED - JFK

রমাদান উমরাহ প্যাকেজ: ২০২৫

	কোয়াড	ট্রিপল	ডাবল	Departs	Return	
1st Group	$৩,৬৯৯	$৩,৮৯৯	$৪,০৯৯	Feb 27, 2025	Mar 10, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন
2nd Group	$৩,৭৯৯	$৩,৯৯৯	$৪,১৯৯	Mar 08, 2025	Mar 19, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৬ দিন
3rd Group	$৫,৮৯৯	$৬,৩৯৯	$৬,৮৯৯	Mar 19, 2025	Apr 01, 2025	মদিনা - ৩ দিন মক্কা ৯ দিন
Special	$৪,৩৯৯	$৪,৬৯৯	$৫,৩৯৯	Mar 14, 2025	Mar 24, 2025	মদিনা - ৪ দিন মক্কা ৪ দিন

ওয়ার্ল্ডওয়াইড ভিসা-সার্ভিস

- এক্সপার্ট টিম
- ভ্যারিফাইড ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সাপোর্ট
- পারফেক্ট ভিসা এপ্লিকেশন সার্ভিস

সৌদি আরব ১০ বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

- স্টে আপ টু ১৮০ ডেইজ
- আনলিমিটেড উমরাহ
- ফ্যামিলি ভিজিট
- বিজনেস ট্রাভেল এন্ড এক্সপ্লোরেশন
- এক্সপ্লোর এডুকেশনাল অপরচুনিটিজ
- ট্রাভেল টু এনি সিটি

৩০ দিনের ভিসা, ২ বছরের ভিসা, ৫ বছরের ভিসা, ১০ বছরের ভিসা

ইউ.এ.ই - দুবাই। ফুল প্যাকেজ ভিসা প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, সাইটসিইং, গাইডেন্স সার্ভিস

৩ স্টার ৫ স্টার
উমরাহ। ফুল প্যাকেজ প্রোভাইডার
ভিসা, টিকিট, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, জিয়ারাত, গাইডেন্স সার্ভিস

বাংলাদেশ প্লাজা
৩৭-১৫, ৭৩ স্ট্রীট, সুট # ২০৭
জ্যাকসন হাইটস, নিউ-ইয়র্ক ১১৩৭২

(718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com
www.zamzamtravelus.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik
MANAGED CARE
MetroPlusHealth
S W H
Senior Whole Health
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suit C
Ozone Park, NY 11416

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
PARKCHESTER MEDICAL SERVICES
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

28 November 2024, Thursday, Issue 402

২৮ নভেম্বর ২০২৪, ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২৬ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬, বৃহস্পতিবার

খলিল বিরিয়ানীর ফ্রাঞ্চাইজি শুরু উপলক্ষে শনিবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে খলিল বিরিয়ানী হাউজের সিইও খলিলুর রহমান ফ্রাঞ্চাইজের আনুষ্ঠানিক যাত্রার ঘোষণা দেন।

যাত্রা শুরু করলো খলিল বিরিয়ানী ফ্রাঞ্চাইজ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করলো খলিল বিরিয়ানী ফ্রাঞ্চাইজ, ২৩ নভেম্বর শনিবার নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে আয়োজিত এ জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে খলিল বিরিয়ানী হাউজের সিইও খলিলুর রহমান ফ্রাঞ্চাইজের আনুষ্ঠানিক যাত্রার ঘোষণা দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি শহরে ইতোমধ্যে এই ফ্রাঞ্চাইজ রেষ্টুরেন্ট খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রথমটি উদ্বোধন হবে বাফেলোতে। অন্যান্য শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে মিশিগানের ডেট্রোয়েট, ফ্লোরিডার মায়ামী, ওয়াশিংটন ডিসি, আলবেনী, বিংহাম্পটন ও ফিলাডেলফিয়া।

১৮ সেপ্টেম্বর খলিল বিরিয়ানী ফ্রাঞ্চাইজ নিউইয়র্ক স্টেট থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পায়। সংবাদ সম্মেলনে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন সিপিএ আহাদ আলী ও শামীম আল আমীন। ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাসের সভাপতি লিটন আহমেদও সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

খলিলুর রহমান বলেন, পেশাদার রেষ্টুরেন্ট ব্যবসায়ী খলিল বিরিয়ানী'র ফ্রাঞ্চাউজ নিতে পারবেন। এতে ইনভেষ্টমেন্ট করতে হবে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ ডলার। ফ্রাঞ্চাউজ ফি ৩৫ হাজার ডলার। রয়ালিটি ফি গ্রস সেলসের শতকরা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

বিচারপতিকে ডিম ছুড়ে মারলেন আইনজীবী

হাইকোর্টের এজলাস

হাইকোর্টের বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালকে এজলাসে ডিম ছুড়ে মারেন এক আইনজীবী। বুধবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

ঢাকা অফিস

ষোড়শ সংশোধনীর মামলার রায়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় হাইকোর্টের বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালকে এজলাসে ডিম ছুড়ে মেরেছেন এক আইনজীবী। একপর্যায়ে ওই বিচারপতি এজলাস ছেড়ে নেমে যান এবং পরে আর বেঞ্চে বসেননি। গতকাল বুধবার বেলা আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরের বিরতির পর বিচারকাজ শুরু হয় বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল ও বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলামের হাইকোর্ট বেঞ্চে। বেলা আড়াইটার দিকে ১২ নম্বর আইটেমের শুনানি করছিলেন আইনজীবী মোশারফ হোসেন। এ সময় কয়েকজন আইনজীবী আদালতে প্রবেশ করেন।

একজন আইনজীবী ডায়াসের সামনে গিয়ে বিচারপতি মো. আশরাফুল কামালের উদ্দেশে বলেন, 'আপনি একজন বিচারপতি হয়ে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অনেক বছর সহ্য করেছি। আপনি এখনো যদি ওই চিন্তাভাবনা পোষণ করেন, তাহলে আপনার বিচারকাজ করার অধিকার নাই। আপনার বসা ঠিক হবে না। আপনি নেমে যান।' এ সময় পেছন থেকে বিচারপতির দিকে ডিম ছোড়া হয়। তবে ডিম এজলাসের কাঠে গিয়ে লাগে। পরে এজলাস ছেড়ে চলে যান দুই বিচারপতি।

এর আগে বেলা ২টার দিকে কয়েকজন আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার মুন্সি মশিয়ার রহমানের নেমপ্লেটে রং মেখে দেন। পরে ওই নেমপ্লেট খুলে ফেলেন তাঁর অফিসের কর্মকর্তারা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নারায়ণগঞ্জের জেলা জজ থাকা অবস্থায় আদালতের সবাইকে টুঙ্গিপাড়ায় যেতে বাধ্য করেছিলেন।

জিয়াউর রহমানকে নিয়ে যা বলেছিলেন বিচারপতি আশরাফুল

২০১৬ সালে ষোড়শ সংশোধনী মামলার রায়ে বিচারপতি মো. আশরাফুল কামাল

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

ট্রাম্প তার প্রশাসনে জড়ো করছেন একান্ত অনুগতদেরই

বিশেষ প্রতিনিধি

ওয়াশিংটনে এখন চলছে পালা বদলের প্রস্তুতি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুর্নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প একের পর এক চমক দেখাচ্ছেন। মার্কিন রাজনীতির চেনা পথে এমনিতেই হাঁটেন না ট্রাম্প। এবারে তাঁর প্রশাসনে যুক্ত করছেন নানা পেশার লোকজনকে। এসব লোকজনের মতাদর্শ বা সামাজিক প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে মার্কিন জনগণের তেমন ধারণা নেই।

ট্রাম্পের মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে চলমান বিতর্কে তাঁর ছেলে, ট্রাম্প জুনিয়র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

টক অফ দ্য উইক

ট্যাক্স, আর্নড ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে জাকির চৌধুরী

সোহানা নাজনীন

এদেশে প্রত্যেককেই ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে হয়। উপার্জন মানেই ট্যাক্স প্রদান করা। যাদের আয় বেশি তাদেরকে স্টেট, গভর্নমেন্ট অথবা আইআরএস কে ট্যাক্স দিতে হয়। কেউ যদি সময়মতো ট্যাক্স রিটার্ন না করে তাহলে বড় মাপের প্যানাল্টি এবং ইন্টারেস্ট দিতে হয়। একটি ট্যাক্স ফাইল না করার জন্য জরিমানা আর আরেকটি হচ্ছে ট্যাক্স না দেবার জন্যে জরিমানা। অপরদিকে নিম্ন আয়ের মানুষেরা ট্যাক্স ফাইল করার কারণে কিছু বেনিফিট পায়। এই দুই কারণেই সবার

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

ঐতিহ্য

'হ্যাপি থ্যাংকসগিভিং ডে'

বিশেষ প্রতিনিধি

থ্যাংকসগিভিং ডে (Thanksgiving Day) যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় ছুটির দিন। নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার দিবসটি উদযাপিত হয়। পরদিন শুক্রবার ব্ল্যাক ফ্রাইডে। বছরের সবচেয়ে বর কেনাকাটার দিন। আমেরিকার সমাজ জীবনে থ্যাংকসগিভিং ডে উপলক্ষে একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানানো একটি স্বাভাবিক সৌজন্যতা ও প্রথা। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতাসহ সবাইকে 'হ্যাপি থ্যাংকসগিভিং'।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন থ্যাংকসগিভিং ডে। যার ইতিহাস ১৬২১ সালে পিলগ্রিম ও স্থানীয় ওয়াম্পানোগ (Wampanoag) আদিবাসীদের মধ্যে প্রথম থ্যাংকসগিভিং উদযাপনের সময় থেকে শুরু হয়েছে। ম্যাসাচুসেটসের প্লাইমাউথে (Plymouth) শস্য ফসলের সাফল্যের উদযাপনে প্রথম এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। পিলগ্রিমরা নতুন ভূখণ্ডে তাঁদের প্রথম শীতকাল কাটানোর পর শস্য উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছিল। স্থানীয় ওয়াম্পানোগ জনগোষ্ঠী তাঁদের সহায়তা করেছিল কৃষি ও শিকার বিষয়ে।

১৮৬৩ সালে, গৃহযুদ্ধ চলাকালীন, প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৯৪১ সালে কংগ্রেস নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবারকে থ্যাংকসগিভিং ডে হিসেবে চূড়ান্ত করে।

থ্যাংকসগিভিং ডে যুক্তরাষ্ট্রের

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com